বন্দী

নাটক

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ছেপেছেন :

শ্রীতড়িৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

চন্দ্রনাথ প্রেস

১৬৯, ১৬৯।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৬

দাম : দুই টাকা

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬১

প্রকাশ করেছেন :

শ্রীমতী লীলারাণী দেবী

২ বি, পশুপতি বোস লেন

কলিকাতা—৩

শ্রীমান্ রবীন্দ্রলাল বর্ম্মণ

ও

শ্রীমান চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু

এই নাটক রচনায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে শ্রীমান রণীন্দ্রলাল বর্মণ। তার সাহায্য না পেলে এ নাটক আমি প্রকাশ করতে পারতাম না।

চাঁপার গানটি আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা।

ভগবান এদের মঙ্গল করুন!

চরিত্র

শিবনাথ	—	বড় ভাই
অতুল	—	ছোট ভাই
মহেশ ঘোষাল	—	দুগ্ধব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ
কমলা	—	ঘোষালের কন্যা
পণ্ডিত	—	ঘোষালের বন্ধু
গোকুল	—	পণ্ডিতের ভাই
চাঁপা	—	বস্তির মেয়ে
অবিনাশবাবু	—	জমিদার
ভারতী	—	অবিনাশবাবুর কন্যা
হারাধন	—	চাকর
নেপাল	—	চাপরাশী
বটুক	—	গ্রামের জমিদার
পরেশ	—	বটুকের ছেলে
কল্যাণী	—	শিবনাথের মেয়ে
নিবারণবাবু	—	এটর্নী

ডাক্তার, পুলিশ-ইন্সপেক্টর, কনেষ্টবল, কাবলীওলা, গোবর্দ্ধন, রমানাথ
গ্রামের লোক ইত্যাদি—ইত্যাদি—

বন্দী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বস্তির মধ্যে সামনাসামনি দুখানি চালাঘর। দু'দিকের ঘরের সামনে খানিকটা দাওয়া। তারপর খানিকটা খোলা জায়গা। মাঝখানে একটি জলের কল। কলটি দুই ঘরের বাসিন্দারাই ব্যবহার করে। একখানি মহেশের, অপরখানি শিবনাথের। মহেশের সংসারে মহেশ ও তার মেয়ে কমলা, শিবনাথের সংসারে শিবনাথ ও তার ভাই অতুল। দেখা গেল, মস্ত একটি বালতি নিয়ে কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বালতিটি কলতলায় পেতে দিলে। এমন সময় কমলাদের ঘরের ভেতর থেকে এলো একটা শব্দ। কমলা ছুটে গেল ঘরের মধ্যে, কিছুক্ষণ পরে একটা বেড়াল নিয়ে বেরিয়ে এলো। বেড়ালটাকে দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধতে লাগলো।

কমলা। রোজ-রোজ চুরি করে' দুধ খাও! দাঁড়াও দুধ খাওয়া তোমার বের করছি। এইবার মজা দেখাচ্ছি! আর দুধ খাবে?

[কমলা জল নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটি লোক এসে কমলাদের বাড়ীতে ঢুকল]

[অপরদিকের ঘর থেকে শিবনাথ কোট গায়ে দিতে দিতে বেরিয়ে এলো। পকেটে হাত দিয়েই হাতখানা পকেটের বাইরে চলে এল—পকেট ছেঁড়া]

শিবনাথ। অতুল! এই ছাখ্—

[ঘরের ভেতর থেকে]

অতুল। কি দেখবো?

শিবনাথ। এই ছাখ্, তোর ইঁদুরের কাণ্ড ছাখ্! আবার কেটেছে।

[খুন্তি হাতে বেরিয়ে এলো অতুল]

অতুল। বেশ করেছে, আচ্ছা করেছে। ইঁদুরের জ্বালায় বেড়াল আনলাম—তাতেও যদি কাটে ত আমি কি করবো! চোরা-বাজার থেকে জামা কিনেছ, কাটবে না ত কি করবে! সাহেব সেজে ঘুরছ ত খুব—এদিকে আমি ভাত বেঁধে রেঁধে মরছি।

শিবনাথ। কেন সাহেব সেজেছি তা তুই কেমন করে বুঝবি!

[চলে যাচ্ছিল]

অতুল। দাদা, ও দাদা!

শিবনাথ। কি?

অতুল। খেয়ে যাবে না?

শিবনাথ। না, এসে খাব।

[শিবনাথ চলে গেল]

অতুল। তাই তো!—গেল কোথায় বেড়ালটা! পুষি। পুষি! আ পুস্ পুস্—

[হঠাৎ বেড়ালটাকে দেখতে পেয়ে তার কাছে গেল]

কে বাঁধলে? এমন করে কে বাঁধলে বেড়ালটাকে শুনি?

[কলসী কাঁকে ও বালতি হাতে নিয়ে কমলা আর তার পিছু-পিছু কোদাল হাতে একজন লোক বেরিয়ে এলো

কমলা। কে আবার! আমি বেঁধেছি।

অতুল। তুমি? তুমি কে?

লোক। চেন না? মহেশের মেয়ে—আমাদের মহেশ।

অতুল। মহেশ কে?

লোক। ঐ যে দুধ বেচে। তোমার বাবাকে বলো কমলা, কোদালটা নিয়ে যাচ্ছি, আবার এখুনি দিয়ে যাব।

[লোকটি চলে গেল]

অতুল। দুধ বেচে! তা এমনি করে বাঁধতে হয়? মরে যাবে যে!

কমলা। মরে যাবে? যাক না। (কলতলায় যেতে যেতে) রোজ রোজ দুধ খাবে চুরি করে,—আর আমি ওকে নিয়ে কোলে করে আদর করব, না?

[কলতলায় কলসী ও বালতি রেখে দাওয়াতে এসে বসলো]

অতুল। ওরে বাপ! গয়লার মেয়ের তেজ ছাখো!

[বেড়ালটার বাঁধন খুলে দিলে অতুল]

অতুল। রোজ খাবি, রোজ দুধ খাবি, দুধ না খেলে চলে! দুধ খেয়ে খেয়ে অমনি মোটা হবি। যা এবার ইঁদুর ধর্ দেখি একটা। দাদার জামা যদি এবার ইঁদুরে কাটে তো তুমি মজাটা টের পাবে! এইরে সব পুড়ে গেল—

[অতুল ছুটে ঘরে ঢুকলো, আবার বালতি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো। কলতলায় কমলার বালতিটা সরিয়ে দিয়ে নিজেরটা বসিয়ে দিলে]

কমলা। কেন সরালে? আমার বালতি কেন সরালে?

অতুল। না, সরাব না! আমার বলে ভাত পুড়ে যাচ্ছে!

কমলা। ছোট বালতি, এইতে ডুবিয়ে নিলে জাত যেত না!

অতুল। না, যেত না! গয়লার ছোঁয়া জল আমি ভাতে ঢালবো! আ-মরি-মরি! (অতুল জল নিয়ে ঘরে গেল)

কমলা। বাবা! বাবা!

নেপথ্যে মহেশ। আমি বাগানে—মাটি কাটছি।

কমলা। শুনে যাও!

[মহেশ প্রবেশ করলো—হাতে কোদাল]

মহেশ। একটু মাটি কোপাতেও দিবি না?

কমলা। তুমি দুধের ব্যবসা তুলে দাও।

মহেশ। কেন?

কমলা। সবাই তোমাকে গয়লা ভাবে।

মহেশ। ভাবুক। যে যা ভাবে ভাবুক। খেতে যখন পাইনি তখন আমাকে বামুন ভেবে কেউ খেতে দেয়নি।

কমলা। তাই বলে' আমাদের গয়লা বলবে? এই রইল জল তোলা, পারব না আমি তোমার গরুর সেবা করতে!

[চলে যাচ্ছিল]

মহেশ। কে বললে? কে বললে গয়লা শুনি? তার মাথাটা এই কোদাল দিয়ে আমি টুং করে কেটে ফেলব। চল্ কোথায় যেতে হবে চল্।

কমলা। বেশীদূর যেতে হবে না। এই যে এই বাড়ীর সায়েববাবু, তার ভাত রেঁধে দেয় যে-লোকটা।

মহেশ। ভাত রাঁধে? রাঁধুনী বামুন?

কমলা। হ্যাঁ বাবা।

মহেশ। চল্—দেখি কতবড় বাহাদুর! কোথাকার কে রাঁধুনী বামুন, বলে কিনা আমি গয়লা!

[অতুলের ঘরের সামনে এসে]

ব্যাটা রাঁধিস্ তো বাবুর ভাত, তার আবার মুরোদ কিসের! চলে আয় ব্যাটা চলে আয়, তোর মুণ্ডুটা আজ দু ফাঁক করে দেবো। তোকে আমি মেরে খুন করে ফেলবো—বেরিয়ে আয়—ব্যাটা বেরিয়ে আয়!

[চিমটে হাতে অতুলের প্রবেশ]

অতুল। দাঁড়া তো দেখি, তোর গয়লার নিকুচি করেছে! এই চিমটের বাড়িতে তোর গয়লাকে আমি—

মহেশ। কি বলেছ? তুমি আমার মেয়েকে কি বলেছ? আমরা গয়লা?

অতুল। না, গয়লা নয় ত কি? যে দুধ বেচে সে গয়লা নয়? একশো বার গয়লা!

মহেশ। খবরদার! গয়লা বলো না বলছি! এই দেখো, (পৈতে দেখিয়ে) তুমিও যা আমিও তাই।

অতুল। ও, আপনি ব্রাহ্মণ?

মহেশ। হঁ্যা, হঁ্যা ব্রাহ্মণ। আমার নাম মহেশ ঘোষাল। দুধের ব্যবসা করলেই গয়লা হয় না।

অতুল। আমি জানতাম না। নমস্কার!

মহেশ। জানতাম না! জানতে না ত আমার কি হে, এখন ত জানলে? বাস্! চল্ কমলা চল্—

কমলা। ব্যাস্, হয়ে গেল? এই যে মাথা ফাটাচ্ছিলে।

মহেশ। হঁ্যা, ভারি ত একটা রাঁধুনী! তার আবার—

অতুল। রাঁধুনী বামুন, রাঁধুনী বামুন বলবেন না। আমি কিছু বাকি রাখবো না তা হ'লে!

মহেশ। কা তুমি কী? বাবুর ভাত রাঁধ, রাঁধুনী বামুন নও তো কি তুমি লাট-সাহেব? হাজার বার রাঁধুনী বামুন—

অতুল। চোপরাও! বাবু আমার সহোদর ভাই—আমার দাদা—তা জানেন?

মহেশ। ও, জানতাম না।

অতুল। জানতাম না! এখন ত জানলেন? ব্যাস, চলে যান! নমস্কার—

[ভিতরে যাচ্ছিল]

মহেশ। লোকটা ভাল!

অতুল। [ফিরে দাঁড়িয়ে] কিন্তু দেখুন—

মহেশ। আবার কি দেখবো?

অতুল। দেখবেন আপনার ওই মেয়েটি আমার পুষিকে যেন অমন করে না বাঁধে, মরে যাবে।

কমলা। না, বাঁধবে না! মরলো ত আমার বড় বয়ে গেল!

মহেশ। তুই থাম!

কমলা। বেড়ালটা রোজ রোজ দুধ চুরি করে খাবে, আর আমি থামবো?

মহেশ। হ্যাঁ থামবি। লোকটা ভাল।

অতুল। হ্যাঁ থামো,—উনি লোক চেনেন।

মহেশ। লোক চিনে চিনে বুড়ো হয়ে গেলাম, বুঝলি? কিন্তু হ্যাঁ, শোনো!

অতুল। কি শুনবো?

মহেশ। বেড়াল কেন পুষেছ? আমার দুধ খাবার জন্যে বেড়াল কেন পুষেছ শুনি?

অতুল। না, দুধ খাবার জন্যে ত নয়—ইঁদুর খাবার জন্যে।

মহেশ। ঐ শোন্, ইঁদুর। দুধ নয়—ইঁদুর!—ইঁদুরের কথাই যদি বললে ত' শোন, এসো আমার সঙ্গে।

অতুল। না, না, আমার রান্না পুড়ে যাবে।

মহেশ। না, না, পুড়ে যাবে না। কমলি, দেখে আয়!

কমলা। বাবারে বাবা, আমি পারবো না।

[কমলা অতুলদের ঘরে গেল]

মহেশ। এই শালার বস্তিতে—বুঝলে কিনা, এই এত বড় বড় ইঁদুর— বেড়ালের মত। কলে পড়ে না, বেড়ালে ধরে না। কাপড়-চোপড়

কেটে একেবারে তছনছ করে দিলে। মেয়েটার জন্তে একখানা কাপড় এনেছিলাম —দামী কাপড়। কমলি, অ কমলি, দেখা না কাপড়খানা—

[অতুলদের ঘরের ভেতর থেকে]

কমলা। আমি পারবো না, তুমি দেখাও—

মহেশ। ভারি রাগ। আমার মেয়ে কিনা। আমারও রাগ ভারি খারাপ।

অতুল। আমারও তাই। দেখলেন না ?

মহেশ। তবে বামুনে রাগ। দপ্ করে জ্বলে ওঠে—

অতুল। আবার খপ্ করে নিভে যায়।

মহেশ। হো-হো-হো ঠিক বলেছ খপ্ করে নিভে যায়।

[বাইরে থেকে পণ্ডিত এলো—হাতে দাবার ছক]

মহেশ। এই যে পণ্ডিত, এসো-এসো। বাঃ বাঃ বেশ ফ্যাসান্ করে চুল ছেটেছো যে।

পণ্ডিত। মানে ও আমি কি কেটেছি, নাপিত ছেঁটেছে। দু'আনা পয়সা নিয়েছে।

মহেশ। হাতে কি ? দাবার ছক ? এসো একহাত বসা যাক্।

অতুল। আমি তা'হলে চলি, ওদিকে আমার—

মহেশ। সেকি। দেখবে এসো, ভারি মজার খেলা। আসে তো ?

অতুল। তা একটু-আধটু সবই আসে।

মহেশ। তবে আর-কি। তুমি আগে একহাত বসে যাও পণ্ডিতের সঙ্গে। আমি একটু তামাকের জোগাড় দেখি—

[সকলে মহেশের ঘরে প্রবেশ করল]

শিবনাথ। (নেপথ্যে) অতুল, ভাত দে ! আমি এসেছি।

[কমলা তাড়াতাড়ি দাওয়াতে ভাতের থালা ধরে দিয়ে চলে যেতে যাবে এমন সময় প্রবেশ করল শিবনাথ]

শিবনাথ। অতুল!

[শিবনাথের পাশ দিয়ে কমলা চলে গেল নিজেদের ঘরে]

শিবনাথ। অতুল! অতুল!

[ছুটে এলো অতুল]

অতুল। ভাত যে দেবো একটু দেরী করে আসতে পারলে না? এদিকে—

অতুল। বাঃ বাঃ বাঃ সব ঠিক করে রেখে গেছে! বলিহারী মেয়ে! এই ত চাই। বসে পড দাদা, বসে পড়!

(শিবনাথ জতো খুসে হাত ধুয়ে খেতে বসলো)

শিবনাথ। মেয়েটি কে?

অতুল। মেয়েটি? ও হ্যাঁ, –এই যে-এই-যে সামনেই থাকে, ওই যে দুধ বিক্রি করে, তার মেয়ে।

শিবনাথ। দুধ বিক্রি করে—গয়লার মেয়ে?

অতুল। গয়লার মেয়ে! দুধ বিক্রি করলেই গয়লা হয় না!

শিবনাথ। হুঁ।

অতুল। গয়লার মেয়ে নয়, বামুনের মেয়ে। ওর বাপ দুধ বিক্রি করে কিনা, তাই আমিও ভেবেছিলাম গয়লা। কিন্তু গয়লা নয়—বামুন।

শিবনাথ। তা বামুন হলো তো তোর কি?

অতুল। আমার কি! আমার কচু।

শিবনাথ। কচু তো এসেছিল কেন? ডেকেছিলি বুঝি?

অতুল। ডাকবো কেন? অতবড় মেয়ে ডাকলে আসে? এমনিই এসেছে।

শিবনাথ। হ্যাঁ, এমনিই এসেছে! আচ্ছা দাঁড়া, ওকে আমি জিজ্ঞাসা করবো।

অতুল। কোরো, কোরো; একশোবার কোরো।

শিবনাথ। এ কী রান্না হয়েছে অতুল? তরকারিতে একদম নুন দিস্ নি। কোন্‌দিকে মন ছিল?

অতুল। নুন? দিচ্ছি, দাঁড়াও। (নুনের কৌটো দেখে) আরে, নুন যে একেবারে নেই। বসে বসে খাও, চট করে নিয়ে আসি দোকান থেকে। পয়সা কোথায় আছে, পয়সা? (ভিতরে গেল)

শিবনাথ। দোকান থেকে আনবি? সময়ে এনে রাখতে পারো না? মাথাটা গেল নাকি খারাপ হ'য়ে? ধেৎ তেরি, এটাও তাই। নাঃ, খাওয়া হ'লো না। দূর! দূর! ছি-ছি-ছি!

[শিবনাথ তরকারিটা ফেলে দিলে। ঠিক সেই সময় নুনের পাত্র নিয়ে কমলা আসছিলো। তরকারিটা গিয়ে পড়ল তার গায়ে। অতুলও এসে দাঁড়াল]

অতুল। ওটা কি?

কমলা। নুন। (নুনের পাত্রটা অতুলের সামনে রেখে কমলা চলে গেল)

অতুল। এই নাও, আমাকে আর যেতে হ'লো না। কিন্তু দাদা, মাথা আমার খারাপ হয়েছে না তোমার? তরকারিটা একেবারে ওর গায়ে ছুঁড়ে মারলে?

শিবনাথ। ভারি অন্যায় হয়ে গেল। দেখা হ'লে বলে দিস্, আমি দেখতে পাইনি।

অতুল। আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন। তুমি—

শিবনাথ। মেয়েটি বেশ তো! কী নাম রে?

অতুল। কমলা। দাদা, তোমাকে একটা কথা বলবো, শুনবে?

শিবনাথ। কি কথা?

অতুল। রাঁধতে আমার আর ভাল লাগছে না দাদা।

শিবনাথ। হুঁ, বুঝতে পেরেছি। কি করতে হবে? রাঁধুনী রাখতে হবে?

অতুল। রাঁধুনী? হুঁ তাই। তাই। যা বলবে বল! বাড়ীতে একটা মেয়েমানুষ আসুক, আমি রান্না থেকে রেহাই পাই।

শিবনাথ। তা কত মাইনে দিতে হবে?

অতুল। মাইনে! কাকে?

শিবনাথ। ওই মেয়েটিকে।

অতুল। বাঃ, বাঃ! মাইনে দিলেই ও থাকবে কিনা! ভদ্রলোকের মেয়ের একটা মান-সম্ভ্রম নেই?

শিবনাথ। তাহলে কি করতে হবে তাই বল্!

অতুল। কি আর করতে হবে, ওই মেয়েটিকে তুমি বিয়ে কর দাদা। বাড়ীটা তবু বাড়ী বলে মনে হোক্। তরকারিটা তুমি ফেলে দিলে দাদা, দাঁড়াও আর-একটু এনে দিই।

শিবনাথ। না, না, আনতে হবে না।—কিন্তু হ্যাঁরে হতভাগা, বস্তির ও-মেয়েটাকে আমি বিয়ে করতে যাব কোন্ দুঃখে?

অতুল। কেন, মেয়েটা কি খারাপ?

শিবনাথ। তা না হোক্, তুই থাম! এঁচোড়ে পেকে একেবারে ইয়ে হয়ে গিয়েছিস্ দেখছি। হতভাগা কোথাকার!

অতুল। বিয়ে তাহলে তুমি করবে না?

শিবনাথ। না।

অতুল। বাড়ীতে একটা মেয়েছেলে আসবে না?

শিবনাথ। না।

অতুল। সত্যি বলছ?

শিবনাথ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

অতুল। আমিই তোমার ভাত রাঁধবো চিরকাল?

শিবনাথ। না রাঁধবে না! লেখাপড়া শিখে একেবারে পণ্ডিত হয়েছ, আপিসে বসে বসে কলম চালাবে! ভাত রাঁধবে না! চুপ কর্, হতভাগা, চুপ কর্।

অতুল। তুমি আমাকে অমন করে বকোনা বলছি, হ্যাঁ!

শিবনাথ। না, বকবে না!

অতুল। তা হ'লে তুমি কি বলতে চাও—মা মরে গিয়ে তোমার কাছে আমাকে রেখে গেল—চিরকাল তোমার ভাত রাঁধবার জন্তে?

শিবনাথ। অতুল!

অতুল। কি!

শিবনাথ। কাঁদছিস?

অতুল। না কাঁদিনি।

শিবনাথ। অমন ক'রে কাঁদিসনি বলছি, ভাল কাজ হবে না, ভাতের থালা আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাব।

অতুল। কই দাও দেখি! দেখি কেমন বাহাদুর! খবরদার বলছি, না খেয়ে উঠবে না, তাহলে আমি কিছু বাকি রাখবো না বলে' দিচ্ছি!

শিবনাথ। বেশ তবে তুই কাঁদিস নি, চুপ কর।

অতুল। আমি কাঁদবো কেন—আমি কাঁদবো কেন? আমার দায় পড়েছে কাঁদতে—ধেৎ তেরি, ধোঁয়ার নিকুচি করেছে! দিলে একেবারে চোখ-মুখ জলে ভাসিয়ে। কাঁদিয়ে দিলে! দিলে কাঁদিয়ে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

পরের দিন দেখা গেল, বাড়ীর মাঝখানে অর্দ্ধসমাপ্ত একটি বেড়া। অতুল বেড়া বাঁধছে আর আপন মনে বকছে।

অতুল। কাজ কি বাবা আমার এসব গণ্ডগোলে! কে কখন কি দেখে ফেলবে, তখন আর কেলেঙ্কারির কিছু বাকি থাকবে না। ভাত রাঁধছি, চিরকাল ভাতই রাঁধি। দাদা ত নয় শত্রু, শত্রু!

[মহেশের ঘর থেকে বালতি হাতে বেরিয়ে এল কমলা]

কমলা। গেল যে!

অতুল। উঁ।

কমলা। ভাত পুড়ে গেল যে!

অতুল। পুড়ুক্ পুড়ুক! আমাকে আর রান্না শেখাতে হবে না! আমি বলে পাকা রাঁধুনী, উনি এলেন আমাকে রান্না শেখাতে

[অতুল ঘরের ভেতর গিয়ে ভাতের ফ্যান ফেলবার চেষ্টা করতেই গরম ফ্যান হাতে পড়ল]

অতুল। উঃ!

কমলা। কেমন! পাকা রাঁধুনীর হাত পুড়লো ত?

অতুল। পুড়ুক। পুড়লো আমার পুড়লো! তোমার তাতে কি? উঃ বাবারে বাবা!

কমলা। দাঁড়াও আসছি।

অতুল। এসো! না, না, এসো না। উঃ শালা ফ্যান্‌রে···উঃ!

[কমলা নিজেদের ঘরে গেল ও একটা শিশি নিয়ে পুনরায় এল অতুলদের ঘরের দিকে]

কমলা। ছেঁড়া কাপড় আছে?

অতুল। তুমি আবার এলে? ওটা কি?

কমলা। কিছু নয় (কমলা ঢুকলো অতুলদের ঘরে)

অতুল। এ'তো আচ্ছা মেয়েরে বাবা! বললে কথা শোনে না, আহা আহা ওকি করছ?

কমলা। কি হলো? (একটা কাপড় ছিঁড়তে ছিঁড়তে)

অতুল। ওটা যে আমার পরবার কাপড়।

কমলা। ব্যাটাছেলেকে ছেঁড়া কাপড় পরতে নেই। (এগিয়ে এসে হাতটা বাঁধতে বাঁধতে) কেন, বড়লোক ভাই, কাপড় একটা কিনে দিতে পারে না! দিন, দেখি হাতটা! দাদাটি কি সহোদর ভাই, না আর-কেউ?

অতুল। তোমার অত-সব খবরে দরকার কি ঠাকরুণ! তুমি যাও, এ আমি বেঁধে নিতে পারব।

কমলা। বেশ তবে বাঁধুন, আমি চললাম। মানুষের উপকার করতে নেই—

অতুল। (বাঁধতে বাঁধতে) ধ্যেৎ তেরি, আমার দ্বারা এসব কাজ হবে কেন!

কমলা। রাঁধুনী বামুনকে দিয়ে এসব কাজ হয় না, দিন।

অতুল। (হাতটা বাড়িয়ে) নাও, নিয়ে বিদেয় হও। ফট্ করে কে কখন কি বলে বসবে, তখন আর আমার সহ্য হবে না, একটা হুলুস্থুল কাণ্ড করে ফেলবো।

কমলা। আচ্ছা।

অতুল। দরকার কি বাবা, ভাত রাঁধতে এসেছি, ভাতই রাঁধি। দাদাকে এতকরে' বললাম·

কমলা। কি বললেন?

অতুল। বললাম—বিয়ে কর।

কমলা। যাও!

অতুল। যাও মানে? দাদা কি আমার যে-সে লোক মনে করেছ? তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে—

নেপথ্যে শিবনাথ। অতুল!

অতুল। ওই দাদা আসছে—

(কমলা পালালো নিজেদের ঘরের দিকে। প্রবেশ করল শিবনাথ)

শিবনাথ। মেয়েটি আবার এসেছিল?

অতুল। হুঁ।

শিবনাথ। আবার ডেকেছিলি?

অতুল। তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো না, চুপ করো।

শিবনাথ। রাগ করেছিস? আচ্ছা ভাত দে—ও কিরে? হাতে কি হলো?

অতুল। কিছু হয়নি। ভাত তুমি নিজে বেড়ে নাও, আমি পারবো না।

শিবনাথ। হাত পুড়িয়েছিস?

অতুল। হুঁ।

শিবনাথ। আচ্ছা, আচ্ছা, তোকে আর হাত পোড়াতে হবে না। মেয়েটির সঙ্গে তোর বিয়ে দিব, বুঝলি? তুই ওকে বিয়ে কর।

অতুল। খুব হয়েছে, থামো, আমাকে আর অত ভালবাসতে হবে না।

শিবনাথ। বা-রে!

অতুল। খুব বাহাদুর! আমার ঘাড়ে একটা বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিজে দিব্যি নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুরে বেড়াও। তুমি আমার শত্রু ছিলে আন-জন্মে, আমি জানি তুমি আমার শত্রু ছিলে। (ঘরের ভিতর ঢুকলো)

শিবনাথ। তাহলে কি আমাকেই বিয়ে করতে হবে?

অতুল। (ঘরের ভিতর থেকে) কর না কর আমি আর কিছু বলবো না। আমি এইবার পালাব কোনো দিকে, তুমি দেখে নিও—

শিবনাথ। থাক্ থাক্, আর পালিয়ে কাজ নেই তোর। আমিই বিয়ে করবো। (বেরিয়ে এলো অতুল)

অতুল। সত্যি বলছ ?

শিবনাথ। হ্যাঁ।

অতুল। সত্যি বলছ দাদা ?

শিবনাথ। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

অতুল। বাস্,-বাস্! আর কিছু আমি শুনতে চাই না।

(ছুটলো মহেশের বাগানের দিকে)

শিবনাথ। আরে যাচ্ছিস কোথায় ? বিয়ে কি এখুনি নাকি ? আরে শোন্ শোন্—

(শিবনাথ ঘরের মধ্যে ঢুকল)

নেপথ্যে অতুল। ঘোষাল ! ও ঘোষাল-মশাই !

মহেশ। কি ! আমি গোয়াল ঘরে।

(অতুল মহেশের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো)

অতুল। আরে এসো-এসো !

মহেশ। কি ? ব্যাপার কি ?

অতুল। মেয়েটিকে যে ধিঙ্গিবুড়ো করে রেখেছ, বিয়ে দেবে না ?

মহেশ। বিয়ে ? দুদিন তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেছে, আর অমনি বিয়ে ? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা ! আর যদি তোমার ওদিকে যায় তো ওকে আমি কেটেই ফেলবো। কমলি ! কমলি !

অতুল। আঃ ! আমি নই ঘোষাল, আমি নই।

মহেশ। তবে কে ?

অতুল। আমার চেয়ে ঢের ভাল পাত্র ঠিক করে দিলাম। সত্যি বলছি

ঘোষাল, তোমার কপাল ভাল, বি-এ পাশ, অনেক টাকা রোজগার করে।

মহেশ। কে?

অতুল। বলত' কে?

মহেশ। তোমার দাদা?

অতুল। ঠিক ধরেছ ত!

মহেশ। উঁহু, উঁহু, তোমার দাদা তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করেছে।

অতুল। দেখো ঘোষাল, মুখ সামলে কথা বোলো। দাদা-ভাইয়ে ইয়ার্কি তোমরা কর গিয়ে, আমি ওসব ইয়ার্কি-টিযার্কির ধার ধারি না। নাও, বসো, কত টাকা খরচ করতে পারবে বল।

মহেশ। টাকা তো খরচ করতে পারবো না, টাকা নেই।

অতুল। আলবাৎ আছে! এতকাল দুধে জল ঢাললে আর টাকা নেই? আমি পুরুত ডাকি, তুমি দিন ঠিক করে ফেল।

(অতুল বাইরে যাচ্ছিল এমন সময় ঢুকলো পণ্ডিত)

পণ্ডিত। পুরুত কি হবে হে—কার বিয়ে?

অতুল। ঘোষালের মেয়ের।

পণ্ডিত। কার সঙ্গে?

অতুল। তোমার সঙ্গে নয়। হ্যাঁ শোন, পাঁজি দেখতে পারো?

পণ্ডিত। তা একটু-আধটু পারি বইকি।

অতুল। ও একটু-আধটুর কাজ নয়—দাদার বিয়ে!

পণ্ডিত। ঘোষাল, ওপাড়ার কার্ত্তিক মুখুজ্জে এই সাত টাকা দুধের দাম পাঠিয়েছে।

অতুল। ঘোষাল বলছে বেশী খরচ করতে পারবে না। ঘোষাল মশাই, পাঁজিটাজি আছে?

মহেশ। তা আছে।

অতুল। তবে দয়া করে দাও না! মেয়ে যেন আমার!

(ঘোষাল পাঁজি এনে দিল)

অতুল। দেখ, পণ্ডিত দেখ। ভাল দিন দেখবে কিন্তু। আমার দাদার বিয়ে।

পণ্ডিত। ঘোষাল, একছিলিম তামাক দাও। (ঘোষাল তামাক আনতে গেল)

অতুল। আরে তামাক-টামাক পরে হবে, দেখ শিগ্‌গীর দেখ।

পণ্ডিত। কালকের দিনটা মন্দ নয়। তবে—

অতুল। তবে?

পণ্ডিত। চন্দ্রে একটু—

অতুল। আরে চন্দ্রে কলঙ্ক আছে সবাই জানে। ওসব বাদ দাও, বলি কাল দিন আছে ত?

পণ্ডিত। তা আছে।

অতুল। বাস্, বাস্, নাও ফর্দ কর!

পণ্ডিত। ফর্দ? কিসের?

অতুল। তোমার শ্রাদ্ধের। লেখো—কম করে লিখো, ঘোষাল বলছে টাকা নেই। (ঘোষাল প্রবেশ করলে)।

—দাও তো ঘোষাল। (হুঁকোটা নিয়ে টানতে লাগল)

অতুল। কি পণ্ডিত, হলো?

পণ্ডিত। দক্ষিণে-টক্ষিণে বাদ দিয়ে মোটামুটি একরকম হলো।

অতুল। ওই সঙ্গে লেখো আড়াই সের ময়দা, আর তোমার দক্ষিণে ধর চার আনা।

পণ্ডিত। চার আনা? একটাকা আমার রেট্।

অতুল। একটাকা ? এক টাকায় মেয়ের মায়ের সুদ্ধু বিয়ে দেওয়া হয়।

মহেশ। দেখ অতুল!

অতুল। আহা চটো কেন ? পণ্ডিত, ফুল কত ধরলে ?

পণ্ডিত। চার আনা।

অতুল। ধ্যেৎ তেরি! খুব পুরুত তুমি! চার আনার ফুল! চার আনার ফুল দিয়ে তোমার গুষ্টিসুদ্ধর শ্রাদ্ধ করা যায়—তা জানো ?

পণ্ডিত। গুষ্টি তুলো না বলছি!

অতুল। না, তুলবে না! নাও ধর চার পয়সা। নাও যোগ কর। —কত হ'ল দেখ।

পণ্ডিত। এইবার তাহ'লে একটা খাওয়ার ফর্দ্দ করি।

অতুল। তুমি ডোবালে পণ্ডিত, তুমি ডোবালে। ওই যে ধরা হলো আড়াই সের ময়দা, তুমি খাবে, আমি খাবো, ঘোষাল খাবে, বর খাবে কনে খাবে—ব্যাস, আবার-কি, শুনছো ঘোষাল বলছে টাকা নেই—

পণ্ডিত। হাজার-হোক্, একটা মেয়ের বিয়ে! নেমন্তন্ন খাওয়াবে না ? দুচার জন বাইরের লোক, কি বল ঘোষাল ?

অতুল। ঘোষাল কি বলবে ? আমি বরকর্ত্তা, আমি বলছি—দেশদুনিয়া নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার ক্ষমতা ঘোষালের নেই।

পণ্ডিত। তবু—

অতুল। বিয়েটা তুমি হ'তে দেবে না পণ্ডিত, তুমি ওঠো—আমি অন্য পুরুত ডাকি।

মহেশ। অতুল ঠিক কথাই বলেছে পণ্ডিত। এখনও মাসকাবার হয়নি, দুধের টাকাকড়ি যেখানে যা পাব সব বাকি।

অতুল। বাস্ বাস্, আর কিছু বলতে হবে না, আমি সব জানি। নাও, মোটমাট কত হল তাই বল।

পণ্ডিত। হলো, তেইশ টাকা বার আনা।

অতুল। তোমার হাতে কত আছে ঘোষাল?

মহেশ। পঁচিশ।

অতুল। বাস, কাজ বিয়ে। দাও এই যে সাতটাকা পেলে, দাও কাপড় কিনে আনি।

মহেশ। টাকা?

অতুল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, লুকোবার চেষ্টা করো না। মেয়ের বিয়েতে কিছু লুকোতে নেই—লুকোলে মেয়ের কষ্ট হয়।

মহেশ। এই নাও।

অতুল। হ্যাঁ, দাও, লক্ষীছেলের মত দাও। তুমি কাপড়-চোপড় কিছু পাবে না পণ্ডিত, তখন যেন গোলমাল করো না, চার আনা পয়সা দক্ষিণে ধরে দিয়েছি—বাস্।

পণ্ডিত। কিন্তু—

অতুল। কিন্তু-টিন্তু ছেড়ে দাও পণ্ডিত। খাব খাব করে বিয়েটাত' দিয়েছিলে এখুনি মাটি করে। তোমার কি ইচ্ছে সারা বস্তিকে বস্তি নেমন্তন্ন করে বেচারা বিপদে পড়ুক্।

পণ্ডিত। না, না, তা বলিনি। বলছিলাম—

অতুল। বলছিলে—তোমার জানাশুনো বন্ধুবান্ধব, পাওনাদার, যজমান —আমি কি আর বুঝতে পারি না ভেবেছ?

পণ্ডিত। ঘোষাল!

অতুল। ঘোষাল, পণ্ডিত বড় সহজ লোক নয়, ওকে তুমি সামলাও, আমি আসছি—হ্যাঁ, তুমিও যাও, ছাঁদনা তলাটা বেঁধে ফেল। আর পণ্ডিত, তুমি যাও, সব জোগাড়-যন্ত্র কর। দেখো কাউকে যেন নেমন্তন্ন করো না, তাহলে ভাল হবে না কিন্তু।

পণ্ডিত। আচ্ছা।

অতুল। আচ্ছা টাচ্ছা নয়—খুব সাবধান—শুনছ ঘোষালের টাকা নেই।

(ঘোষাল ঘরে ঢুকলো, পণ্ডিতও চলে গেলো। অতুল নিজেদের ঘরের দিকে যেতেই দেখলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে শিবনাথ)

অতুল। এই যে দাদা।—একেবারে সায়েব সেজে কোথায় চলেছ?

শিবনাথ। চাকরির চেষ্টায় রে হতভাগা, চাকরির চেষ্টায়!

অতুল। চাকরির? পেন্টুলেনে হবে না, লুঙ্গি পরেও হবে না, ধুতিটুতি তোমার আছে? ভাল ধুতি?

শিবনাথ। তুই কি সত্যিই আমার বিয়ের ঠিক করে ফেললি নাকি?

অতুল। তোমার মত আমি মিছে কথা বলি না দাদা। বল, ধুতি আছে কিনা?

শিবনাথ। আছে।

অতুল। ভাল?

শিবনাথ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাল।

অতুল। থাক, দুটো টাকা বাঁচলো।

শিবনাথ। দেখলি, তখন কাপড়টা কিনেছিলুম বলে রাগ করেছিলি।

অতুল। মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ আমি, অতশত মনেও থাকে না, আর বুঝিও না!

শিবনাথ। হ্যাঁরে, তবে যে তুই মাঝখানে বেড়া দিলি? ওটা সরিয়ে ফেল্!

অতুল। ওঃ, ঠিক বলেছ—বলিহারি বলিহারি আমার দাদারে, এই না হলে আমার দাদা! দাদা। বি-এ পাশ করা দাদা!

(অতুল বেড়াটা ভেঙ্গে দিল)

তৃতীয় দৃশ্য

বস্তির রাস্তা। দু'পাশে বস্তির খোলা ও চালা-ঘর।—রাস্তার মাঝে চাঁপা গান গাইছে। পাশে একটি ছেলে বাঁশী বাজাচ্ছে। বহুলোক ভীড় করে গান শুনছে।

সেলাম বাবু, সেলাম তোমায়, চুপটি করে যাও
ছেঁড়া-বাসি যৌবন আমার, কেন ফিরে চাও।
কেন ফিরে চাও গো বাবু
কেন ফিরে চাও।
প্রেম-দেউলে বাজাই বাঁশী
ভিক্ষা শুধু দাও।
ভুলে ভরা সবই আমার ভুলে ভরা দেহ,
মাঝ-দরিয়ায় ডুবলো তরি, পথ হ'লো মোর গেহ।
বাঁকা চোখে চেয়ে বাবু কি সুখ তুমি পাও।
সেলাম বাবু সেলাম তোমায়
একটি পয়সা দাও··

(গানের মাঝে প্রবেশ করল অতুল)

অতুল। এ্যাঁ! এই ছুঁড়ি, গান থামা! কাল সন্ধেবেলা আমার দাদার বিয়ে। থাকিস যেন। গান গাইতে হবে। (সঙ্গের লোকটিকে) তুই সানাই বাজাতে পারিস?

চাঁপা। পারে-পারে, খুব পারে।

অতুল। কাল বাজাতে হবে কিন্তু।

চাঁপা। বাজাবে গো বাজাবে।

অতুল। আর—তোরাও সব যাস্, বুঝলি? আমার দাদার বিয়ে।

চাঁপা। ও দাদাবাবু, শোনো, শোনো। কার সঙ্গে বিয়ে? কোথায় বিয়ে হবে?

অতুল। এইখানে, এইখানে—ঘোষালের মেয়ে কমলি। না, কমলি আর বলব না,-আমার বৌ-ঠাকরুণ।

চাঁপা। বা-বা-বা আমাদের কমলি-দিদি! খাওয়াবে তো?

অতুল। হাঁা, হ্যাঁ, খাওযাব নিশ্চয় খাওয়াব (অতুল অন্য দিকে চলে গেল)

চাঁপা। কমলি৷দদির বিয়ে! কি মজাগো-কি মজা—

অতুল। আরে এই ব্যাটা শোন্! কাল আমাব দাদার বিয়ে—যাবি সন্ধেবেলা মহেশের বাড়ীতে—

লোক। যাবো বাবু।

আব একজন। খেতে পাব?

অতুল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাবি বই কি, খুব খাবি। খুব স্ফুর্ত্তি করবি।

(চাঁপার গান সুরু হল)

[গানের সময় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে গান শুনছিল। একটি ছেলে এসে প্রৌঢ়ের পকেট থেকে মণিব্যাগটি তুলে নিল—কিন্তু ব্যাগটি তার হাত হতে হঠাৎ প্রৌঢ় ভদ্রলোকের পায়ের কাছেই পড়ে গেল। ছেলেটি তুবার চেষ্টা করল—কিন্তু তুলতে পারল না। হঠাৎ প্রৌঢ় পকেটে হাত দিয়ে ছাখে ব্যাগ নেই]

প্রৌঢ়। ব্যাগ। আমার ব্যাগ। আঁা—

সকলে। কি হলো? কি হলো?

প্রৌঢ়। আমার মণিব্যাগ—

সকলে। চোর-চোব!

অতুল। এই, কি হয়েছে?

প্রৌঢ়। আমার ব্যাগ—

চাঁপা। এই ভদ্দর লোকটির ব্যাগ চুরি গেছে।

অতুল। বেশ হয়েছে। এখানে এসেছেন কেন? মেয়েদের গান শুনে উতলা হলে ওরকম একটু-আধটু আক্কেল-সেলামী দিতে হয়।

প্রৌঢ়। কিন্তু—

অতুল। (ছেলেটার কানে ধরে) এই হ্যাড়া, তুই নিয়েছিস্। দে, ভদ্দরলোকের ব্যাগ ফিরিয়ে দে।

হ্যাড়া। এই তো-ওঁর পায়ের কাছে—

প্রৌঢ়। অ্যাঁ।—তাইতো-তাইতো--

অতুল। যান। মেয়েদের দেখে ওরকম মাথা খারাপ করবেন না। ও আপনার মেয়ের বয়সী। কাল আসবেন। কাল আমার দাদার বিয়ে। আপনার নেমন্তন্ন রইলো। খাবার নেমন্তন্ন।

(অতুল চলে গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

মহেশ ও শিবনাথের বাড়ী। প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। অতুল একটি গামলায় ময়দা মাখছে—তার আশেপাশে বালতি, টিন ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে আছে। লোকজন মহেশের বাড়ীর দিকে যাতায়াত করছে।

অতুল। আমার 'বি-এ'-পাশ-করা দাদার বিয়ে। ঘোষাল আবার বলছে তার টাকা নেই।

[ময়দার থলে ও ঘিয়ের টিন হস্তে প্রবেশ করল মহেশ—টিন ও থলে সশব্দে রেখে বসে পড়ল সে দাওয়ার ওপর মুখখানা অমাবস্যার রাত্রির মত অন্ধকার করে।]

অতুল। বলি, ও মহেশ—

মহেশ। বলবে আবার কি! বলবে আমার গুষ্টির মাথা। বস্তিশুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন করে দিয়ে—নে এবার কি খাওয়াবি খাওয়া! হেসো না বলছি অতুল, ভাল হবে না।

অতুল। না, হাসবে না! আমার দাদার বিয়ে, বসে বসে কাঁদব?

মহেশ। অতুল!

অতুল। তুমি বেশী চেঁচিও না বলছি ঘোষাল। এতদিন ধ'রে দুধে জল ঢালছো, তোমার কাছে টাকা নেই? তার চেয়ে তুমি নেই—বিশ্বাস করা সোজা। টাকা নেই ত' এসব এলো কোত্থেকে?

মহেশ। দোকান থেকে ধার করে আনলাম।

অতুল। ধার করে আনলে,—শোধ করবে।

মহেশ। আমি যদি শোধ করতে না পারি?

অতুল। তোমার বাপ পারবে।

মহেশ। বাপ তুলে কথা বলো না বলছি অতুল! মেয়ের বিয়ে আমি দেবো না।

অতুল। তোমার বাপ দেবে।

মহেশ। অতুল!

(মহেশ একটা চ্যালা কাঠ তুলে নিলে—অতুল নিলে একতাল ময়দা)

অতুল। ঘোষাল চুপ করে বসো ওইখানে, ভাল চাও তো লুচিগুলো বেলে দাও।

মহেশ। তোমার কথাতেই বেলবো। না?

(লুচি বেলতে লাগলো মহেশ)

অতুল। (বেলা দেখে) ওই বুঝি লুচি বেলা হচ্ছে? যা জানো না তা করতে যাও কেন? তুমি গরুকে জাবনা দাওগে যাও।

মহেশ। দেখ অতুল, আমি কিন্তু সহজে রাগিনা। আবার রাগি যখন তখন আর আমার জ্ঞান থাকে না!

(চাকি ও বেলুনটা নিজের কাছে টেনে নিল অতুল)

অতুল। আমারও তাই ঘোষাল। তবে তোমার যা জামাই করে দিলাম, একদিন বলতে হবে দেখো। দাদা আমার যা ইংরেজি বলে, শুনো একদিন—মনে হবে সাহেব বলছে। চার-পাঁচটা বড় বড় পাশ করেছে, বুঝলে? পড়া আর শেষই হয় না। এমন সময় বাবা মরে গেল, রইলাম শুধু আমরা দুটি ভাই—নইলে এই শালার বস্তিতে এসে থাকি! রাম বল! রাম বল! দাও, ঝপ ঝপ দাও, নেচিগুলো কাটো—কোন কাজের নও ঘোষাল, তুমি শুধু গরুর সেবা করতেই জানো। দাদা এতদিন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে যেতো, হয়নি—ভারি মিছে কথা বলে যে!

মহেশ। কি বললে?—মিছে কথা বলে?

অতুল। না, না, অন্যের সঙ্গে বলে না, বলে আমার সঙ্গে। এই ধর না—এই বিয়ের ব্যাপারটা। মনে মনে ইচ্ছেটি আছে ষোলআনা, আমি ওর মুখ দেখে সব বুঝতে পারি, আর বলে কিনা, তুই বিয়ে কর। আরে আমি বিয়ে করবো কি? আচ্ছা, তুমিই বলো ত ঘোষাল, আমি না-জানি লেখাপড়া, না-জানি রোজগার করতে, আমার মত মুখ্যুর হাতে তোমার ঐ মেয়ে দিলে বেচারির আর কষ্টের সীমা থাকতো না—সেই কথায় বলে-না—বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার—অ্যাঁ-হা-হা-হা।

[প্রবেশ করল পণ্ডিত]

পণ্ডিত। ঘোষাল! এই যে ঘোষাল! বলি কন্যা সম্প্রদান করতে হবে না,—ওঠো, চল!

অতুল। ওঃ চুক্ চুক্ চুক্—যাও, যাও ঘোষাল, শিগগীর করো—লগ্ন পার হয়ে যাবে। আমার দাদার বিয়ে!

[ঘোষাল চলে গেল পণ্ডিতের সঙ্গে]

অতুল। ঘোষাল বলছে তার টাকা নেই।

[নেপথ্যে হুলুধ্বনি.সারা বাড়ী মুখর করে তুললো]

অতুল। ব্যস্—খতম!

[নেপথ্যে কনেকে। বাসর-ঘর কোথায়? বর কনেকে বাসর-ঘরে নিয়ে যাও—]

অতুল। ওরে হতভাগারা, শাঁখ বাজারে শাঁখ বাজা—

[ছুটে গেল অতুল মহেশের বাগানের দিকে]

(আগে অতুল শাঁখ বাজাতে বাজাতে, পিছনে বর কনে ও অন্যান্য সকলে প্রবেশ করল। শিবনাথ নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল)

অতুল। উঁহুঁ ওদিকে নয়, ওদিকে নয় দাদা—ও বাড়ীতে আজ

তোমার প্রবেশ নিষেধ। এই দিকে—এই দিকে—এ-এ-এই দিকে—

(ঘোষাল ও অতুল ছাড়া আর সকলে ঘোষালের ঘরে ঢুকল)

অতুল। ঘোষাল! ও ঘোষাল! এস কোলাকুলি করি।

মহেশ। মানে—তুমি বরের ভাই!

অতুল। আরে বরের ভাই হলেও বরকর্তা ত আমিই, এসো ঘোষাল, তোমারি সঙ্গে কোলাকুলিও করি, আর ওই মাঠভাঙা খুরে গড়ও করি।

[অতুল মহেশকে কোলাকুলি করল, পরে প্রণামও করল]

পঞ্চম দৃশ্য

শিবনাথ ও মহেশের বাড়ী—প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ

পণ্ডিত ও অতুল দাবা খেলছে—পণ্ডিতের ভাই গোকুল স্বরোদ বাজাচ্ছে।

অতুল। ব্যস্, মার দিয়া! এবার আমার ছুটি।

পণ্ডিত। ছুটি বললেই ছুটি,—কই যাও দেখি।

অতুল। তোমার কথাতেই যাব না! দাদার বিয়ে দিলাম, আমার আবার কি কাজ! ভাত রাঁধবার লোক হলো, এবার ওরা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করবে। আমি বরং এক-একবার এসে দেখে যাব, না কি বল,—আঃ তোমার এই ভাইটা কি রকম হে! কানের কাছে চব্বিশ ঘণ্টা—থাম বাবা থাম্!

গোকুল। কেন হে, ভাল লাগছে না?

অতুল। না লাগছে না।

পণ্ডিত। তুমিই ত বাজাবার জন্যে ডেকে আনলে।

অতুল। বেশ করলাম।

গোকুল। তা হলে এইখানে বসে বসে তোমাদের খেলা দেখি।

অতুল না, না, তার চেয়ে তুমি যেখানে থাকো—সেই খানে কোনো কলিয়ারীতে আমার জন্যে একটা কাজ-কম্ম ছাখো না দাদা, আমার উপকার করা হবে।

গোকুল। করবে কাজ? দাদাতো বলছে যাবে।

অতুল। যাবে নাকি হে পণ্ডিত?

পণ্ডিত। হ্যাঁ ভাই ভাবছি সেখানে একটা পাঠশালা করবো।

অতুল। আমিও যাব, নিশ্চয় যাব।

গোকুল। ভাত রাঁধতে পারবে?

অতুল। হা হা হা, শোন পণ্ডিত শোন, তোমার ভাই আমাকে শুধোচ্ছে কিনা—আমি ভাত রাঁধতে পারবো ? হুঃ, এই রকম বুদ্ধি না হলে তুমি পণ্ডিতের ভাই হও !

গোকুল। তাহ'লে চল তুমি আমার সঙ্গে—আজই আমি যাব।

অতুল। যাব, নিশ্চয়ই যাব, তোমাকে কথা দিয়ে রাখলাম।

পণ্ডিত। ভলো কথা। নাও এখন তোমার মন্ত্রী সামলাও।

(বাইরে 'ঢেঁড়া' পেটার শব্দ শোনা গেল)

অতুল। পণ্ডিত, ঢেঁড়ার শব্দ কেন ?

গোকুল। আমি দেখে আসছি—[গোকুল বাইরে গেল]

অতুল। কি ব্যাপার, বলত পণ্ডিত !

পণ্ডিত। তাই ত !

(গোকুল ফিরে এল)

গোকুল। শহরে ভয়ানক বসন্ত হচ্ছে—তাই ঢেঁড়া দিচ্ছে।

পণ্ডিত। নাও, নাও, ওসব কথা পরে ভেবো, এখন তোমার মন্ত্রী সামলাও—কি হে চুপ করে বসে রইলে যে ! চাল দাও—

অতুল। অঁ্যা ! ও হঁ্যা, কি বললে গোকুল ? শহরে বসন্ত হচ্ছে ?

পণ্ডিত। কোথায় যাচ্ছ ? (অতুল উঠলো)

(অতুল যাচ্ছিল)

অতুল। আসছি—

[অতুল চলে গেল]

গোকুল। কোথায় গেল ?

পণ্ডিত। কি জানি ! নাঃ—চালটা মাটি করে দিলে।

[আগে পণ্ডিত, পিছনে গোকুল চলে গেল]

(কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো)

কমলা। ঠাকুর পো! একি, কোথায় গেল ?

(ঘরে চলে গেল)

(ছুটে প্রবেশ করল অতুল)

অতুল। বৌদি! ও বৌদি—

(ঘর হতে বেরিয়ে এলো কমলা)

কমলা। কি বলছো ?

অতুল। টিকেওয়ালাকে ধরে এনেছি। টিকে নিয়ে নাও—

কমলা। ওঃ এই কথা! আমি বলি, কি রাজ্যিপাট নিয়ে এলে বৌদিকে দিতে!

অতুল। বস্তিতে কি রকম বসন্ত হচ্ছে দেখেছ ?

কমলা। তোমরা নতুন লোক, তোমরা দেখ, আমি অনেক দেখেছি।

অতুল। টিকে না নিয়ে কি মরবে ?

কমলা। ভালোই তো হবে। ভাগ্যবানের বৌ মরে। তোমার দাদার আর-একটি বিয়ে দেবে।

অতুল। ওসব বাজে কথা রাখ। টিকে নেবে কিনা বল!

কমলা। তোমরা নাওগে।

অতুল। হ্যাঁ, আমি নেব বই-কি! আমার মরলে চলবে কেন? আমি তোমাদের রোজগার করে এনে খাওয়াচ্ছি যে!

কমলা। তাহলে যে রোজগার করছে তাকে দাওগে।

অতুল। তাকে পাচ্ছি কোথায় ? কোথায় সে ?

কমলা। আমি কি তার মনিব যে যাবার সময় বলে যাবে কোথায় যাচ্ছে!

অতুল। টিকে তাহলে তুমি কিছুতেই নেবে না ?

কমলা। না।

অতুল। কিছুতেই নেবে না ?

কমলা। না, না। টিকে আমার এ-সময় নিতে নেই।

অতুল। নিতে নেই ? কেন ?

কমলা। সবই কি তোমাকে বলতে হবে ঠাকুর পো ? তোমার দাদাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো।

নেপথ্যে টিকেওয়ালা। কই মশায় ? দেরী হয়ে যাচ্ছে।

অতুল। ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছে। ব্যাটা না কোম্পানীর চাকর!

(অতুল বাইরে গেল—কমলাও ঘরে ঢুকলো)

নেপথ্যে অতুল। টিকে কেউ নেবেনা—আপনি যেতে পারেন।

(ফিরে এল অতুল। কমলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলো)

অতুল। কি অদ্ভুত জাত এই মেয়েগুলো! কোনো কথা খুলে বলবে না। হঠাৎ বলে বসল টিকে নিতে নেই। কেনরে বাবা! উঃ, এদের পাল্লায় পড়লে মানুষ দু'দিনেই পাগল হয়ে যেতে পারে। নাঃ, দরকার কি ঝঞ্ঝাটে। যারা মন খুলে কথা বলতে পারে না, তাদের জন্যে ভেবে লাভ কি। তার চেয়ে আমি বরং নিজেই চলে যাব যেদিকে দু'চোখ যাবে সেইদিকে।

(পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে উপস্থিত হলো গোকুল)

গোকুল। চল, চল, আর দেরী কেন ?

অতুল। দেরী করছি কি আর সাধ করে রে বাবা। তোমার বুদ্ধি দেখে দেরী করছি। পণ্ডিতের ভাইএর বুদ্ধি আর কত হবে ?

গোকুল। কেন, আমি আবার কি করলাম ?

অতুল। করলে না ? এই যে আমায় নিয়ে যেতে চাচ্ছ, যাব ? কিন্তু দাদা, কি বলবে জানো ? পণ্ডিতের ভাই—পাজি, ইষ্টুপিটু,

গোমুখ্যু আমার ভাইটাকে নিয়ে পালালো আমাদের এই বিপদের মাঝখানে ফেলে দিয়ে। জানি জানি, দাদাতো নয়, শত্রু! আমার সব জানা আছে। লেখাপড়া শিখেছে, তোমরা সবাই বিজ্ঞান বিজ্ঞান করো, বিজ্ঞান না ছাই। মুখ্যু!—এই যে ঢেঁড়া দিয়ে গেল—বসন্ত হচ্ছে। টিকে নিয়েছে, না নিতে বলেছে কাউকে? নেয়নি। মরবে মরবে। আমিও বাবা তেমনি—হেঁ হেঁ—চড চড় করে টেনে একেবারে হাঁসপাতালে ফেলে দিয়ে আসবো। আমার বয়ে গেল।

গোকুল। তাহলে আজ তুমি যাবে না?

অতুল। না রে না গোমুখ্যু তবে শুনলি কি? তুমি বাবা গোলকধাম, এখন যাও। আমি পারিতো পরে পণ্ডিতের সঙ্গে যাবো।

গোকুল। আমি তাহলে চলি। আগের ট্রেনটাতে যাব বলে বেরিয়েছি, দেরী হয়ে গেল—

[গোকুল চলে গেল]

অতুল। আমার কি! আমি বাবা কিছু জানি না!

[মহেশ প্রবেশ করল]

অতুল। ঘোষাল! ও ঘোষাল মশাই—

মহেশ। কি বলছো?

অতুল। টিকে নেবে না? বসন্তর টিকে?

মহেশ। আমাকে আবার বুড়ো বয়েসে ওসব কেন? ওসব ফোঁড়া-ফুঁড়িতে আমি নেই। আমার কিছু হবে না দেখে নিও। আমার কখনো কিছু হয় না। তার চেয়ে বরং আমার মেয়েকে—ওরে ও কমলি—

অতুল। থাক্, হয়েছে। আর ওকে ডাকতে হবে না। তুমি নেবে না ব্যাস্—চলে যাও নিজের ঘরে।

মহেশ। মানে! আমার মেয়েকে ডাকতে পাব না?

অতুল। না, সে নেবে না।

মহেশ। আলবৎ নেবে।

অতুল। আরে বাবা চিল্লাচ্ছ কেন?—সে বাপ্‌কা বেটি, সে নেবেনা। স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিলে—বললে এখন ওর টিকে নিতে নেই।

মহেশ। কেন?

অতুল। দাদাকে জিজ্ঞেস করতে বললে।

মহেশ। অ্যাঁ—ঠিক, বুঝেছি। ও এখন নেবে না।

অতুল। তুমিও বলছ নেবে না?

মহেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নেবে না।

অতুল। নেবে না তো আমার কি! কিছু বেচাল দেখব আর একেবারে হাসপাতালে—হুঁ, হুঁ বাবা!

মহেশ। ওরে পাগল—কমলি এখন নিতে পারে না—ও যে এখন—

[অতুলের কানে কানে মহেশ কি বললে]

অতুল। অ্যাঁ—

মহেশ। হ্যাঁ।

অতুল। সত্যি বলছ ঘোষাল?

মহেশ। হ্যাঁ—হ্যাঁ।

অতুল। ঘোষাল!

[উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে হো হো করে হেসে উঠল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

মহেশের ঘরের ভেতর দিক। রোগ-শয্যায় শুয়ে আছে মহেশ। দৃশ্য অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল অতুল

মহেশ। কমলা, বড় জ্বালা মা! এক গ্লাস জল দে মা—

অতুল। কেন? আমার কিছু হবে না, আমার কখনো কিছু হয় না—এখন অত চেঁচাচ্ছ কেন? ওকে এ-সময় ডেকোনা, বুঝলে?

মহেশ। জল—

অতুল। নিজের সর্ব্বনাশ করে আবার মেয়েটাকেও মারবে কেন? নাও, খাও কত জল খাবে খাও—খেয়ে মর।

(কমলা প্রবেশ করলো)

কমলা। ঠাকুর-পো! ওকি বলছ ঠাকুরপো? মরবার কথা বলতে আছে?

অতুল। বলছি বেশ করছি, তোমার বাবাকে বলছি। তোমার তাতে কি? তুমি এখানে কি জন্যে মরতে এলে বলতে পারো? তুমিও মরবে বুঝি? এ সব ভারি ছোঁয়াচে রোগ।

কমলা। আমি মরলাম তো তোমার কি?

অতুল। আমার বয়ে গেল! কপালে ভাত বাঁধা থাকে তো কোন্ শালা বন্ধ করবে!

কমলা। ভাত রাঁধবার জন্যে আমাকে তোমরা নিয়ে গেছ বুঝি?

অতুল। না, দাদার জমিদারীর একজন গোমস্তার দরকার ছিল তারই জন্যে। কথা শোনো!

মহেশ। মা!

কমলা। কি বাবা?

অতুল। বলি যাবে এখান থেকে, না যাবে না? তাহলে তুমি থাকো আমিই যাই।

কমলা। ঠাকুর-পো তুমি কী? তুমি মানুষ?

অতুল। না, আমি মানুষ নই, আমি জানোয়ার!

কমলা। হ্যা, তুমি তাই।

(কমলা চলে গেল)

অতুল। নিজেতো মরবেই, আবার মেয়েটিকে কেন জড়াচ্ছো?

মহেশ। মরব? বাঁচবো না?

অতুল। কাজ যা ছিল তা'তো চুকিয়ে ফেলেছো, এখনও তোমার বাঁচবার সাধ—?

মহেশ। দেখবো না? দেখতে পাবো না?

অতুল। কি আবার দেখবে?

মহেশ। কমলার ছেলে হবে—দেখতে পাব না?

অতুল। সে হবে, যখন হবে তখন হবে। আমার ভাই-পো হবে, কাধে পিঠে চড়িয়ে আমি একাই মানুষ করে ফেলবো, তোমার দরকার হবে না। তুমি এসো, এগোও তুমি—আর জ্বালিও না।

মহেশ। উঃ! বড় যন্ত্রণা!

অতুল। হাসপাতালেও যাবে না! মরবেও না! পয়সা আছে চিকিচ্ছে করাবার? তাহলে দেখি একবার চেষ্টা করে।

মহেশ। না বাবা, পয়সা নেই।

অতুল। তার বেলায় তো বেশ কথা বেরুচ্ছে দেখছি। মর, মর তাহলে ছটফট করে—আমি আর কি করবো বলো!

(অতুল বাইরে বেরিয়ে গেল)

মহেশ। উঃ—বড় কষ্ট—উঃ কমলা!

(শিবনাথ ও কমলা ঘরে এলো)

কমলা। এই নাও, শীতলার এই ফুল-জলটুকু বাবাকে খাইয়ে দাও।

শিবনাথ। তুমিই দাও না।

কমলা। ঠাকুর-পো আমাকে কাছে যেতে দিচ্ছে না যে—তেড়ে মারতে আসছে।

(অতুল প্রবেশ করল)

অতুল। না, না, মারতে আসিনি, মিছে কথা বলো না। ছোঁয়াচে রোগ, ঘাঁটাঘাটি করলে মরবে—তাই বারণ করেছি। বৌদি, কিছু টাকা আছে ?

কমলা। হ্যাঁ, টাকা যে দু'ভাই-এ রোজগার করে এনে দিচ্ছ আমার হাতে ! কথা শোনো !

(কমলা চলে গেল)

অতুল। তোমার কাছে আছে ?—গোটা-পাঁচেক্ হলেই হবে।

শিবনাথ। টা—কা ! (পকেট হাতড়াতে লাগলো)

অতুল। নেই ত আর খুঁজছ কি ? এই সোজা কথাটা মুখ দিয়ে বলতে পারছো না ? লেখাপড়া শিখেছ ব'লে ? খুব রোজগার করছ যা হোক্ !

শিবনাথ। আঃ—

অতুল। আঃ আবার কি। ওসব লুকোচুরি আমার ভাল লাগে না। থাকে ত দাও, না থাকে ত বলে দাও নেই। ব্যাস্ ফুরিয়ে গেল—

(প্রস্থানোদ্যত)

শিবনাথ। টাকা কি হবে ?

অতুল। শ্বশুরটি যে মরতে চাইছেন না ! হাঁসপাতালেও যাবে না, আবার বাঁচতেও চাইবে !

শিবনাথ। হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল।

অতুল। হ্যাঁ, তারপর তোমার বউটি বাপের জন্যে বসে বসে কাঁদুক, আর আমি শালা তাকে নিয়ে দুবেলা ঘর আর হাঁসপাতাল হাঁসপাতাল আর ঘর করি! আমার দায় পড়েছে! আমি এবার কোথাও পালিয়ে যাব দেখো।

শিবনাথ। তাই যা—

অতুল। যাব না ত কি?

(চলে গেল)

[শিবনাথ দাঁড়িয়ে। এমন সময় প্রবেশ করল কমলা—শিবতলার জল বাবাকে খাইয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল—]

শিবনাথ। হতভাগাটা গেল কোথায়?

কমলা। কি-জানি। (বাইরের দিকে নজর পড়তেই) ওকি! ঠাকুরপো গাইটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে!

শিবনাথ। গাই?

কমলা। হ্যাঁ, বাবার সবচেয়ে ভাল গাইটা। ঠাকুরপো—!

(নেপথ্যে)

অতুল। ধ্যেৎ তেরি, ঠাকুরপো!

(ঘরে ঢুকলো)

অতুল। কী?

কমলা। ও কি করছ?

অতুল। কিছু করিনি। তোমরা আমার সঙ্গে কথা বোলোনা, যাও—

শিবনাথ। গাই কি হবে?

অতুল। বেচবো, বেচবো। বাইরে গাহক দাঁড়িয়ে আছে—

কমলা। বেচে দেবে?

অতুল। না বেঁচবে না!—ওই যে লোকটা চোখের সামনে বিনে চিকিৎসায় মরে যাবে আর আমি তাই বসে বসে দেখবো? ওসব আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি, আমি চললুম।

(অতুল চলে গেল)

কমলা। ঠাকুরপো—

শিবনাথ। যাক, যেতে দাও।

মহেশ। উঃ! বড় জ্বালা!

কমলা। বাবা!

মহেশ। আমি আর বাঁচবোনা মা। আঃ!

কমলা। দেখনা বাবা কি রকম করছে।

মহেশ। উঃ—কে?—কমলা—আমি—আমার বড় সাধ—বুঝি—

কমলা। বাবা, বড় কষ্ট হচ্ছে?—বাবা!

মহেশ। সব—আঁধার— আ-মি-ক—

[মৃত্যু]

কমলা। বাবা! বাবা!

[কমলা কাঁদতে কাঁদতে মহেশের বুকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, শিবনাথ তাকে তুলে ধরলে। কমলা শিবনাথের বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল]

(প্রবেশ করল অতুল)

অতুল। দাদা!

শিবনাথ। হয়ে গেছে।

অতুল। অঁা—!

শিবনাথ। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? শ্মশানে যাবার ব্যবস্থা কর।

অতুল। হ্যাঁ করি।

(ধীরে ধীরে অতুল চলে যাচ্ছিল)

শিবনাথ। টাকাকড়ি কিছু আছে?

অতুল। আছে। বাঁচাবার টাকা জোগাড় করতে পারিনি—কিন্তু পোড়াবার টাকা ঠিক জোগাড় করে এনেছি—এই নাও দাদা, এই নাও।

(হাউ হাউ করে অতুল কেঁদে উঠল। টাকাগুলো ওর হাত থেকে নীচে পড়তে লাগল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবনাথের চালাঘরের সম্মুখ ভাগ। দাওয়াতে অতুল বসে আছে—হাতে তার একটি বাটি।

অতুল। ঘোষালও পটল তুললো—আর সঙ্গে সঙ্গে গাইও গেল, দুধও গেল। দু'একটা গাই যদি থাকতো,—দিতাম বিক্রমপুর চালিয়ে। উঃ! না, আর পারিনা। দাদাতো নয়—শত্রু! শত্রু!

(প্রবেশ করল চাঁপা)

চাঁপা। দাদাবাবু, বলি ও দাদাবাবু!

অতুল। উঁ।

চাঁপা। বসে বসে ঘুমুচ্ছ নাকি? ভাইঝি হলো, বকশিশ দাও!

অতুল। বিরক্ত করিস না বলছি। যার মেয়ে হয়েছে তার কাছে নিগে যা। বেরো, বেরো—

চাঁপা। কার ওপর রাগ হলো? হাতে বাটি কেন?

অতুল। আরে বাবা দুধ আনবো। সেই কোন্ সকাল থেকে বসে আছি, বাবু গেছেন পয়সা আনতে, এখনও দেখা নেই।

চাঁপা। পয়সা আনতে? ক'টা পয়সা?

অতুল। আপাততঃ চারটে হলেই হবে—চারটে পয়সা। বাবুর কাছে তাও নেই। যা, যা, আর বিরক্ত করিসনি, মন-মেজাজ আমার বিগড়ে গেছে। আমি যেন শালা কয়েদে বন্দী হয়ে আছি। আমারই যেন সব দায়।

চাঁপা। সে কি গো! তোমার ভাইপো, তোমার দায় নয় তো কার দায়?

অতুল। বয়ে গেছে, আমি আর থাকছিনে। পণ্ডিতের সঙ্গে গেলেই হতো। যাক্, পণ্ডিতকে বলাই আছে—যাবো একদিন ছুট করে পালিয়ে, বুঝলি?

চাঁপা। না, না, আর পালাতে হবেনা দাদাবাবু। চারটে পয়সা আমি দিচ্ছি।

অতুল। শেষে তোর কাছে—

চাঁপা। দোষ কি!

অতুল। শেষ পর্য্যন্ত তোর কাছ থেকে পয়সা নিতে হলো—হা ভগবান! দে ভাই দে চট করে' কেউ না আবার দেখতে পায়!

চাঁপা। দেখুক না। এই নাও, আমি ততক্ষণ মেয়ে দেখে আসি।

(চাঁপা ঘরের ভেতরে চলে গেল)

অতুল। যাই দেখি—ওইরে সেরেছে!

(অতুল ছুটে ঘরের ভিতরে গেল। বাইরে ঢোলের শব্দ হ'ল ও মেয়েলী-কণ্ঠে 'কই গো, ছেলে কোথায়?' শোনা গেল। অতুল একগাছি লাঠি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। গোলমাল শুনে চাঁপা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাওয়ার ওপর দাঁড়াল)

অতুল। (যেতে যেতে) দাড়াতো শালা ঢোলের নিকুচি করেছি!

(বাইরে গেল)

নেপথ্যে

অতুল। বেরো, বেরো এখান থেকে। নইলে এখুনি এই লাঠির বাড়ী—

(বাইরে গোলমাল হ'তে লাগল)

নেপথ্যে

শিবনাথ। অতুল! অতুল!

অতুল। না, না, ছাড়ো! আজ একটা খুন-খারাপী হয়ে যাক্—

শিবনাথ। এই নে যা—

শিবনাথ। (আসতে আসতে) কি হচ্ছিল কি? তোর জ্বালায় কি আমি আত্মহত্যা করবো বলতে চাস?

অতুল। হ্যাঁ তাই কর। তুমিও নিশ্চিন্ত হও, আর আমিও যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই। এভাবে আমি আর পারি না।

শিবনাথ। আঃ চুপ কর্!

অতুল। তা বই কি। সকাল থেকে এক চক্কোর মেরে এলে, এদিকে মেয়েটার দুধের জন্যে চারটে পয়সাও জোটে না, শেষে কি না—

চাঁপা। (এগিয়ে এসে) দাদাবাবু, আমার বকশিশটা—

শিবনাথ। এইনে যা, পালা—

(একটা টাকা দিয়ে ভেতরে চলে গেল)

অতুল। তোর চারটে পয়সা শোধ হয়ে গেল।

চাঁপা। হ্যাঁগো হ্যাঁ, হোলো। কার সঙ্গে ঝগড়া করছিলে, দাদাবাবু?

অতুল। কারো সর্ব্বনাশ, কারো পোষমাস! আমি শালা মরছি নিজের জ্বালায়, আর ওরা এসেছে মজা মারতে—

চাঁপা। কারা গো দাদাবাবু?

অতুল। হ্যাঁ, নাম বলি, নাম ব'লে এই দুঃখের দিনে ভাতের হাঁড়িটাও ফাটাই—

চাঁপা। ও, (হাতের ইঙ্গিত করে) এসেছিল বুঝি?—হিজড়ে!

অতুল। দিলি তো নাম করে! বেরো, বেরো ছুঁড়ি, তুইও বেরো—

চাঁপা। আবার আসবো কিন্তু—

(চাঁপা হাসতে হাসতে চলে গেল)

অতুল। হাতে একটা পয়সা নেই, আর বাবু কিনা ঝণাৎ করে একটা টাকা—কিন্তু—দাদা ও দাদা—

(শিবনাথ বেরিয়ে এলো)

শিবনাথ। কি?

অতুল। দাদা, তুমি এত টাকা কোথায় পেলে?

শিবনাথ। যেখানেই পাই, তোর কি? তোর গালাগালি আর আমি সইতে পারি না। এই নে পঞ্চাশ টাকা। ভাল একটা বাড়ী দেখে চল্ এখান থেকে উঠে চল—

অতুল। চাকরি তাহলে তুমি পেয়েছ?

শিবনাথ। (নিরুত্তর)

অতুল। আরে, কথাও বলে না যে! দাদা!

শিবনাথ। কী?

অতুল। চাকরি পেয়ে মেজাজ দেখো! কী! চাকরি পেয়েছ কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি।

শিবনাথ। হ্যাঁ, পেয়েছি।

অতুল। অ্যাঁ, তাহলে পেয়েছ?

শিবনাথ। হ্যাঁ, হ্যাঁ পেয়েছি।

(অতুলের মুখ খুশীতে ভরে গেল। সে একদৃষ্টে শিবনাথের মুখের দিকে চেয়ে রইল)

শিবনাথ। কী? অমন করে চেয়ে আছিস কেন?

(অতুল কথা বললে না। হঠাৎ সে শিবনাথকে শিশুর মত জড়িয়ে ধরল। তার মুখ থেকে শুধু অস্ফুটস্বরে বের হল—"দাদা, আমার দাদা!")

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবনাথের বাসা-বাড়ী। বাইরের ঘর। অতুল শিবনাথের শিশুকন্যাকে নিয়ে আদর করেছে।

অতুল। খুকুমণি—আমার দাদা—তোমার বাবাগো, চাকরি পেয়েছে—চাকরি পেয়েছে—কতো টাকা নিয়ে আসবে—উঁ, খুব খুশী যে! খুকুমণির বাবা চাকরি পেয়েছে—চাকরি পেয়েছে—

(কমলা প্রবেশ করল)

কমলা। কিগো ঠাকুরপো! ভাইঝিকে পেয়ে আমাদের যে ভুলেই গেলে!

অতুল। ছাখো, ছাখো বৌঠান, আমার কথা সত্যি হলো কিনা—

কমলা। তুমি একজন মহাপুরুষ লোক, তোমার কথা সত্যি না হয়ে পারে! কি কথা?

অতুল। বারে! বলেছিলাম না—দাদা চাকরি পাবে, রোজগার করবে, বড়লোক হবে। কেমন, হলো তো?

কমলা। বস্তির ভাঙা বাড়ীটা বদলেছে আর বড়লোক! তোমার তো বেশ নজর ঠাকুরপো!

অতুল। আরে, এমনি করেই হয়—এমনি করেই হয়, তুমি জানো না। আরম্ভ হয়েছে। এই সবে আরম্ভ হয়েছে।—আরে শোন, চলে যাচ্ছ যে—

কমলা। রান্না করতে হবেনা?

অতুল। হবে—হবে, কিন্তু কথাটা—

কমলা। থাক, পরে হবে।

(কমলা চলে গেল)

অতুল। বৌদি ! ও বৌদি !

(অতুল ঘরে গেল)

[কথা কইতে কইতে বাইরে থেকে প্রবেশ করল শিবনাথ ও কাবুলীওয়ালা]

শিবনাথ। ফের পিছু পিছু আসছিস ?

কাবুলী। নেহি বাবুজি—

শিবনাথ। আরে আস্তেবে বাবা, আস্তে ! আমি তোর টাকা দিয়ে দেবো।

কাবুলী। নেহি—নেহি—নেহি—ও বিলকুল ঝুটা বাত—উও হাম আউর শুনে গা নেহি।

শিবনাথ। না সাহেব, না, ঝুটা বাত নয়।

কাবুলী। হামি জানলাম না শুনলাম না—খবরটির্ভি দিলে না, আর তুমি বাড়ী বদলিযে চলিয়ে আসলে। হামি কি নমঝবো ?

শিবনাথ। কিছুই সমঝাতে হবেনা বাবা, ভারিতো সত্তরটা টাকা ধার নিয়েছি। বেশি চিল্লাও মাৎ। আমার ভাই রয়েছে বাড়ীতে, শুনতে পাবে।

(অতুল প্রবেশ করল)

কাবুলী। শুনে গা তো কেয়া হোগা ?

শিবনাথ। বলছি তুমি আসছে রবিবার এসো, তোমার টাকা দিয়ে দেবো।

অতুল। বাঃ দাদা, বা ! এই বুঝি তোমার রোজগার ? না, সাহেব না, ওর কথা শুনো না। রবিবারে ও টাকা দিতে পারবে না। পারবে দিতে ?

কাবুলী। বোলো তো বাবু, বোলো তো, ঝুটা হারামীকে সমঝাও তো !

অতুল। না, না সাহেব, গালাগালি দিও না, গালাগালি দিও না।

কাবুলী। আবে গালাগালি কেয়া বোলতা! ঝুটা আদমীকে মুমে থুক্ দেতা।

অতুল। বড্ডো বাড়াবাড়ি করছো সাহেব, দাদা তোমার কাছ মে টাকা ধার করতা, তাই এখনও কুছ নেই বোলতা, তা না হলে একটি চড়মে তোমাকে এতক্ষণ কাবুল পাঠায়ে দেতা।

শিবনাথ। অতুল!

কাবুলী। তোম মারেগা?

অতুল। হাঁ, মারেগা!

কাবুলী। মারো।

অতুল। তুম্ বলো আব একবার।

কাবুলী। হাজার দফে বোলতা, তোমলোক হারামী, হারামী, হারামী।

অতুল। তবেরে ব্যাটা! তোরই এই লাঠি দিয়ে তোকে—

(অতুল তারই লাঠিটা কেড়ে নিয়ে তুলে ধরতেই শিবনাথ তাকে ধরে ফেললে)

শিবনাথ। অতুল! (কাবুলীকে) যাও এখন যাও—

(লাঠিটা দিয়ে দিল)

কাবুলী। আচ্ছা, হামি দেখিয়ে লেবে।

(লাঠিটা অতুলকে দেখিয়ে চলে গেল)

অতুল। আরে যা, যা! টাকা শোধ দেবার ভয়ে পুক্ পুক করে যারা, তাদের দেখাবি। আমাকে নয়।

শিবনাথ। এ তুই কি করলি বল্ দেখি?

অতুল। বেশ করলাম। বেশ করলাম। ও ব্যাটা গালাগালি দেবে কেন?

শিবনাথ। আমি যে ওর কাছে টাকা ধার করেছি।

অতুল। খুব ভাল কাজ করেছ। আমি এদিকে ভাবছি তুমি চাকরি পেয়েছ, রোজগার করছ, আর তুমি কিনা—খুব বাহাদুর। মর এইবার। মারুক ও-ব্যাটা তোমাকে রাস্তায় ধরে। আমার কি! এইবার তোমার ঘর-সংসার হলো, এইবার আমি কোন্ দিকে পালিয়ে যাব দেখে নিও।

শিবনাথ। অতুল!

অতুল। অতুল! ছি ছি ছি ছি, ব্যাটা বড়া বয়ে অপমান করে গেল! আমার যদি বন্দুক থাকতো তাহ'লে তোমার মত দাদাকে আমি গুলি করে মারতাম।

তৃতীয় দৃশ্য

অবিনাশবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী। তারই একটি প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষ। অবিনাশবাবু চেয়ারে বসে আছেন। সামনে টেবিলে একরাশ কাগজপত্র। তিনি সেই সব দেখছেন। দূরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর মেয়ে ভারতী।

নেপথ্যে। ইয়া, ইয়া বাবু, শুনো—শুনো—!

অবিনাশ। কিসের যেন গোলমাল হচ্ছে না?

ভারতী। ও কিছু নয়, আমি দেখে আসছি বাবা।

(বাইরে গেল)

নেপথ্যে ভারতী। হারাধন!

হারাধন। যাই দিদিমণি।

ভারতী। (পেছনে কাবলীওয়ালাব কণ্ঠস্বর। শিবনাথ ঢুকে পড়লো। চুপ করে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। তাকে দেখে হারাধনকে—) কি রকম লোক তুই? ভদ্রলোক ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যা, বাবার ঘরে নিয়ে যা।

(হারাধন শিবনাথকে নিয়ে ঘরে ঢুকল)

অবিনাশ। কে!

হারাধন। আজ্ঞে আমি হারাধন।

অবিনাশ। কতবার না তোকে বলেছি বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে ভেতরে ঢুকবি।

হারাধন। যে আজ্ঞে! বসুন বাবু।

অবিনাশ। অ্যাঁ, এ আবার কে?

শিবনাথ। আজ্ঞে আমি।

অবিনাশ। বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না। বিজ্ঞাপন দিলে আর রক্ষে আছে! বসুন, বসুন। পড়েছেন আমার বিজ্ঞাপন?

শিবনাথ। আজ্ঞে না।

অবিনাশ। ও, শুনেছেন। ও একই কথা। হারাধন!

হারাধন। আজ্ঞে বাবু!

অবিনাশ। আজ্ঞে বাবু। কতবার তোকে বলেছি না বাইরের লোক ঘরে থাকলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবি।

হারাধন। আজ্ঞে তাইতো আছি।

অবিনাশ। হ্যা, থাক্। এই ত্যাখো, কত দরখাস্ত, কত বি-এ, এম-এ। বলুন—না না, তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট, বল তোমার নাম বল।

শিবনাথ। আমার নাম শিবনাথ মুখোপাধ্যায়। আমি কিন্তু—

অবিনাশ। শিবনাথ মুখোপাধ্যায়? ব্রাহ্মন! ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমিও ব্রাহ্মন, চট্টোপাধ্যায়। আমার বাবা ছিলেন রায় বাহাদুর, এ অঞ্চলে সবাই চিনতো। নাম শুনেছ ত? হ্যাঁ, তোমার ঠিকানা?

শিবনাথ। ঠিকানা? ঠিকানাটা—

অবিনাশ। হ্যা, হ্যাঁ, নাম ঠিকানা আগে দরকার। যা'তা কাজ নয়, ম্যানেজারের কাজ।

শিবনাথ। লিখুন, পাঁচ নম্বর কলাবাগান লেন।

অবিনাশ। শোনো, এইবার বিজ্ঞাপনের মর্ম্মটা শোনো। পুরন্দরপুর গ্রামে আমার জমিদারীর জন্যে ম্যানেজার চাই। খুব জবরদস্ত একজন ম্যানেজার। কড়া হাতে শাসন করতে হবে। বেতন পঞ্চাশ টাকা।

শিবনাথ। পঞ্চাশ টাকা?

অবিনাশ। হ্যাঁ, পঞ্চাশ টাকা। কম হলো?

শিবনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অবিনাশ। তুমি পারবে না, পারবে না। তুমি যাও। বলে কত বি-এ এম-এ ঘোরাঘুরি করছে।

শিবনাথ। আচ্ছা, তাহলে আমি যাই—

অবিনাশ। আচ্ছা যাও। শোনো!

শিবনাথ। বলুন।

অবিনাশ। মারামারি করতে পারবে?

শিবনাথ। মারামারি?

অবিনাশ। হ্যাঁ মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা।

শিবনাথ। পারব।

অবিনাশ। গুলি ছুঁড়তে জানো?

শিবনাথ। জানি।

অবিনাশ। ঘর জ্বালাতে পারবে?

শিবনাথ। পারব, পারব। যা বলবেন তাই পারব।

অবিনাশ। বটুক বাঁড়ুয্যে বলে এক ব্যাটা শয়তান আছে, তাকে চাবকাতে পারবে? পারবে চাবকাতে আমার সুমুখে?

শিবনাথ। শুধু শুধু চাবকাতে যাব কেন?

অবিনাশ। শুধু শুধু? তুমি জানো না, তাই বলছ শুধু-শুধু। গ্রাম দেখেছ? আজকালকার পল্লীগ্রাম?

শিবনাথ। আজ্ঞে দেখেছি।

অবিনাশ। বইয়ে পড়েছো, না চোখে দেখেছো?

শিবনাথ। চোখে দেখেছি।

অবিনাশ। তাহ'লে বটুক বাঁড়ুয্যের মত লোকও দেখেছ। দেখলে মনে হবে খুব ভালমানুষ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে শয়তানের একশেষ!

শয়তান ! শয়তান ! আমাকে গ্রামে টিকতে দিলে না হে । মেয়েটাকে নিয়ে চিরকাল কলকাতায় কাটাতে হ'ল । আমার ওই একটিমাত্র মেয়ে । ব্যাটা বলে-কিনা তার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে বিষয়সম্পত্তি সব নিয়ে নেবে । কি আস্পর্দ্ধা ! কি আস্পর্দ্ধা !

("হারাধন, হারাধন" বলে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকলো ভারতী)

অবিনাশ । আঃ, তুই আবার কেন ?

ভারতী । (হারাধনকে) ডাকলে শুন্‌তে পাস্‌না বুঝি ?

অবিনাশ । পায়, পায় । কাজের সময় ডাকাডাকি করো না । ও এইখানেই থাকবে । হ্যাঁ, শোনো যা বলছিলাম, অনেক কাজ করতে হবে তোমাকে । ভয় পেলে চলবে না ।

শিবনাথ । আজ্ঞে না, ভয় আমি কাউকে করি না ।

ভারতী । ওঁর জন্যে একজন কাবলীওলা দাঁড়িয়ে আছে ।

অবিনাশ । কাবলীওলা ? ঘরে ঢুকতে দিও না । তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও ।

শিবনাথ । হ্যাঁ, তাড়িয়ে দিন, তাড়িয়ে দিন । ভয় আমি কাউকে করি না । ভয় আমি কাউকে করি না । হ্যাঁ, চাবকাতে আমি পারব, খুব পারব । লিখুন, লিখুন আমার নাম—

অবিনাশ । হ্যাঁ, বল—

শিবনাথ । শিবনাথ মুখোপাধ্যায় ।

অবিনাশ । ও, শি-ব-না-থ আরে, নাম যে একবার লিখেছি হে !

শিবনাথ । তা হোক, আবার লিখুন—

(ভারতী হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল)

অবিনাশ । হ্যাঁ, কি হলো—কাবুলীওলা—

শিবনাথ । কাবলীওলা । ও বড় ভীষণ জাত । ওকে তাড়িয়ে দিতে বলেছি ।

অবিনাশ। ভারতী, ভারতী—

শিবনাথ। আজ্ঞে—

অবিনাশ। তাহলে এই কথাই ঠিক রইলো। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।

শিবনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

(ভারতীর প্রবেশ)

ভারতী। কি জন্যে ডাকছিলে বাবা ?

অবিনাশ। একেই ঠিক করে ফেললাম। এই-ই পারবে। লম্বা চওড়া জোয়ান, বলছে দুদিনেই জব্দ করে দেবে ব্যাটাকে।

শিবনাথ। হ্যাঁ, সে আপনি দেখবেন, দুদিনেই জব্দ করে দেবো।

অবিনাশ। বাস্ বাস্। বাড়ীতে একটা খবর দিয়ে চলে এসো, কবে রওনা হতে হবে বলে দেবো।

শিবনাথ। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন আসি—

(নমস্কার করে প্রস্থান)

ভারতী। এ তুমি কি করলে বাবা ?

অবিনাশ। কি করলাম ?

ভারতী। আজ সকাল থেকে আরও তিন জনকে আসতে বললে।

অবিনাশ। বলেছি বলেই কি সবাইকে নিতে হবে ?

ভারতী। না নিলেও তোমার কথায় বিশ্বাস করে তারা আসবে তো! এমন করে লোককে কথা দাও কেন বলতো ? শেষে যখন আর সামলাতে পারবে না, তখন ডাক্ ভারতীকে। আমি আর পারবো না, তোমার যা খুশী তাই কর।

(চলে যাচ্ছিল)

অবিনাশ। রাগ করে চলে যাস্‌নে মা, শোন্।

ভারতী। কি শুনবো ?

অবিনাশ। তাদের বলে দিতে পারবি না লোক নেওয়া হয়ে গেছে ?

ভারতী। না, তারা আসুক, এসে তোমাকে বিরক্ত করুক।

অবিনাশ। আরে, না, না, সে-সব আমি সহ্য করতে পারব না। ডাক্ তাহলে ওই ছোকরাটাকে ডাক্ ওকে ডিস্‌মিস্ করে দিই। কি নাম যেন, ভোলানাথ না শম্ভুনাথ—

ভারতী। শিবনাথ।

অবিনাশ। হ্যাঁ, শিবনাথ। ডাক্, তাকেই ডেকে এনে বসা, আমি আসছি—

(ভারতী হাসতে হাসতে চলে গেল)

নাঃ বড় সাংঘাতিক লোক এই ব্যাটা বটুক—ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই। ব্যাটা সব পারে। হারাধন !

হারাধন। আজ্ঞে।

অবিনাশ। কতবার না তোকে বলেছি আমি কোথাও গেলে তুই আগে আগে যাবি।

হারাধন। আজ্ঞে সঙ্গেই ত যাচ্ছি বাবু।

অবিনাশ। না, আগে চল্।

(উভয়ে ভিতরে গেল। কিছুক্ষণ পর অন্যদিক দিয়ে ভারতী শিবনাথকে নিয়ে প্রবেশ করল)

ভারতী। দরজার পাশে অমন করে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন ?

শিবনাথ। নাঃ— ও না, ও কিছু নয়—

ভারতী। কি কিছু নয় ? দরজার বাইরে কাবলীওলা দাঁড়িয়ে আছে বুঝি ?

শিবনাথ। হ্যাঁ—

ভারতী। এই যে একটু আগে বললেন আপনি কাউকে ভয় করেন না।

শিবনাথ। না, না, ভয় নয়--ও আমার কাছে টাকা পাবে।

ভারতী। কত টাকা পাবে?

শিবনাথ। পঁচাত্তর টাকা।

ভারতী। বসুন, বাবা আপনাকে ডাকছিলেন।

শিবনাথ। আমাকে? আচ্ছা—কিন্তু আপনি—

ভারতী। আমি, আমি কি?

শিবনাথ। আপনি ও রকম করে' হাসছেন কেন?

ভারতী। এমনি—বসুন, আমি আসছি।

(বাইরে গেল)

শিবনাথ। শেষে একটা মেয়ের কাছে—

(অবিনাশবাবু ও হারাধন প্রবেশ করল)

অবিনাশ। না, বড় সাঙ্ঘাতিক লোক এই—

শিবনাথ। আজ্ঞে!

অবিনাশ। কে! হারাধন!

শিবনাথ। আজ্ঞে আমি শিবনাথ।

অবিনাশ। ও। থাক্ হারধন, এইখানেই থাকবি—কোথাও যাবি না।

হারাধন। যে-আজ্ঞে।

শিবনাথ। আমাকে ডেকেছিলেন?

অবিনাশ। হ্যাঁ, ভারতী—

শিবনাথ। তিনি নীচে গেছেন। তিনিই ত আমাকে—

অবিনাশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভারতী বলছিল—। শোনো—তোমার আর বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। বড় সাঙ্ঘাতিক লোক কিন্তু এই বটুক বাঁড়ুয্যে।

হ্যাঁ তুমিই পারবে। তোমার যে রকম লম্বা চওড়া চেহারা, দেখে মনে হয় তুমি পারবে।

শিবনাথ। কিন্তু একবার বাড়ী—

অবিনাশ। উঁহুঁ, ওসব কাজের কথা নয়। বাড়ী গিয়ে তোমার মত বদলে যেতে পারে। তার চেয়ে বাড়ীতে একটা খবর পাঠিয়ে দাও, টাকাকড়ি যা দরকার তাও পাঠিয়ে দাও ওই সঙ্গে। বিকালের গাড়ীতেই আমরা দেশে যাব।

(ভারতী প্রবেশ করল)

অবিনাশ। ভারতী, এই পারবে। এ বেশ জবরদস্ত। আমরা বিকেলের গাড়ীতেই যাব, সব গোছ-গাছ করে নাও।

ভারতী। সেকি! ওঁর বাড়ীতে একটা খবর—

অবিনাশ। খবর পাঠিয়ে দাও, টাকাকড়ি যা প্রয়োজন তাও পাঠিয়ে দাও। হারাধনকে পাঠাও। ওকে ছেড়ো না, ও-ই পারবে। বড় বদমাইস এই ব্যাটা বটুক বাঁড়ুয্যে, বড় বদমাস্! বড় বদমাস!

চতুর্থ দৃশ্য

শিবনাথের বাসা-বাড়ী। অতুল বসে আছে। কমলা প্রবেশ করল।

কমলা। ঠাকুরপো, আর কতক্ষণ বসে থাকবে বলতো? সে যখন হয় আসবেখন, তুমি আর পিত্তি পড়িও না। স্নান করেছ তো সেই দুঘণ্টা আগে।

অতুল। তা হোক, দাদা আসুক (বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ)

কমলা। ওই এসেছে!

অতুল। দাওতো আচ্ছা করে ধম্‌কে! কাজও নেই অবসরও নেই, আচ্ছা মানুষ যা-হোক!

কমলা। (দরজা খুলতে খুলতে) ক'টা বাজলো খেয়াল আছে?

[প্রবেশ করল হারাধন]

দ্যাখো তো ঠাকুরপো কে!

অতুল। তুমি তো আচ্ছা লোক হে? ফট্‌ করে ঘরে ঢুকে পড়লে? কে তুমি?

হারাধন। আজ্ঞে, আমাকে চিনবেন না, আমি হারাধন।

অতুল। হারাধন?

হারাধন। আজ্ঞে হ্যঁ। আপনি বুঝি অতুলবাবু?

অতুল। আজ্ঞে হ্যঁ!

হারাধন। আপনার চিঠি, আর এই পচিশটে টাকা।

অতুল। কে দিলে?

হারাধন। আজ্ঞে নাম জানি না। সেই যে, লম্বা, সাহেবের মতন— দেখুন, পড়ে দেখুন চিঠিখানা!

অতুল। (খাম ছিঁড়তে ছিঁড়তে) নাও দ্যাখো আবার কার কাছে ধার করলে।

হারাধন। না, না, ধার করেননি। সাহেববাবু দিদিমণির সঙ্গে যাচ্ছেন কিনা তাই দিদিমণি দিয়েছেন।

কমলা। দিদিমণি!

হারাধন। আজ্ঞে হিঁ, আমাদের দিদিমণি।

অতুল। দূর ছাই! এমন টেনে টেনে লেখে যে একটা লাইন পড়বার জো নেই। কই পড় দেখি তুমি—

কমলা। আমি পড়ব? তুমি কী ঠাকুরপো—।

অতুল। ও, হ্যাঁ। তুমি যে আবার—দরকার নেই বাবা চিঠি-পড়ায়। চল. দেখি বাবু আবার কি কাণ্ড করে বসেছে।

কমলা। ওই যে দিদিমণি না কে তাকেও দেখে এসো ঠাকুরপো।

হারাধন। তিনি এতক্ষণ চলে গেছেন।

অতুল। চলে গেছেন?

হারাধন। আজ্ঞে হিঁ! বিছানাপত্র বাঁধা হচ্ছে দেখে এলুম—

কমলা। ঠাকুরপো!

অতুল। তুমি কিচ্ছু ভেবো না বৌঠা'ন। আমাদের ফেলে দাদা কলকাতা থেকে চলে যাবে এ কখনও হতেই পারে না। চলো তো বাবা আজ্ঞে হিঁ—চলো যেখানে গেছে সেইখানে যাব। চল দেখি—

(প্রস্থানোদ্যত)

কমলা। ঠাকুরপো!

অতুল। আঃ পিছু ডেকোনা. পিছু ডেকোনা—যেমন করে' পারি দাদাকে আমার ফিরিয়ে আনবোই আনবো।

পঞ্চম দৃশ্য

শিবনাথের বাসাবাড়ীর ভেতরের দিক। কমলা বারান্দায় পাঁচিলে উঠে দড়ি বেঁধে খুকীর জন্যে দোলনা টাঙাবার ব্যবস্থা করছিল।

(অতুল প্রবেশ করল)

অতুল। আহা-হা-হা করকি! করকি!

কমলা। কি?

অতুল। ওখানে উঠেছ কেন? পড়ে মরবে যে—

কমলা। না-না, পড়ব না, ভয় নেই। বস্তির মেয়ে অত সহজে পড়ে মরে না। গিয়েছিলে তোমার দাদার খোঁজে?

অতুল। গিয়ে গিয়ে হয়রাণ হয়ে গেলাম। দরজায় তালা বন্ধ, এখনও ফেরেনি।

কমলা। আচ্ছা লোক যা-হোক্। কোথায় গেল ঠিকানাটাও নিয়ে রাখতে পারলে না?

অতুল। ধ্যেৎ তেরি। ঠিকানা নেবে! যাবার সময় পাগল টাগল কত-কি বলে দিয়ে গেল—ঠিকানা নেবে!

কমলা। তোমাকে পাগল বললে?

অতুল। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। ঐ ব্যাটা আজ্ঞে-হিঁর সঙ্গে সেদিন গেলাম তো। গিয়ে দেখলাম ওই যে তাদের দিদিমণি, ইয়া বড় একটা ঝক্‌ঝকে মোটর গাড়ীতে চাপছেন। আমি কথা পাড়তে না পাড়তেই উনি ত দাদাকে ডাকলেন—শিবনাথবাবু! দাদাও হন্ হন্ করে গিয়ে তার পাশে বসল। বাবু আমাকে দেখেই ত খেঁচিয়ে উঠলেন—তুই, তুই এখানে কেন? টাকা পেয়েছিস্? আমিত 'থ'। যাবার সময় বাবু চাকরি পেয়েছেন জানিয়ে গেলেন, আর মেয়েটিকে "আমি পাগল বদ্ধ পাগল।" এমনি সব কত-কি বোঝাতে লাগলেন।

কমলা। আচ্ছা, ঠাকুর-পো।

অতুল। কি।

কমলা। মেয়েটি কি সত্যিই খারাপ?

অতুল। কে জানে। মেয়েরা খারাপ কি ভালো আমি একবার দেখবামাত্র বুঝে নেবো? আমি ওসব বুঝি না। তবে হ্যাঁ, চেহারা একখানা বলতে পারো। হায় হায়, হায় হায়, সে যদি তুমি দেখতে বৌঠান। তোমার চেয়ে অনেক ভালো, যেমন গায়ের রং তার তেমনি সুন্দর চেহারা, তবে কি রকম উঁচু উঁচু জুতো পরেছিল, সে রকম জুতো তুমি যদি একবার পর বৌদি, একবার পরে দেখবে? তাহলেই বাস, সড়াক্ দুম্!

[অতুলের কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে কমলা পাঁচিল থেকে নীচে পড়ে গেল। কপালটাও কেটে গেল—পেটেও আঘাত লাগলো]

কমলা। উঃ। ঠাকুর পো।

অতুল। আহা-হা-হা। আচ্ছা হয়েছে! হাজার বার বারণ করলাম তখন শুনলে না। নাও, সামলাও এখন! ওঠো।

কমলা। ঠাকুর-পো!

অতুল। ইস্, এতটা কেটে গেছে! দাঁড়াও, আমি চট্ করে টিন্চার আইডিন নিয়ে আনি ডাক্তারখানা থেকে।

কমলা। ঠাকুর-পো ধরো, আমি পারছি না—

অতুল। তুমি চেষ্টা করে উঠতে পারবে না?

কমলা। না গো না! তুমি ধর ঠাকুর-পো।

(অতুল প্রথমে ইতস্ততঃ করে, পরে বাধ্য হয়ে কমলাকে ধরে দাওয়ায় শুইয়ে দিলে)

অতুল। বৌদি, বড় কষ্ট হচ্ছে?…দাঁড়াও ডাক্তারখানা থেকে—

কমলা। না, ঠাকুর-পো। তুমি একটু আমার কাছে ব'সো। উঃ!

অতুল। বৌদি!

কমলা। তোমার দাদা কি রকম অদ্ভুত মানুষ ঠাকুর-পো!

অতুল। সব দোষ আমার বৌদি, সব দোষ আমার। আমিই চেয়েছিলাম আমাদের সংসারে লক্ষ্মীর আসন পাততে, তাই এনেছিলাম তোমাকে। ভুল আমার বৌদি,—নইলে আজ তোমাকে এত আঘাত সইতে হতো না, এত অবজ্ঞা, এত অবহেলা পেতে হতো না··· ভুল···ভুল···বৌঠান্, আমারই ভুল···

(প্রস্থানোদ্যত)

কমলা। কোথায় যাচ্ছ ঠাকুর-পো?

অতুল। ডাক্তার······ডাক্তার বৌঠান্, ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, বিনে চিকিৎসায় মরবে নাকি?

কমলা। খুকি······

অতুল। খুকি ঘুমুচ্ছে বৌদি, কিছু ভেবো না—আমি যাব আর আসব।

কমলা। ঠাকুর-পো!

(উঠতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল)

অতুল। বৌঠান!

কমলা। আমি আর বাঁচব না ভাই।

অতুল। তা বাঁচবে কেন? মা মরে গিয়ে আমাকে রেখে গেল—দাদার ভাত রাঁধতে...দাদা পালিয়ে গিয়ে আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গেল তোমাদের বোঝা...এইবার তুমি মরে গিয়ে তোমার মেয়েটাকে রেখে যাও আমাকে জ্বালাতে। বুঝি, বুঝি, ভগবানের এই সহজ ইয়ার্কিটুকু আর বুঝি না মনে করেছ—সব বুঝি, কিন্তু বৌঠান আমি যদি জজ কি ম্যাজিষ্ট্রেট হতাম তাহলে দাদাকে—আমার ওই দাদাটিকে নির্ঘাৎ আমি জেলে পাঠিয়ে দিতাম।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুরন্দরপুরে অবিনাশবাবুর বাড়ীর বৈঠকখানা। একপাশের দরজা দিয়ে দোতলার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। শিবনাথ একাকী অস্থিরভাবে পায়চারি করছে আর মাঝে-মাঝে ঘড়ি দেখছে। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর, অবিনাশবাবু প্রথমে উঁকি মেরে দেখলেন, পরে প্রবেশ করলেন।

অবিনাশ। কি বলেছিলাম! এলো ? সাঙ্ঘাতিক লোক, সাঙ্ঘাতিক! কাল বুড়ো-শিবতলায় প্রণাম করে উঠে ওকে পাশে দেখেই আমি শিউরে উঠেছিলাম। বড় বদমাইস! বড় বদমাইস্। দেখলে না, কি বিচ্ছিরি ইঙ্গিত করলে তোমাদের দুজনকে দেখে। তুমি তো রুখে দাড়ালে, আমি কিন্তু ভয়েই সারা! কখন্ বুঝি কোন্ অঘটন ঘটে! তারপর তুমি আজ বেলা নটায় আসতে বললে, কিন্তু কই, ব্যাটা এলো ? আসবে না, আসবে না আমি জানি।

শিবনাথ। না আসুক, আমি নিজে যাব।

অবিনাশ। তুমি যাবে ? একা ?'

শিবনাথ। কেন. ভয় কিসের ?

অবিনাশ। না, না, তুমি জানো না, তুমি চেনো না বটুককে। যেয়ো না, খবরদার একা যেয়ো না। চাপরাশী সঙ্গে নিয়ে যাও। নেপাল! নেপাল কোথায় গেলিরে ব্যাটা—

শিবনাথ। কিছু দরকার হবে না। আপনি ভয় পাবেন না।

(সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল)

অবিনাশ। না, না, ভয় নয়। ওরে নেপাল! ভারতী, ভারতী!

(ভারতী প্রবেশ করল)

ভারতী। কি বলছো বাবা ?

অবিনাশ। এই যে। যা তো মা, চট করে ওকে বারণ কর—কি করতে কি করে ফেলবে। চলে গেল—একা চলে গেল ভোলানাথ।

ভারতী। ভোলানাথ নয় বাবা, শিবনাথ।

অবিনাশ। ঠিক ঠিক—শিবনাথ। আমার খাতায় লেখা আছে। আবার ওপরে গেল, হয়তো তোকে কিছু বলতে। না, না, আমার ভয় হচ্ছে মা তুই যা, বারণ কর, তোর কথা হয়ত শুনতে পারে।

ভারতী। তা যাক্ না বাবা, পুরুষ মানুষ তো—যাক্ না।

অবিনাশ। যাক না !···না তোরা কিছু বুঝিস্ না। আমাকেই দেখছি সঙ্গে যেতে হল ! নেপাল···ওরে নেপাল—

ভারতী। তোমাকে যেতে হবে না বাবা, আমিই বারণ করে আসছি। তুমি বোসো।

(ভারতী উপরে গেল)

অবিনাশ। হারাধন !

(হারাধনের প্রবেশ)

অবিনাশ। তামাক দে—

হারাধন। কোথায় দোব ?

অবিনাশ। আমার মাথায় ! আমার ঘরে আয়। আগে চল্ !

(হারাধন আগে আগে, পিছনে অবিনাশবাবু বেরিয়ে গেলেন। উপর থেকে শিবনাথ হন্ হন্ করে নীচে নেমে এল...অপরদিক থেকে নেপাল-সর্দ্দারও প্রবেশ করল। তালপাতার সেপাই-এর মত অস্থিচর্ম্মসার এই নেপাল। শিবনাথকে দেখেই ভূমি প্রণাম করল)

নেপাল। হুজুর !

শিবনাথ। কে ? কে তুমি ?

নেপাল। আজ্ঞে আমি নেপাল-সর্দ্দার। আপনি আমাকে চিনবেন না।

(ভারতী ওপর থেকে নেমে এলো)

আমি বহুৎ পুরনো লোক হুজুর। জমিদারের চাপরাশী।

শিবনাথ। চাপরাশী? তুমি চাপরাশী?

ভারতী। হ্যাঁ, বাবার চাপরাশী।

নেপাল। হাসবেন না, হাসবেন না, কি করতে হবে বলুন, দাঙ্গা মারামারি, খুনজখম—যখন পারবো না তখন হাসবেন।

শিবনাথ। পারবে খুন করতে? বটুককে?

নেপাল। হুকুম করে দেখুন হুজুর। নেহাৎ ম্যালেরিয়া থেকে উঠেছি তাই শরীরটা একটু খারাপ হয়ে গেছে। এখন আর লাঠি ধারণ করি না, অস্ত্র ধারণ করি মা-কালীর মত। একা বটুককে কেন হুজুর? খুন যদি করতেই হয় তো একা বটুককে কেন? তবে বটুকের মাথাটি আগে। বাস্, কচ্! বটুকের সেই বড় ব্যাটা কচ্! তারপর ছোট ব্যাটা, কচ্ তারপর একেবারে গুষ্টিশুদ্ধু কচাকচ্ কচাকচ্—

(কেমন করে কাটবে দেখিয়ে দিলে)

শিবনাথ। আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি এখন ঘরেই থাকো। পরে হুকুম দেবো।

নেপাল। যে-আজ্ঞে হুজুর!

(নেপাল নমস্কার করে ঘরের এক কোণে গিয়ে মরচে-ধরা টাঙ্গিটা শান্ দিতে বসে গেল)

(শিবনাথ বেরিয়ে যাচ্ছিল—ভারতী বাধা দিলে)

ভারতী। কোথায় যাচ্ছেন?

শিবনাথ। বটুক বাঁড়ুয্যের কাছে।

ভারতী। বাবা বারণ করছেন, আপনি একা যাবেন না।

শিবনাথ। আপনাদের ওই নেপাল-সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে যাব?

ভারতী। উপহাস করবেন না।

শিবনাথ। আজ্ঞে না, আপনার সঙ্গে আমার উপহাসের সম্পর্ক নয়।

ভারতী। সেটা যেন মনে থাকে!

(শিবনাথ চলে যাচ্ছিল)

ভারতী। শুনুন!

(শিবনাথ ফিরল ও নেপালকে ওই অবস্থায় দেখে হেসে ফেললে)

ভারতী। হাসছেন যে?

শিবনাথ। ঐ দেখ না, না, দেখুন।

ভারতী। কি দেখবো?

শিবনাথ। আমার মুখে নয়, ঐযে ওখানে।

(ভারতী নেপালকে দেখেই খিল খিল করে হেসে উঠলো ,

শিবনাথ। ও সত্যি ভেবেছে বটুককে কাটতে হবে।

ভারতী। নেপাল! ওকি হচ্ছে?

নেপাল। আজ্ঞে দিদিমণি, অস্ত্রটা অনেকদিন কাজে লাগেনি; মরচে ধরে গেছে।

ভারতী। এখন তুমি যাও, এখন কাটতে হবে না বটুককে।

নেপাল। যে-আজ্ঞে।

(নেপালের প্রস্থান)

শিবনাথ। এগারটা বাজে—আর দেরি করা যায় না।

ভারতী। যাবেন না বলছি। একা যাবেন না—

(শিবনাথ ঘড়ি দেখেই দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছিল—ভারতী তার হাতটা ধরে ফেললে)

(শিবনাথ এটা আশা করেনি—সে অবাক হয়ে ভারতীর মুখের দিকে চাইতেই ভারতী মুখ নীচু করলে,--ঠিক সেই সময় বটুক বাঁড়ুয্যে ঢুকলো)

বটুক। (গলা খ্যাঁকারি দিয়ে) নমস্কার!

শিবনাথ। আপনার ভয়ানক দেরি হলো।

বটুক। আমার ত মনে হচ্ছে একটু আগেই এসে পড়েছি।

(ভারতী চলে গেল)

শিবনাথ। বসুন। (বটুক বসল না)

শিবনাথ। আপনার দেরি কেন হ'ল বলুন।

বটুক। দেরি! তুমি জানোনা বাবাজি, না, না, বাবাজি আর বলব না, কালকের মত রাগ করবেন ম্যানেজার-সাহেব আপনি শহর থেকে নতুন এসেছেন পাড়াগাঁয়ে, জানবেন কি করে? এখানকার লোক ঘড়ি দেখে চলেও না, ঘড়ি নেইও। এখানে শুধু সুর্য্যি ওঠে আর সুর্য্যি অস্ত যায়। তা আপনি আমায় কি জন্তে তলব করেছেন শুনতে পাব কি? (এইবার বটুক বসলো)

শিবনাথ। নিশ্চয় পাবেন। আপনি এই নিরীহ ভদ্রলোকটিকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছেন কেন? এ গ্রামে তিনি বাস করতে পারেন না শুধু আপনার অত্যাচারে। তা জানেন?

বটুক। জানি, জানি, খুব জানি। তুমিত' দুদিনের বাবাজি।

শিবনাথ। আবার বাবাজী!

বটুক। ধমকাবেন না, ধমকাবেন না। ওসব জারিজুরি করবার জন্তে বাউরি, বাগদি, হাড়ি, ডোম অনেক প্রজা আপনার আছে। আমি বরং তাদের ডেকে এনে আলাপ করিয়ে দেবো।

শিবনাথ। চুপ করুন। আপনার ওসব কথা আমি শুনতে চাই না, বলুন কেন আপনি বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ওঁর সঙ্গে এমন করে ঝগড়া করেন!

বটুক। জানেন না? শুনুন। নৌকো যখন প্রথম তৈরি হয় তখন থাকে কোথায়? ড্যাঙ্গায়। গরুর গাড়ীতে চড়িয়ে তাকে নদীতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন 'গাড়ী পর নাও' তারপর আবার যখন সেই

গরুর গাড়ীকেই নদী পেরোতে হয় তখন সে চড়ে নৌকোর ওপর, তখন 'নাওকা পর গাড়ী'।

শিবনাথ। এ হেঁয়ালীর অর্থ?

বটুক। অর্থ অতীব সোজা। একদিন উনি চড়েছেন আমার ওপর, এখন আমি চাপছি ওঁর ওপর।

শিবনাথ। মানে?

বটুক। অনেকদিন আগেকার কথা, আমি তখন নিতান্ত ছোট। এই অবিনাশবাবুর বাবা আমার যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করেছিলেন। বড় হয়ে দেখলাম আমি পথের ভিখারী। তখন তিনি গত হয়েছেন, তাঁর ছেলে এই অবিনাশ চাটুয্যে জমিদার। আমি দেখলাম সুবর্ণ-সুযোগ, আমার সম্পত্তি উদ্ধার করবার চেষ্টা করলাম।

শিবনাথ। চেষ্টা করলেন প্রজা ক্ষেপিয়ে, জোর করে দখল নিয়ে, নিরীহ জমিদারকে অতিষ্ঠ করে তুলে: আদালতে গেলেন না কেন?

বটুক। খরচ অনেক, আর তার হাঙ্গামাও বড় বেশী। তবে দরকার হলে যাব। বড়ছেলেকে ওকালতি পাশ করিয়েছি সেইজন্যেই।

শিবনাথ। আর সেইজন্যেই ওই ছেলের সঙ্গে ওঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন?

বটুক। চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম চাটুয্যের ওই একটিমাত্র মেয়ে, বৌ হয়ে আমার বাড়ী যদি আসে ঝগড়া-বিবাদ করতে হবে না, সমস্ত সম্পত্তি এমনিতেই ঘরে ঢুকবে। তা যখন হলো না—

শিবনাথ। তখন লাঠি ধরলেন। চমৎকার যুক্তি। আপনাকে আমি—

বটুক। মারবেন নাকি?

শিবনাথ। হ্যাঁ, মারাই আপনাকে উচিত। আপনাকে বেঁধে চাবুক মারতে পারলে তবে আমার—

বটুক। হো-হো-হো, ছেলেমানুষ, নিতান্ত ছেলেমানুষ। চাবুক মেরে জমিদারী শাসনের যুগ আর নেই। তুমি পারবে না, তুমি পারবে না। তার চেয়ে যা করছিলে তাই করগে, ওইটেই তুমি ভাল পারবে বাবাজী—

শিবনাথ। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে—ছোটলোক, পাজী, শয়তান! তোমার মতন লোককে কি করে জব্দ করতে হয় তা আমি জানি।

বটুক। জানলে অবশ্য ভালই হত। চলেও না হয় যাচ্ছি। আমি থাকবার জন্যে আসিওনি। কিন্তু ভাল কাজ করলে না!

(নমস্কার করে ধীরে ধীরে চলে গেল)

শিবনাথ। ভাল কাজ করলে না! ভাল কাজ করলে না! চ্যালেঞ্জ! আচ্ছা দেখা যাক্ তোমাকে শায়েস্তা করা যায় কি না!

(ভারতী প্রবেশ করল)

ভারতী। কেন ও লোকটাকে আপনি অপমান করলেন? ও বড় সাঙ্ঘাতিক মানুষ, আপনি চেনেন না ওকে।

শিবনাথ। অপমান করবো না, কিছু বলবো না—আমাকে তা'হলে এখানে আনলেন কি জন্যে শুনি?

(অবিনাশবাবু প্রবেশ করলেন)

অবিনাশ। (নীচুগলায়) চলে গেছে?

ভারতী। হ্যাঁ। কিন্তু এরকম অপমান করবার জন্যে ত' ম্যানেজারের দরকার হয় না, চাপরাশী দিয়েই চলে।

শিবনাথ। তাহ'লে কি করতে বলেন আমাকে?

ভারতী। তা জানলে আমিই ম্যানেজার হ'তে পারতাম।

অবিনাশ। সব শুনেছি, সব শুনেছি। ও-ঘরে বসে বসে আমি সব শুনেছি। আচ্ছা করেছ ভোলানাথ, বেশ করেছ। ব্যাটাকে চাব্‌কালে আমি আরও খুশী হতাম।

শিবনাথ। নিন, শুনুন।

ভারতী। আমি মেয়েছেলে, আমি কি শুনবো? যা খুশী করুন আপনারা।

(ভারতী চলে গেল)

অবিনাশ। ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ! ও বলে আমার হাতে সব ছেড়ে দাও বাবা, আমি সব ঠিক করে দেব।, পাগলী, পাগলী!

শিবনাথ। না, না, পাগলী নয়, পাগলী নয়! আমার এখানে আসাই উচিত হয়নি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবনাথের কলকাতার বাড়ী। ঘরের একপাশে একটি চৌকিতে রুগ্না কমলা শুয়ে আছে। পাশে একটি দোলনা ঝোলানো। দোলনায় শিবনাথের শিশুকন্যা। তারই সামনে অতুল মাথা নীচু করে বসে আছে—পণ্ডিত কথা বলছে।

পণ্ডিত। তাইতো হে, তোমার দাদা কোনও খোঁজ-খবরই নেয় না!

অতুল। আর বল কেন পণ্ডিত! সেই যে যাবার সময় পঁচিশটে টাকা আর একখানা চিঠি পাঠালো, তাও কি ছাই পড়তে পেরেছি, এমন টানা লেখা! বাস্, তারপর থেকে কোনও খবরই নেই। রোজ একবার করে সেই বাড়ীতে যাই, দেখি তালাবন্ধ। ফিরে আসি। এদিকে বলত' পণ্ডিত আমি কি করি! ওষুধ আছে, পথ্য আছে, ছোট মেয়েটার দুধ আছে, কত আর দেনা করি, আর অত দেনাই-বা দেবে কে! তাও যদি পড়ে গিয়ে এই বিপদটা ডেকে না আনত, তা হ'লেও না-হয় কিছু একটা কাজকর্ম্ম দেখতুম, কিন্তু এমনই বরাত সে গুড়েও বালি, বেরুবার উপায় নেই।

পণ্ডিত। ভাবলাম অনেকদিন তোমাদের দেখিনি, বহুদিনের পর কলকাতায় ফিরলাম, তাই দেখতে এলাম। এসে যে এ-অবস্থায় দেখব আশা করিনি।

অতুল। সবই কপাল পণ্ডিত. নইলে মা-ই বা মারা যাবে কেন, আমাকেই বা—নাঃ এবার চলে যাব যেদিকে দুচোখ যায়। পণ্ডিত, তোমার ঠিকানাটা কি? কি কর?

পণ্ডিত। গোকুলকে মনে আছে ত?

অতুল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ছোট ভাই।

পণ্ডিত। গোকুল রাণীগঞ্জ থেকে মাইল-কয়েক দূরে কয়লা-কুঠিতে কাজ করে···তারই ওখানে একটা পাঠশালা খুলেছি। বেশ আছি ভাই।

অতুল। পণ্ডিত, দাদা এলেই কিন্তু তোমাদের ওখানে আমি চলে যাবো, জায়গা-টায়গা দেবে তো?

পণ্ডিত। এ এমন কি বড় কথা! হ্যাঁহে, কম্‌লি কেমন আছে? ডাক্তার দেখছে ত?

অতুল। ডাক্তার একজন দেখছে বটে, আজও বলে এসেছি, কাল ভিজিট দিতে পারি নি, দেখি আসে কিনা!

পণ্ডিত। আচ্ছা আমি এখন উঠি ভাই, সময় পাইতো আর-একবার এসে দেখে যাব'খন। তা তোমার খাওয়া-দাওয়া?

অতুল। আরে, ছাড়ো পণ্ডিত, আমার আবার খাওয়া···দেখছ ঘরে অতবড় রুগী, হাতে পয়সা নেই, দেনা করে চালাচ্ছি, তারপর আমিই যদি খেতে আরম্ভ করি······

পণ্ডিত। সে কি, তুমি এরকম না খেয়ে কদিন টিঁকবে?

অতুল। গ্যাখো পণ্ডিত, তোমার আর-সব ভাল, কেবল ওই স্বভাবটা, শুধু খাই আর খাই,—আরে, আমি কি না-খেয়েই আছি, তবে কি জানো·· যেদিন যা জোটে। বৌদিকে ত আগে বাঁচাতে হবে। তাহলে ওই কথাটাই রইলো পণ্ডিত, বৌঠান সেরে উঠলে দাদার হাতে গছিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের ওইখানেই উঠব, কেমন? আজ তাহলে এস পণ্ডিত, আমি দেখি আবার ডাক্তার-ব্যাটা—

পণ্ডিত। আচ্ছা চলি—

(পণ্ডিত চলে গেলে অতুল কমলার কাছে যাচ্ছিল এমন সময় ডাক্তার এলো)

ডাক্তার। কই হে…কোথায়—

অতুল। ডাক্তার বাবু! আসুন, আসুন!

(ডাক্তার রুগী পরীক্ষা করে' গম্ভীর মুখে উঠে পড়ল)

অতুল। কি রকম দেখলেন স্যার? বাঁচিয়ে দিতে হবে স্যার।

ডাক্তার। কি রকম দেখলেন স্যার! হাজার বার সেই এক কথা! কি রকম দেখলেন স্যার, বাঁচিয়ে দিতে হবে স্যার! আমরা কি ভগবান যে বাঁচিয়ে দেব!

অতুল। চুপ করুন স্যার, চুপ করুন। আর বলবো না।

ডাক্তার। তোমাকে সেদিন যে ইনজেক্শানটার কথা বলেছিলাম তার তো কোনও ব্যবস্থাই করলে না। যাও, কষ্ট করে ওটা নিয়ে এসো।

অতুল। দাম কি ওই লাগবে?

ডাক্তার। হ্যাঁ, বার টাকা।

অতুল। কমে হবে না ডাক্তারবাবু? আমার দাদা এখনও—

ডাক্তার। না, না, কমে হবে না। তুমি ওটা নিয়ে এসে আমাকে খবর দিও। আজই ইন্‌জেকশান দেওয়া চাই। হ্যাঁ, ওকে এখন জাগিয়ো না, ঘুমুচ্ছে ঘুমুক।

(ডাক্তার ও অতুল বাইরে গেল। অতুল ফিরে এসে একদৃষ্টে কমলা ও তার মেয়েটাকে দেখতে লাগল। চোখ দুটো জলে ভরে এলো)

অতুল। ইন্‌জেকশান আজই দেওয়া চাই!…কিন্তু টাকা? একসঙ্গে বারটা টাকা এখন আমায় কে দেবে, আর কি দেখেই-বা দেবে? (হঠাৎ কমলার হাতের ওপর নজর পড়লো) বৌদি!

(কমলার কোন সাড়া পাওয়া গেল না···সে আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। তার একটি হাত বুকের ওপর, আর একটি হাত বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ে আছে) বৌদি !

(তবু কমলার কোন সাড়া নেই—অতুল ইতস্ততঃ করে কমলার হাত থেকে চুড়ি-গাছটা খুলে নিয়ে একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে রইলো)

অতুল। হা ভগবান !

(অতুল বেরিয়ে গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

অবিনাশবাবুর বাড়ী। শিবনাথ একাকী বসে কি যেন চিন্তা করছে।

শিবনাথ। হা ভগবান! (টেবিলের ওপর মাথা রাখলে)

(ভারতী প্রবেশ করে শিবনাথকে ওই অবস্থায় দেখে কাছে গিয়ে ডাকলে)

ভারতী। শুনছেন!

শিবনাথ। অ্যাঁ! ও। কি বলছেন?

ভারতী। আপনার কি হয়েছে বলুন তো? মনে হচ্ছে এখানে আপনি খুব অসুবিধায় পড়ে গেছেন। আসল কথাটা আমায় বলুন তো দয়া করে!

শিবনাথ। আপনারা দয়া করে আমায় ছুটি দিন, আমি চলে যাই।

ভারতী। আপনাকে ছুটি দেবার মালিক আমি নই। ছুটি বাবার কাছে নেবেন।

শিবনাথ। আমি জমিদারী শাসন করতে জানি না…বটুক বাঁড়ুয্যেকে জব্দ করতে হলে অন্যভাবে করতে হবে—আমি কাবলিওয়ালার ভয়ে আপনাদের বাড়ীতে গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম…হঠাৎ চাকরিটা পেয়ে গেলাম। আমি মিথ্যেবাদী, আমি জোচ্চোর, আমি—

ভারতী। চুপ করুন, চুপ করুন! আমি ওসব কথা আপনাকে বলিনি। আপনি নিজে বলছেন।

শিবনাথ। বলা আমার উচিত হয়নি।

ভারতী। তা বেশ তো। যাব যাব বলে' ভয় দেখাচ্ছেন কেন? যাবার ইচ্ছে হয় যাবেন, কে আপনাকে ধরে রেখেছে?

শিবনাথ। কে আপনাকে ধরে রেখেছে!

ভারতী। হ্যাঁ, বাবার কাছে যান, গিয়ে কাজে ইস্তফা দিয়ে যেখানে আপনার মন পড়ে আছে, সেইখানে চলে যান!

(কান্নার বেগ চাপবার চেষ্টা করতে লাগল)

শিবনাথ। আপনার বাবাটি যে ইস্তফা নিতে চাইছেন না।

অবিনাশ। ভোলানাথ। ভোলানাথ—

ভারতী। ওই বাবা আপনাকে ডাকছেন!

(অবিনাশবাবু ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে একটি লোক)

শিবনাথ। আমাকে ডাকছিলেন?

অবিনাশ। হ্যাঁ, বটুক জব্দ হয়ে গেছে, একদম জব্দ হয়ে গেছে। এই ত্থাখো, এই লোকের হাতে চিঠি দিয়ে নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছে। রাত্রে আজ চোত-পরবের সং হবে কিনা, তাই কি লিখেছে শোনো "প্রণাম শতকোটী—একটি দুটি নয়, কোটি কোটি—নিবেদন: আপনি আজ সপরিবারে উৎসব-প্রাঙ্গনে উপস্থিত থাকিলে আমরা আনন্দিত হইব।" ভাল বংলা লিখেছে হে, নাটশালাকে লিখেছে উৎসব-উঠোন না কি? আমরা ছোট-বেলায় দেখেছি সারারাত ধরে সং চলতো। গাঁয়ের কত লোকের কুচ্ছো গাওয়া হতো। হাহে-ও, তোমার নামটি যে ভুলে যাচ্ছি।

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে গোবর্দ্ধন।

অবিনাশ। হ্যাঁ, গোবর্দ্ধন। বলি গানটান বাঁধা হয়েছে?

গোবর্দ্ধন। অনেক। কঙ্কণার মেলায় একজন মাদুর চুরি করে ধরা পড়েছিল। তার গানটা আমি মুখস্ত করে ফেলেছি। শুনবেন?

শিবনাথ। না, থাক। তুমি কোন্ দলের লোক?

গোবর্দ্ধন। দল? আজ্ঞে দল ত ঠিক—

অবিনাশ। নাহে না, ও আমাদের জ্ঞাতি সম্পর্কে নাতি হয়। নাতি সাহেব, নাতি-সাহেব, ও আমাদের দলে।

শিবনাথ। শোন, আমাদের নামে যদি কিছু কেলেঙ্কারী করে তো তখুনি আমায় জানিয়ে দিও। পারবে তো?

গোবর্দ্ধন। কেন পাববনা, নিশ্চয় পাববো। তাহলে আমি এখন চলি।

শিবনাথ। আচ্ছা এসো।

অবিনাশ। চল ভাবতী···বটুক একেবাবে অন্ধ হয়ে গেছে, চল।

(অবিনাশ ও ভারতী ভিতরে গেল)

(কিছুদূর গিয়ে গোবর্দ্ধন ইসারায় শিবনাথকে ডাকলে)

(শিবনাথ দ্রুত তার কাছে গেল)

শিবনাথ। কি?

গোবর্দ্ধন। দেখুন, ডেকে দেওয়া হবে না। আপনি নিজেই একবার যাবেন শিবতলায়।

শিবনাথ। কেন বলতো?

গোবর্দ্ধন। এই একটু গান-টান হবে।···ভবসা দেন তো বলি—

শিবনাথ। বল।

গোবর্দ্ধন। আপনাব নামেও হবে। বটুক আপনার নামে গান বাঁধিয়েছে। নিজে গিয়েই শুনে আসবেন।

(ভারতী প্রবেশ করে শিবনাথের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে রইল)

শিবনাথ। আচ্ছা তুমি যাও। (গাবর্দ্ধন চলে গেল)

ভাবতী। কার সঙ্গে কথা কইছিলেন?

শিবনাথ। ·ও হ্যাঁ, ওই লোকটার সঙ্গে।

(শিবনাথ ভারতীর মুখের দিকে না তাকিয়ে দ্রুত চলে গেল। ভারতী তার চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল।)

চতুর্থ দৃশ্য

শিবতলায় গানের আসর। মন্দিরের সামনে খোলা জায়গায় ফরাস বিছানো, বহুলোক বসে আছে। মাঝখানে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছে বটুক বাঁড়ুয্যে। দুটি লোক নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে গান গাইছে।

গান

শোনো ভাই শোনো সবে শোনো দিয়া মন,
সন তেরশ' তিরিশ সালের অপূর্ব্ব কথন।
গালাগাল দিলেও আজ রাগ করোনা ভাই,
বুড়ো শিবের গাজন তলায় রাগ করিতে নাই,
দাদা রাগ করিতে নাই।
মস্ত গুণী সুরধুনী মুখুজ্জেদের সুরী,
কঙ্কনাতে মেলার রাতে করলে মাদুর চুরি।
ছি ছি করে সমস্বরে মেলার যত লোক,
ধিঙ্গি মেযে রইলো চেয়ে, বললে যা হয় হোক।
আর কোথা যায় ধরলে সবাই ঢাললে মাথায় ঘোল
চোখের জলে নাকের জলে ভাঙ্গলে জারিজুরি।
মস্ত গুণী সুরধুনী .....

সকলে। হো-হো-হো—

[লোক দুটি আবার সুরু করলে]

আরও আছে বলি শোনো, শোনো মহাশয়,
আর একটি মেয়ে সে যে এই গ্রামেতেই রয়।
কালে কালে দেখবো কত বলবো কত ভাই,
কলেজে পড়া গাঁয়ের মেয়ে বলতে কিছু নাই।
খট খটা খট্ পথ চলে সে, কি সে জুতোর ঠেলা,
আমি বলি হে নারায়ণ, পথ দাও এই বেলা।

জমিদারের সাধের মেয়ে বলায় আছে ভয়,
বলবো তবু গাজন-তলায় গুণের পরিচয়।
নামটি শুধু কইবো নাকো, কইতে আছে মানা,
আকারে ইঙ্গিতে হবে সবই টেনে আনা।
হয়নি বিয়ে কুমারী সে বলবো কত আর,
চ্যাংড়া ছেলের হাতটি ধরে চলার কি বাহার!

একজন। হায়! হায়!

সকলে। হো—হো—হো—

বটুক। আরে, এবার সেই নতুন গানটা ধর হে!

(লোক দুটি আবার আরম্ভ করলে—)

ডুবলো রে গাঁ নতুন পাপে
মান বাঁচানো দায়,
মন কাঁদে আজ মনস্তাপে
কি হবে উপায়!
জমিদারের ধিঙ্গি মেয়ে
গাঁয়ের মাথা দিলে খেয়ে
শুধু কি সব দেখবি চেয়ে
রইবি নিরুপায়?
রং মেখেছে সং সেজেছে
কলকাতাতে গিয়ে
ফিরলো গাঁয়ে পায়ে পায়ে
মদ্দ জোয়ান নিয়ে।
(ওদের) হয়নি শুনি বিয়ে!
নাম ম্যানেজার, নাইকো বিচার
মজায় কুলমান,
জানে সবাই বিশ্বাস নাই
দাদা, আগুনে আর ঘিয়ে।

(গানের মাঝেই শিবনাথ এসে ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়েছিল। গান শেষ হতেই শিবনাথ এগিয়ে এলো।)

শিবনাথ। বটুকবাবু!

(সকলেই হাঁ করে চেয়ে রইলো—গাইয়েরা এককোণে গিয়ে বসলো। বটুক তাকিয়া ছেড়ে এগিয়ে এলো শিবনাথের কাছে)

শিবনাথ। কি হচ্ছে এ-সব ?

বটুক। আনন্দ।

শিবনাথ। এই আপনাদের আনন্দ ?

বটুক। হ্যাঁ, এই আমাদের আনন্দ। সারা বছর ধরে গ্রামে গোপনে গোপনে যে-সব কেলেঙ্কারী হয়—

শিবনাথ। চুপ করুন!

বটুক। ধীরে বাবাজী, ধীরে।

শিবনাথ। ফের ইতরের মত—

বটুক। মারবে নাকি ?

শিবনাথ। আপনার মত লোককে মারাই উচিত। গুলি করে মারা উচিত।

বটুক। গুলি করার হাঙ্গামা যে অনেক। একবার চেষ্টা করে ছাখোনা বাবাজী!

শিবনাথ। হ্যাঁ তাই দেখবো, শয়তান, এসো আমার সঙ্গে!

(বটুকের হাত ধরলে)

(বটুকের বড় ছেলে রমানাথ ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো)

রমানাথ। বাবা! বাবা!

বটুক। আঃ, তুই আবার এলি কি জন্তে ?

রমানাথ। হাত ছাড়ুন শিবনাথবাবু, হাত ছাড়ুন!

শিবনাথ। না, ছাড়বো না। ক্ষমতা থাকে ছাড়িয়ে নাও।

রমানাথ। ছাড়ুন বলছি শিবনাথ বাবু!

শিবনাথ। না ছাড়বো না।

রমানাথ। ছাড়ুন।

শিবনাথ। না।

(ইতিমধ্যে শিবনাথ পকেট থেকে রিভলবার বের করে হাতে নিয়েছিল—রমানাথ হঠাৎ রিভলবারটি কেড়ে নিলে)

রমানাথ। তবে রে দাঁড়াও, দেখাচ্ছি—

(শিবনাথের বুকের ওপর রিভলবার ধরলে। ভারতী ছুটে প্রবেশ করল)

ভারতী। শিবনাথবাবু সরে আসুন, চলে আসুন—

শিবনাথ। না আমি যাবো না।

[ভারতী উপায়ান্তর না দেখে রমানাথের হাত থেকে রিভলবারটি ছিনিয়ে নিতে গেল—রমানাথও নাছোড়বান্দা। দুজনের কাড়াকাড়ির মধ্যে শিবনাথ ভারতীকে সাহায্য করতে গেল—দু'চারজন লোক রমানাথের পক্ষ নিল। এই গোলযোগের মাঝে রমানাথের হাত থেকে রিভলভারটি পড়ে গেল ও সঙ্গে-সঙ্গে ভীষণ শব্দ হলো—গুলি ছুটে গিয়ে লাগল রমানাথের বুকে—]

রমানাথ—আঃ—

[রমানাথ পড়ে গেল—কেউ পালাল, কেউ-কেউ রমানাথের রক্তাক্ত দেহটা ঘিরে দাঁড়াল—বটুক এক পাশে পাথরের মত নিথর একটা সত্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল]

পরেশ। দাদা! দাদা!

("খুন! খুন! ডাক্তার ডাকো—পুলিশ! পুলিশ" ইত্যাদি গোলমাল হ'তে লাগল। এই সময়ে সকলের অলক্ষ্যে ভারতী শিবনাথকে জোর করে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল)

পরেশ। (বটুককে ঝাঁকনি দিয়ে) বাবা! বাবা!

বটুক। (হঠাৎ) হা—হা—হা—হা—

(ক্রুর অট্টহাস্য করে উঠল)

পঞ্চম দৃশ্য

অবিনাশবাবুর গৃহ। অবিনাশ ও হারাধন। হারাধন জিনিষপত্র বাঁধছে।

অবিনাশ। তারপর ?

হারাধন। তারপর দিদিমণি ম্যানেজারবাবুকে নিয়ে কোলকাতায় চলে গেলেন···আমাকে বলে গেলেন আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে কোলকাতায় যেতে।

অবিনাশ। তাই চল···তাই চল বাবা। আমার তো ভয়ে বুক কাঁপছে। ব্যাটা বটুক বড় সাঙ্ঘাতিক। ও এখুনি থানায় গিয়ে বলবে শিবনাথই গুলি করেছে, আর থানাও তাই বিশ্বাস করবে···ও ব্যাটার সব হাত-ধরা, ও দিনকে রাত করতে পারে।

হারাধন। কিন্তু ম্যানেজারবাবু তো সত্যি সত্যি গুলি করেননি। বটুকের ছেলে রমানাথের হাত থেকেই পড়ে গিয়ে আপনা আপনিই—

অবিনাশ। ওরে বটুকের অসাধ্য কিছু নেই, ও সব পারে। আর সাক্ষী সাবুদ ? ওতো ওর হাতের পাঁচ। তাড়াতাড়ি বাঁধ···ও হয়ত এখুনি পুলিশ নিয়ে এসে হাজির হবে···

(বাইরে পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর দরজায় ধাক্কা দিল)

পুলিশ। দরজা খুলুন···ভেতরে কে আছেন··

অবিনাশ। হে ভগবান, হে ভগবান ! আমি কিছু জানি না ··খুলেদে···

[হারাধন দরজা খুলে দিলে। পুলিশ-ইন্‌সপেকটর দু'জন কনষ্টেবল সহ প্রবেশ করল]

অবিনাশ। হে ভগবান, আমি কিছু জানি না···

ইনসপেক্টর। আসামীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন ?

অবিনাশ। আসামী ! কে আসামী ?

ইনস্‌পেক্টর। আপনার ম্যানেজার। ঘণ্টা-দুই আগে বটুক বাঁড়ুয্যের বড়

ছেলে রমানাথবাবুকে গুলি করে পালিয়ে এসেছেন। রমানাথবাবু কিছুক্ষণ হলো মারা গেছেন।

অবিনাশ। অ্যাঁ!

ইনস্পেক্টর। কোথায় সে, বলুন!

অবিনাশ। কোলকাতায় বোধহয়।···না, না, আমি জানি না, আমি তো জানি না।

ইনস্পেক্টর। জানেন না? তাই আপনিও যাবার জন্যে সুটকেশ গোছাচ্ছিলেন? হুঁ।—এখন আপনার ম্যানেজারের নামটা বলুন তো!

অবিনাশ। ম্যানেজারের নাম? শম্ভুনাথ, না ভোলানাথ· দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমার খাতায় লেখা আছে। হারাধন, বাবা দেতো খাতাটা চট্‌করে—

হারাধন। আজ্ঞে, আমার মনে আছে। ম্যানেজারবাবুর নাম—শিবনাথ মুখোপাধ্যায়।

ইনস্পেক্টর। বাড়ী?

হারাধন। আজ্ঞে, একবার গিয়েছিলাম। কিন্তু রাস্তার নাম মনে নেই।

ইনস্পেক্টর। আপনার কোলকাতার বাড়ীর ঠিকানা কি?

অবিনাশ। সতের নম্বর—নীলমণি সরকার লেন।

ইনস্পেক্টর। ব্যস্, তাতেই হবে। আসুন!

অবিনাশ। কোথায়?

ইনস্পেক্টর। আমাদের সঙ্গে।

অবিনাশ। না, না, সে কি করে হয়। আমি যে কোলকাতায়—

ইনস্পেক্টর। সেজন্যে ভাববেন না। কোলকাতার ব্যবস্থা আমরাই কোরবো। চলুন—

(সকলে চলে গেল)

৬

ষষ্ঠ দৃশ্য

অবিনাশবাবুর কলকাতায় বাড়ী। শিবনাথ ও ভারতী। ভারতী চা করে' শিবনাথকে দিল।

ভারতী। কেন আপনি ওটা সঙ্গে নিয়ে গেলেন? রিভলভারটা কেন নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে ক'রে বলতে পারেন?

শিবনাথ। জানি না। কিন্তু আমাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে এলে কেন?

ভারতী। না এলে বটুক কি আমাদের ছাড়তো? বটুককে আপনি চেনেন না! দেখলেন না, ছেলে গুলি খেয়ে পড়ে গেল, তবু তার মুখ থেকে একটা কথাও বের হলোনা, শুধু পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল; নিষ্ঠুর একটা সঙ্কল্পে তার চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠলো!

শিবনাথ। পালিয়ে না-হয় এলাম কিন্তু এখানেও কি পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবো?

ভারতী। চুপ করুন আপনি, আমি আর ভাবতে পারছি না।

শিবনাথ। তুমি কি বলছ ভারতী?

ভারতী। না কিছু না। কিছু বলিনি।

শিবনাথ। আমি যাই একবার উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে আসি।

(নেপথ্যে)

অতুল। দাদা!

ভারতী। না, না, আপনি যাবেন না। আমি নিজে যাব উকিলের বাড়ী। শুনুন—

শিবনাথ। কে যেন আমাকে ডাকলে!

ভারতী। না, কেউ ডাকেনি। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি এখুনি আসছি।

(ভিতরের দিকে গেল)

(নেপথ্যে)

অতুল। দাদা! দাদা!

শিবনাথ। কে রে! অতুল?

(দরজা খুলে দিল। প্রবেশ করল অতুল। চুল এলোমেলো, পরণে ছেঁড়া কাপড়, চোখের কোণে কালি।)

অতুল দাদা!

শিবনাথ। একি চেহারা হয়েছে তোর? ।করে, অমন করছিস কেন? বোস্, ভেতরে এসে বোস্।

অতুল। বসবার সময় নেই দাদা, তুমি এসো।

(অতুল শিবনাথের হাত ধরে টানতে লাগল)

শিবনাথ। ব্যাপার কি বল্‌তো?—কি হয়েছে?

অতুল। বৌদির খুব অসুখ। তুমি তো বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলে দাদা, এদিকে—

শিবনাথ। এখন কেমন আছে?

অতুল। বিশেষ ভালো নয়। চলো, চলো দাদা, আর দেরী করোনা।

শিবনাথ। কিন্তু—

অতুল। আর কিন্তু-টিন্তু নয়। যদি কোন বাধা থাকে দাদা, আজকের জন্তে সে বাধা তুমি মেনোনা। চলে এসো—চলে এসো আমার সঙ্গে।

শিবনাথ। চল্—

(শিবনাথ ও অতুল দ্রুত বেরিয়ে গেল, অপরদিক থেকে ভারতী প্রবেশ করে' শিবনাথকে দেখতে না পেয়ে চীৎকার করে ডাকলে—)

ভারতী। শিবনাথবাবু—

(পুলিশ ইনস্পেক্টর ও দুজন কনেষ্টবল্ প্রবেশ করল)

পুলিশ ইনস্পেক্টর। কোথায় শিবনাথবাবু?

ভারতী। জানিনা, ভেতরে খোঁজ করে দেখুন।

(দ্রুত বেরিয়ে গেল)

পুলিশ ইনস্পেক্টর। তোমরা একে follow করো, আমি একবার ভেতরটা খুঁজে দেখি—

(কনষ্টবল দু'জন বেরিয়ে গেল—পুলিশ ইনস্পেক্টর ভিতরের দিকে গেলেন)

সপ্তম দৃশ্য

শিবনাথের বাড়ীর সম্মুখ ভাগ। শিবনাথ আর তার পেছনে অতুল ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। অতুলের কোলে শিবনাথের শিশুকন্যা।

শিবনাথ। কি হয়েছিল ?

অতুল। আর তো জানবার কিছু দরকার নেই, তুমি যেতে পার দাদা। আর আমি তোমাকে খুঁজতে যাব না, কখনও খুঁজবো না।

শিবনাথ। (নিরুত্তর)

অতুল। তুমিই ওকে মেরে ফেললে দাদা, ওকে খুন করলে—

(দূরে ভারতী ডাকল—"শিবনাথবাবু! শিবনাথবাবু!")

অতুল। ওই তোমাকে কে ডাকছে। যাও, হ্যাঁ, তুমি যাও। সেই ভালো, তুমি যাও।

(ঘরে ঢুকতে গেল)

শিবনাথ। অতুল, একবার মেয়েটাকে—

অতুল। না। ওকে তুমি ছুঁতে পাবেনা দাদা, তুমি একেও মেরে ফেলবে। তুমি সব পারো।

শিবনাথ। ওরে, যত অন্যায় যত অপরাধই করে থাকি, তবু যে আমি ওর বাপ !

অতুল। না, তুমি ওর কেউ নও। নিজের স্ত্রীর দিকে যে একবারও ফিরে চাইলে না, শুধু অবজ্ঞা করে' না খেতে দিয়ে যাকে তুমি মেরে ফেললে, তার মেয়ের ওপর তোমার কোনও অধিকার নেই। তুমি যাও, যেখানে ইচ্ছে চলে যাও—

(ঘরে চলে গেল)

(ভারতী প্রবেশ করল)

ভারতী। শিবনাথবাবু !

শিবনাথ। ভারতী, তুমি এসেছ ?

(পুলিশ ইনস্‌পেক্টর ও দুজন কনষ্টবলের প্রবেশ)

পুলিশ ইনস্‌পেক্টর। উনি একা আসেননি, আমরাও এসেছি। শিবনাথ-বাবু, আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।

শিবনাথ। জানি। কি করতে হবে বলুন !

(পুলিশ ইনস্‌পেক্টর শিবনাথের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন)

পুলিশ ইনস্‌পেক্টর। এইবার চলুন, আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

ভারতী। শিবনাথবাবু !

শিবনাথ। বলো।

ভারতী। না, কিছু না।

শিবনাথ। অতুল, একবার বাইরে আয় !

(অতুল বরিয়ে এলো)

অতুল। দাদা !

শিবনাথ। (কিছু টাকা দিয়ে) আমি সত্যিই চললাম অতুল। ওদের যা-হয় একটা ব্যবস্থা করিস। চলুন—

(শিবনাথকে নিয়ে পুলিশ ইনস্‌পেক্টর ও কনষ্টবল দু'জন চলে গেল। ভারতীও পিছনে পিছনে গেল।)

অতুল। (কিছুক্ষণ পরে ভগবানকে উদ্দেশ করে') বলিহারী, বলিহারী ভগবান ! চিত্তের কড়ি ঠিক জোগাড় করে দিলে !

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পনের বছর পরে—

অবিনাশবাবুর দেশের বাড়ী। অবিনাশবাবু মারা গেছেন। অবিনাশবাবুর বন্ধু নিবারণবাবু ও ভারতী কথা বলছে।

নিবারণ। এখনও যখন এলেন না,—আমার মনে হচ্ছে মা, আর সে আসবে না। তিন দিন আগে তার পনের বছর মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে। আমার বিশ্বাস, ছাড়া সে সেইদিনই পেয়েছে।

ভারতী। পাছে একলা আসতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন—তাই হারাধনকে কলকাতায় পাঠিয়েছি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে। সেও তো —

নিবারণ। ওটাই তো একটা চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর তো আমারও এখানে বসে থাকা চলে না মা—

ভারতী। আজই যাবেন আপনি?

নিবারণ। হ্যাঁ মা, তোমার বাবার উইল তুমিই তার হাতে দিও—তাহ'লেই হবে।

ভারতী। না কাকাবাবু, আপনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, উইলও আপনিই করেছেন, আর তাছাড়া বাবার মৃত্যুর সময় বাবা আপনাকেই অনুরোধ করে গেছেন।—আপনার মুখ থেকেই তাঁর শোনা উচিত।

নিবারণ। সবই তো জানি মা। কিন্তু যাকে বলব তারই যে দেখা নেই!

ভারতী। আসবে কাকাবাবু, না এলে হারাধন ফিরে আসতো।

নিবারণ। কিন্তু পনেরো বছর জেল সে-কথা ভুলে যাচ্ছিস কেন মা? পনেরো বছর জেলে থাকলে মানুষের কত পরিবর্ত্তণ হয়—হয়তো সে মানুষই আর নেই—হয়তো আসবে না, কিংবা হয়তো এখানে সে আর আসতেই চায় না—

ভারতী। আসবে না?

নিবারণ। না, এটা আমার অনুমান। মানুষের মন তো, তাই বলছিলাম।

ভারতী। কাকাবাবু!

নিবারণ। জানি মা জানি। এই দীর্ঘ পনেরটি বছর, তুমি যে কি রকম ভাবে কাটিয়েছ—তা অন্যে না বুঝলেও আমি বুঝি মা।

(ভারতী জানলার কাছে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল)

ভারতী। ওই এসেছে! আপনি বসুন কাকাবাবু, আমি আসছি।

(দ্রুত বাইরে চলে গেল)

নিবারণ। এসেছে তাহ'লে! যাক্ বাঁচা গেল!

(নিবারণবাবু ভেতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর অন্য দিক দিয়ে ভারতী ও শিবনাথ ঘরে ঢুকলো)

ভারতী। এত দেরী হ'ল?

শিবনাথ। বেরিয়েছি ঠিক পরশুই, কিন্তু অতুলের খোঁজ করতে গিয়ে এ দুদিন দেরী হয়ে গেল।

ভারতী। খোঁজ পাওয়া গেল?

শিবনাথ। না, কোন খোঁজই পেলাম না।

ভারতী। আপনার চিঠি পেয়ে আমিও তাকে খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। তারপর বাবা অসুখে পড়লেন তাই তাঁকে নিয়ে এখানে চলে এলাম।

শিবনাথ। কি হয়েছিল তাঁর? হঠাৎ—

ভারতী। না হঠাৎ নয়। যেদিন আপনার ছেলের খবর পেলেন, সেইদিন থেকে সেই যে শয্যা নিলেন, আর উঠলেন না।

শিবনাথ। কোথায় মারা গেলেন—কোলকাতায়?

ভারতী। না, এই বাড়ীতে। বসুন, কাকাবাবু আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন—আজ আপনি না এলে উনি চলে যেতেন।

শিবনাথ। কাকাবাবু?

ভারতী। হ্যাঁ, নিবারণবাবু, বাবার বিশিষ্ট বন্ধু, এটর্নী।' দাঁড়ান, কাকাবাবুকে ডেকে আনি---

(চামড়ার ব্যাগ হাতে নিবারণবাবু প্রবেশ করলেন)

নিবারণ। ডাকতে হবে না মা—তোমার কাকাবাবু যে নিজেও তৈরী হয়ে আছেন।

ভারতী। ইনিই কাকাবাবু। আর ইনি—

নিবারণ। ঠিকই অনুমান করেছি মা। বসো বাবা বসো, তোমার নাম শুনেছি, যদিও চোখে কোনো দিন দেখিনি। তোমার জন্যে ভারতী-মা আমাকে তিনদিন এখানে আটকে রেখেছে।

শিবনাথ। কেন?

নিবারণ। আর বলো কেন বাবা! অবিনাশ মরবার আগে আমাকে এখানে আনিয়ে উইল করে গেল। আমার হাত ধরে যেকথা সে বলে গেল, সেই কথাই তোমাকে বলবার জন্যে এখানে বসে আছি। (ব্যাগ খুলে) বারবার শুধু সে এই কথাই বলেছে—

আমারই জন্যে শিবনাথ পনেরো বছর জেল খাটচে, দেখো, তার ওপর আমার তরফ থেকে যেন কোনও অবিচার না হয়! সবটা পড়বার দরকার নেই, এইটুকু শুনলেই তুমি সব বুঝতে পারবে। "আমার অবর্ত্তমানে শিবনাথ জেল হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আমার যাবতীয় সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ সে পাইবে।" এবার তুমি নিজে সবটুকু পড়ে নিও। (উইল দিয়ে) হ্যাঁ, আর-একটা কথা—মরবার সময় অবিনাশ অনেকবার বলেছিল, শিবনাথ কাছে থাকলে তারই সঙ্গে ভারতীর বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতাম। ভারতী আজও বিয়ে করেনি। তোমার যদি কোন অসুবিধা না থাকে, তাহলে বাবা, তার এই শেষ ইচ্ছাটা তুমি পূরণ করো।

(শিবনাথ ও ভারতী কেউই কথা বললে না। নিবারণবাবু ভারতীর কাছে গিয়ে)

নিবারণ। আমি এখুনি চললাম মা। শিবনাথ, তুমি একবার দেখা কোরো—

(নিবারণবাবুর পিছু পিছু ভারতী বেরিয়ে গেল)

শিবনাথ। অতুল!

(টেবিলে মাথা রাখলে)

(ভারতী ফিরে এসে শিবনাথকে ওই অবস্থায় দেখে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রবেশ করলে হারাধন)

হারাধন। দিদিমণি!

ভারতী। অ্যাঁ—

হারাধন। খাবার আনবো?

ভারতী। হ্যাঁ, আনো।

(হারাধন চলে গেল)

(হারাধনের ডাকে শিবনাথও মাথা তুলে দেখছিল। হারাধন চলে যাওয়ার পর)

শিবনাথ। তোমাদের কোন কর্ম্মচারী আছে? খবরের কাগজে আমি একটা বিজ্ঞাপন পাঠাবো।

ভারতী। হরিপদবাবু নীচে আছেন, ডেকে দিচ্ছি।

(ভারতী চলে গেল - কিছুক্ষণ পর হরিপদবাবু প্রবেশ করল)

শিবনাথ। খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে হবে, লিখুন—

হরিপদ। বলুন কি লিখতে হবে।

শিবনাথ। লিখুন—অতুল, আমি এসেছি। তুমি যেখানেই থাক—

(কথা অসমাপ্ত রেখে শিবনাথ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল)

হরিপদ। তারপর বলুন—

শিবনাথ। ও হ্যাঁ, লিখে দিন এখানকার ঠিকানাটা আর আমার নাম শিবনাথ মুখোপাধ্যায়—আর লিখে দিন—মেয়েটা যদি বেঁচে থাকে—না থাক্, শুধু লিখে দিন—তুমি চলে এসো।

হরিপদ। তাহলে এখন আমি যাই? ^

(শিবনাথ কোন উত্তর দিল না দেখে হরিপদবাবু নমস্কার করে চলে গেল। ভারতী প্রবেশ করল। শিবনাথকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভারতী তার কাছে গেল। শিবনাথ তাকে দেখতে পারনি। কিছুক্ষণ পর ভারতী শিবনাথকে প্রণাম করলে—শিবনাথ চমকে উঠে তাকে তুলে ধরল—দেখলে, তার চোখে জল। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে তার মাথাটি নিজের বুকে চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চও অন্ধকার হয়ে গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাণীগঞ্জের নিকট একটি গ্রামে অতুলের বাসা। পণ্ডিত ও অতুল দাওয়াতে বসে কথা বলছে।

অতুল। দেখতে দেখতে পনরোটা বছর কেটে গেল পণ্ডিত। দাদাও ত এতদিন জেল থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু আক্কেলটা দেখ দেখি! একবার খোঁজ নিবি ত'! আরে আমি না-হয় রাগের মাথায় যা-তা বলেছি, তাই বলে' সেইটাকেই সত্যি বলে মেনে নিতে হবে!

পণ্ডিত। খোঁজ যে নেবে তোমার ঠিকানা জানবে কি করে?

অতুল। বাঃ পণ্ডিত বাঃ! কেন, খবরের কাগজে লিখে দিতে পারে না? ওইতো মিল্‌ওয়ালার ছোট ছেলেটা রাগ করে কোথায় পালিয়ে গেছলো, খবরের কাগজে কি-সব লিখে দিতে-না-দিতেই আবার সুড় সুড় করে এসে ঘরে ঢুকেছে।

পণ্ডিত। এক বছরে তুমিও তো লেখাপড়া শিখেছ, তুমিও তো রোজ একবার করে কাগজটা পড়লে পার, যদি কাগজে কিছু লিখে দিয়ে থাকে!

অতুল। দূর ছাই, অত হিজিবিজি লেখা পড়বো কেমন করে? আমার ধাতে সইবে না। কই ছাখ দেখি, আজকের কাগজে কিছু আছে কিনা?

পণ্ডিত। না-হে-না ওতে নেই।

অতুল। তুমি কাগজ পড়ো?

পণ্ডিত। পড়ি না! আমার পাঠশালায় রোজ কাগজ আসে—

অতুল। ছাই পড়। কাগজ আসে—ওই পর্যন্ত। দেখ পণ্ডিত, দাদা এই সময় এসে পড়লে বড় ভাল হতো, মেয়েটার বিয়ে ত দিতে হবে! বয়স হ'ল।

পণ্ডিত। তা একটা পাত্র দেখে—দিয়ে দাও।

অতুল। দিয়ে দাও বললেই ত আর যার-তার হাতে আমার কল্যাণী মাকে দিতে পারি না।

পণ্ডিত। সুপাত্রে দিতে গেলে অনেক টাকা চাই। অত টাকা পাবে কোথায়?

অতুল। আচ্ছা পণ্ডিত, তাই বলে মেয়েটাকে যার-তার হাতে দিয়ে মেরে ফেলব নাকি? জানো না ওর মায়ের অবস্থা। না না ওকে এমন ঘরে দোবো যেখানে অনাহারে অচিকিচ্ছেয় মরতে হবে না।

পণ্ডিত। তা এখন থেকে খোঁজ কর। বয়সও তো হলো প্রায় ষোল।

অতুল। পাত্র একটা ঠিক করে রেখেছি। পরেশ ডাক্তার, ওই যে মন্দিরের কাছে ডাক্তারখানা খুলেছে। ছেলেটি বেশ। পাশকরা, রোজগারও মন্দ নয়, আর বাড়ীর অবস্থাও নাকি শুনেছি খুব ভাল।

পণ্ডিত। ও কি বিয়ে করবে?

অতুল। করবে না মানে? এদিকে প্রায়ই সাইকেলে করে আসে, কল্যাণীর সঙ্গে ওর একটু ভাবটাবও হয়েছে, বুঝলে পণ্ডিত, দুটিতে যা-মানাবে—খাসা!

পণ্ডিত। তা ওকে খুলে বল।

অতুল। আরে পণ্ডিত, তুমি কি আমাকে এতই বোকা ভাব! আমি জানিয়েছি। পাকে-প্রকারে জানিয়েছি। সেও মত দিয়েছে, তবে বাপের ভয়ে পুরোপুরি মত দেয়নি। ও হয়ে যাবে—তুমি দেখো নিও পণ্ডিত।

পণ্ডিত। হলেই ভাল। (পণ্ডিত উঠলো)

অতুল। আরে, যাচ্ছ কোথায়?

পণ্ডিত। গা'টা আড়িমুড়ি ভাঙছে, একটু গড়িয়ে নিইগে।

অতুল। তুমি হাসালে পণ্ডিত, এই বেলা-এগারোটার সময়—

পণ্ডিত। তা হোক্, বড় বদঅভ্যেস।

(চলে গেল)

অতুল। হুঁঃ! কোন কাজের নয়, খাওয়া আর শোয়া।

(কল্যাণী এলো)

কল্যাণী। কাকাবাবু, ঘরে এসো।

অতুল। যাই মা! আরে, কে যায়? ডাক্তার না? বলি ও ডাক্তার, পালাচ্ছ কেন? শোনো শোনো!

(সাইকেল হাতে পরেশ-ডাক্তার এসে দাঁড়াল)

অতুল। কি-হে, খিড়কির দরজা দিয়ে পালাচ্ছিলে কেন? বলি চিঠি লিখেছিলে তোমার বাবাকে?

পরেশ। আজ্ঞে না, বড ভয় করছে।

অতুল। ভয় করছে? কেন হে, আমার বাড়ীতে আসতে তো ভয় করে না! কল্যাণীর সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলতে তো ভয় করে না!

কল্যাণী। আঃ, কি যে বল কাকাবাবু পাগলের মত। চল খাবে চল—

অতুল। হুঁ, পাগলের মত। তা বলবি বৈকি, তোর বাবা বলেছে, তোর মা বলেছে, আবার তুইও বল্। ওসব শুনবো না, ওসব শুনবো না, ভালবাসবি একজনকে, আর বিয়ে দেবো আর-একজনের সঙ্গে, তারপর ধড় ফড় করে আধবেলাতে মরে যাবি। তা আমি হতে দিচ্ছি না বাবা। বলি ওহে ডাক্তার, চিঠি লিখবে কিনা বল—

(কল্যাণী ভিতরে গেল)

পরেশ। তার চেয়ে আপনি নিজে একবার যান না আমার বাবার কাছে। আপনারই যাওয়া উচিত।

অতুল। হ্যাঁ, তা আমি যেতে পারি। আমাকে কম লোক পাওনি, আমি লাটসাহেবের কাছে যেতেও ভয় পাই না। বল, নাম-ঠিকানা বল, অমি গিয়ে একেবারে পাকাপাকি দিন ঠিক করে আসছি।

পরেশ। লিখে নিন, নইলে আপনার মনে থাকবে না।

অতুল। কাগজ কলম তো আমার কাছে নেই, চলো পণ্ডিতের কাছে চলো। কাগজ, কলম, পঞ্জিকা, সব আছে তার কাছে। না, থাক্ আমিই পণ্ডিতকে ডাকছি। পণ্ডিত, ও পণ্ডিত। ঘুমুলে নাকি, আরে শোন, শোন—

(পণ্ডিত এলো)

পণ্ডিত। কি হে এত চেচামেচি কেন ?

অতুল। পণ্ডিত, দিন ঠিক করে ফেলো! কল্যাণার মায়ের বিয়ে দিয়েছিলে, এবার কল্যাণীর বিয়েটা দিয়ে দাও।

পণ্ডিত। বিয়ে ? ঠিক হয়ে গেল ?

অতুল। হ্যাঁ সব ঠিক হয়ে গেল। তুমি চট করে কাগজ-কলম নিয়ে এস দিকিনি, বরের বাপের নাম-ঠিকানাটা লিখে নাও। যাও শিগগির।

পরেশ। এখন বিয়ের দিন কেন ?

অতুল। তুমি চুপ কর। কিহে, কাগজ-কলম আনতে যে রাত ভোর করে দিলে ? নাঃ পণ্ডিত, তুমিই ডোবালে। (পণ্ডিত এলো) নাও ডাক্তার, বলো।

পরেশ। লিখুন, পুরন্দরপুর গ্রাম। রেলষ্টেশন তপসী। ষ্টেশনে নেমে খুব কাছে—গ্রামে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করবেন—বটুক বাঁড়ুয্যের বাড়ী—সবাই দেখিয়ে দেবে।

অতুল। তোমার বাবার নামটি কি বললে ?

পরেশ। বটুক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতুল। তপসী ষ্টেশনে নেমে পুরন্দরপুর গ্রামের বটুক বাঁড়ুয্যে, কেমন, এইতো? বাস, ঠিক আছে। দ্যাখো না, কালই আমি সেখানে গিয়ে সব পাকাপাকি করে আসছি। পণ্ডিত, পাঁজিটা ভাল করে দ্যাখো তো—কাছাকাছি একটা ভাল দিন—

পণ্ডিত। ভাল দিন? আরে, আগে বরের বাপের মত নাও—

অতুল। না পণ্ডিত, তুমিই ডোবাবে। সেবার কল্যাণীর মায়ের বিয়েটা খাব খাব ক'রে ভেস্তে দিচ্ছিলে,—আবার এবার—

পণ্ডিত। তা হলেও বাপের মতটা—

অতুল। আরে যেখানে বরের মত আছে, সেখানে কি কিছু আটকায়? বলি বরের বাপতো আর বিয়ে করবে না! বিয়ে করবে বর। যাও যাও চট করে' দেখে এসে আমাকে বল।

(জোর করে পণ্ডিতকে পাঠিয়ে দিলে দিন দেখতে)

হুঁঃ—বলি গাই-বাছুরে ভাব থাকলে—

কল্যাণী। কাকা!

অতুল। অ্যাঁ ও হ্যাঁ, তাহ'লে ডাক্তার, তুমিও সব যোগাড়যন্ত্র করে নাও।

পরেশ। আপনি আগে বাবার মতটা—

অতুল। ওহে ডাক্তার, সেদিকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমার নাম অতুল চন্দ্র। তোমার বাপের মত আমি যাব আর নিয়ে আসব।

পরেশ। তাহলে আমি এখন চলি—

অতুল। হ্যাঁ এসো, কিন্তু ভুলো না যেন—

(পরেশ চলে গেল)

কল্যাণী-মা, আমার কাপড়-জামাটা একটু পরিষ্কার করে রাখিস —একি, মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছিস যে! আমার কাছে কিছু লুকোসনি মা। বলবার কিছু থাকে যদি আমাকে খুলে বল্। তোর মা যে মরবার আগে তোকে এই এতটুকু অবস্থায় আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছে! তোর অকল্যাণ আমি দেখতে পারবো না মা। বল্ তাহলে না হয়—

(কল্যাণী অতুলকে প্রণাম করতেই অতুল তাকে তুলে ধরে দেখলে চোখে তার জল, মুখে হাসি)

কল্যাণী। কাকু! আমার কাকামণি!

(কল্যাণী শিশুর মত অতুলকে জড়িয়ে ধরলে)

অতুল। হ্যাঁ, তাই বল্—তাইতো বলি—এই না হ'লে আমার মা!

(অতুল আনন্দে কল্যাণীকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। তারও চোখদুটো জলে ভরে এল)

তৃতীয় দৃশ্য

বটুক বাঁড়ুয্যের বৈঠকখানা। বটুক ও শিবনাথ কথা বলছে। দূরে নায়েব বসে আছে।

শিবনাথ। এই আপনার শেষ কথা?

বটুক। আমার নাম বটুক বাঁড়ুয্যে, আমার কথার নড়চড় হয় না।

শিবনাথ। তাহ'লে তাই ঠিক রইলো। আপনার ছোটছেলের বিয়ে দিয়ে আপনি টাকা মিটিয়ে দেবেন।

বটুক। বলছি তো, আমার যে-কথা সেই-কাজ।

শিবনাথ। বেশ, তিনমাস সময় দিলাম। কিন্তু ছেলের বিয়ে দিয়ে আড়াই হাজার টাকা পারবেন দিতে?

বটুক। নিশ্চিন্ত থাকুন। ছেলে আমার ডাক্তারী পাশ করেছে। তাছাড়া বলরামপুরের জমিদারের সঙ্গে কথাবার্তা আমার পাকাপাকি হয়েই আছে। টাকা আপনি পাবেন।

শিবনাথ। টাকা না পেলে বাগান আমি জোর করে দখল করবো মনে থাকে যেন। আচ্ছা, তাহ'লে এখন চলি।

(শিবনাথ চলে গেল)

বটুক। লোকটা দেখলেন নায়েবমশাই?

নায়েব। এখন জমিদারীর মালিক হয়েছেন—জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করেছেন।

বটুক। বাগানের কাগজপত্রগুলো আনুন ত দেখি—

(নায়েব খাতাপত্র বটুকের সামনে ধরলে—বটুক ও নায়েব খাতাপত্র দেখতে দেখতে ফিস্ ফিস্ ক'রে পরামর্শ করতে লাগল)

(নেপথ্যে) চাকর। না, না, তুমি ঘরে যেতে পারবে না।

অতুল। ওরে আমার কেরে! ঘরে যেতে পাব না! ব্যাটা নবাব কোথাকার!

(অতুল প্রবেশ করল। গায়ে পুরনো কোট, খালি পা, বগলে ছেঁড়া ছাতা।)

অতুল। আপনিই বটুকবাবু?

বটুক। হ্যা। কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না!

অতুল। চিনবেন, চিনবেন, আগে সম্বন্ধটা পাকাপাকি হোব, কাজকর্ম্ম চুকে যাক্, তখন চিনবেন।

বটুক। কি বলছেন আপনি?

অতুল। আমি বলছি আপনার ছেলে পরেশ-ডাক্তারের বিয়ের কথা। আমার ভাইঝির সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে।

বটুক। আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন। শুনুন নায়েব-মশাই, বাগানের দখল আমি ছাড়বো না।

নায়েব। কেন ছাড়বেন? যা ছাড়বার তা ত' ছেড়েই দিয়েছেন।

অতুল। তুমি চুপ করো তো দাদা, আগে আমার কথাটা হ'য়ে যাক্। বিয়ে আপনাকে দিতেই হবে, শুনছেন?

নায়েব। গায়ের জোরে নাকি?

অতুল। আজ্ঞে হ্যা, গায়ের জোরে।

নায়েব। আড়াই হাজার টাকা দিতে পারবেন?

বটুক। আঃ, কাকে কি জিজ্ঞাসা করছেন নায়েব-মশাই? চেহারা দেখে মানুষ চিনতে পারেন না?

অতুল। চেহারা দেখে আপনি চিনে ফেললেন? যার মেয়ে তার কাছে আড়াই হাজার টাকা কিছুই নয়, তা জানেন? আর আমি? নিজের জীবন দিয়ে দিতে পারি; আড়াই হাজার টাকা! আপনি যাবেন কিনা তাই বলুন।

বটুক। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। যাব।

অতুল। নিশ্চয় যাবেন বলুন, পরশু ভাল দিন আছে।

বটুক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব।

অতুল। বাস্, আপনি যাবেন বললেই হলো—আর আমি কিছুই চাই না। আমি চলি তাহলে—

বটুক। আচ্ছা—(অতুল যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিল)

অতুল। আবাব বলুন, আপনি যাবেন পরশু।

বটুক। হ্যাঁ যাব ! যাব ! যাব !

অতুল। বাস্, বাস্, আর বলতে হবে না আপনাকে—

(অতুল চলে গেল)

নায়েব। লোকটা সত্যি বিশ্বাস করে গেল কিন্তু !

বটুক। আপনিও যেমন ! ওটা পাগল। চেহারা দেখে চিনতে পারলেন না ? বদ্ধ পাগল !

নায়েব। তাহ'লে এদিককার—

বটুক। আপনি সব ব্যবস্থা করুন। একবার উকিলের সঙ্গেও পরামর্শ করে আসুন। বাগানের দখল আমি ছাড়ব না—ওটা আমার বড জেদের জিনিস। আর হ্যাঁ, দেখুন, বলরামপুর থেকে কিছু বাছাই বাছাই লেঠেল্‌দের বলে রাখুন। কারো দম্ভ আমি সইব না—বাগানের দখল আমি ছাড়তে পারি না। ও আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

চতুর্থ দৃশ্য

পরেশ-ডাক্তারের বাংলো। কল্যাণী ঘরের জিনিষ-পত্র গোছাচ্ছে আর গান গাইছে।

পরেশ প্রবেশ করল।

পরেশ। (সুরে) যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে
জীবন মরণে,
গানের টানে মিলুক এসে
তোমার চরণে।

(কল্যাণী একবার চেয়ে দেখে কাজে মন দিল—পরেশ তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল)

পরেশ। লব বক্ষে তোমায় আমি দু'বাহু বাড়ায়ে
সুমুখে যাহারে চাও
পিছনেই আছে সে দাঁড়ায়ে!

কল্যাণী। আঃ—

পরেশ। আঃ কেন? বল—
"আমার নয়ন ভোলানো এলে
আমার হৃদয় ভোলানো এলে!"

কল্যাণী। যাও, তুমি ভা-রি দুষ্টু!

পরেশ। বটে! আমি দুষ্টু?

কল্যাণী। নও? চোর কোথাকার—

পরেশ। ও! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!

কল্যাণী। আমার জন্যে? নিজেই তো চুরি করে গান শুনছিলে—

পরেশ। ও এই কথা! আচ্ছা, এবার থেকে আর চুরি করে শুনবো না। এই বসলাম এইখানে, নাও শোনাও তোমার গান।

কল্যাণী। না, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

পরেশ। সে জন্যে ঠাকুর-চাকর আছে।

কল্যাণী। ঠাকুর-চাকর কাজ করবে, আর আমি বসে বসে তোমার কবিতা শুনবো! দেখ, তুমি ডাক্তারী ছেড়ে দাও...ও-বিদ্যে তোমার ধাতে সইবে না। তার চেয়ে কবিতা লিখতে সুরু কর। যে-রকম কবি হয়ে উঠছ, দেখবে তোমার বাবা যদি-বা রাগ করতেন—তোমার কবিতা শুনে সে রাগ গলে জল হয়ে যাবে।

পরেশ। ঠাট্টা করছ? তুমি জাননা আমার বাবাকে। বড় কঠিন লোক। ওর মায়া আছে, কিন্তু দয়া নেই।

কল্যাণী। বেশ তো, তোমার বাবা এলে তোমার যদি কাছে যেতে সাহস না হয়, আমাকে এগিয়ে দিও, আমি বুঝে নেবো।

পরেশ। বাবা নিশ্চয় খুব রাগ করেছেন। তোমার কাকার তাড়া-হুড়োতে একটা খবর পর্য্যন্ত দিতে পারলাম না। বাবার অমতে বিয়ে—

কল্যাণী। সে কি কথা! কাকাবাবু ত' তাঁর মত নিয়ে এলেন—

পরেশ। তোমার কাকার কথা তো!

কল্যাণী। ঠাট্টা কোরো না। সত্যি, কাকাবাবু আমার বড় সাদা সিধে মানুষ...উনি মিথ্যা কথা বলেন না। বলছি ত'—তোমার ভয় করে, আমাকে ঠেলে দিও।

পরেশ। বেশ তাই হবে'খন! নাও গানটা গাও—

কল্যাণীর গান

(গান তখনও শেষ হয়নি এমন সময় দেখা গেল, অতুল ও পণ্ডিত আসছে)

অতুল। পণ্ডিত, দ্যাখো! বলেছিলাম না!

পণ্ডিত। চল আমরা একটু বাইরে অপেক্ষা করিগে—

অতুল। কেন?

পণ্ডিত। (ইশারায় দেখিয়ে দিলে)

অতুল। ওঃ!—চলো- -

(উভয়ে প্রস্থানোদ্যত)

কল্যাণী। (দেখতে পেয়ে) একি! কাকা! চলে যাচ্ছেন যে—কখন এলেন?

অতুল। এ—এই আসছি মা।

(কল্যাণী অতুলকে প্রণাম করলে)

অতুল। আশীর্বাদ করি মা—সুখে থাক, স্বামীর হাত ধরে শ্বশুরের ঘরে গিয়ে, তার ঘরের রোশনাই জেলে দাও।

কল্যাণী। বসুন, বসুন, পণ্ডিতকাকা। আমি চা জলখাবারের ব্যবস্থা করিগে।

(কল্যাণী চলে গেল)

পরেশ। বাবা ত এখনও এলেন না?

অতুল। আসবে ডাক্তার, আসবে! তবে কাজের মানুষ, হয়ত আটকে পড়েছে।

পরেশ। আমি তখনই বলেছিলাম অত তাড়াতাড়ি করে—

অতুল। তাড়াতাড়ি আবার কোথায় ডাক্তার? পণ্ডিত, ডাক্তার কি বলে শোনো! ডাক্তার, জানো, কল্যাণীর মায়ের বিয়ে দিয়েছিলাম এর চেয়ে তাড়াহুড়ো কোরে, একেবারে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। বুঝলে ডাক্তার, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে—

পরেশ। আমি সে-কথা বলছি না। আমি ভাবছি বাবা বিয়েতে এলেন না, হয়ত খুব রাগ করেছেন।

অতুল। কিছুনা—কিছুনা। বাপ্ কখনও ছেলের ওপর রাগ করতে পারেন না। ওসব কিছু না...ছাখো না, এলেন বলে—

পরেশ। আমার মনে হয় আপনার কথা বাবা বিশ্বাস করতে পারেন নি। উনি বোধ হয় আপনাকে পাগল ভেবেছেন।

অতুল। পাগল? আমাকে? পণ্ডিত! শোন, বাবাজীর কথা শোনো—

পরেশ। তাহলে আসছেন না কেন?

অতুল। আসবে, আসবে, সবুরে মেওয়া ফলবে। বিয়ে যখন করে ফেলেছ তখন একটু সবুর কর।

নেপথ্যে বটুক। ওরে কে আছিস? পরেশ—

পরেশ। ওই বাবা এসেছেন। আমি পালাই।

(পরেশ দ্রুত পাশের ঘরে চলে গেল)

অতুল। আরে! ডাক্তার, পালাচ্ছ কেন? পণ্ডিত ছাখো তো, বেয়াই-মশাইকে ভেতরে নিয়ে এস, আমি বাবাজীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসি।

(অতুল পরেশকে অনুসরণ করল—পণ্ডিত বাইরে গেল)

কিছুক্ষণ পর বটুক ও পণ্ডিতের প্রবেশ

বটুক। হ্যাঁ হে, তোমার বাবু কোথায়—পরেশ?

পণ্ডিত। ভেতরে আছেন। আসছেন, বসুন আপনি।

বটুক। ডাকো ডাকো, তোমার বাবুকে ডাকো। বাইরের ঘরে বলরামপুরের জমিদারকে বসিয়ে রেখে এসেছি, মস্ত জমিদার—দেখ তাঁর যেন কোনও অসুবিধা না হয়!

(পণ্ডিত চলে গেল)

বটুক। কইরে কে আছিস্—এক গ্লাস জল দে ত'!

(জলের গ্লাস হাতে কল্যাণী প্রবেশ করল। কল্যাণী টেবিলের ওপর জলের গ্লাসটি রেখে বটুককে প্রণাম করে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। অতুল এলো।)

বটুক। থাক্, থাক্—কই তোমাকে চিনতে পারলুম না তো মা—

অতুল। বাঃ বাঁড়ুয্যে-মশাই, বেশ। চিনতে পারলেন না? ওই যে মুখে বললেন মা,—এ সত্যিই আপনার মা-লক্ষ্মী। আপনার ঘর আলো করবে।

বটুক। কি বলছেন?

অতুল। সেই যে আপনাকে গিয়ে বলে এলাম, আমার ভাইঝির সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়ে দিতে হবে। আপনিও কথা দিলেন আর আমিও এসে সব জোগাড়যন্ত্র করে ফেললাম। কিন্তু আপনার আক্কেলখানা কি বলুন তো? কথা দিয়ে এলেন না। কিন্তু আপনি এলেন না বলে বিয়ে তো আর বন্ধ থাকতে পারে না। বিয়ে আমি সেই দিনই দিয়ে দিয়েছি।

বটুক। সে হতভাগা কই? কোথায় গেল সে?

অতুল। আছে, বাবাজী বাড়ীতেই আছে। শুধু আপনার ভয়ে—

বটুক। আমার ভয়ে? আমার সর্ব্বনাশটা করে এখন ভয়? ডাক, ডাক দেখি হতভাগাকে—কোথায় গেল—পরেশ! পরেশ!

পরেশ ধীরে ধীরে প্রবেশ করল।

বটুক। এই লোকটা যা বলছে তাই কি আমাকে সত্যি বলে মেনে নিতে হবে?

পরেশ। (নিরুত্তর)

বটুক। কি, চুপ করে রইলে যে! কথার উত্তর দাও—এটা কি সত্যি?

পরেশ। হ্যাঁ।

বটুক। এর চেয়ে আমার মাথায় দশ ঘা জুতো মারলি না কেন তুই? জুতো মারলি না কেন আমার মাথায়? আমি যে বলরামপুরের

জমিদারকে কথা দিয়ে রেখেছি—পাওনা-গণ্ডার কথা পর্য্যন্ত সব ঠিক করে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, এখন কি করে আমি তাকে মুখ দেখাব, কি করে দাঁড়াব গিয়ে তার সামনে বলতে পারিস ?

পণ্ডিত প্রবেশ করল।

পণ্ডিত। বাইরের ঘরের উনি চলে গেলেন। আমি কত বললুম, কিন্তু আমার কাছে সব শুনে বললেন তাহ'লে আর থেকে কি হবে।

বটুক। চলে গেছেন ? ছি, ছি, ছি, ছি! আমি এখনই ফিরবো, তুইও চল্ আমার সঙ্গে।

অতুল। বাঃ, বাঃ বেয়াইমশাই আপনার বুদ্ধিত খুব ! আপনি বাবাজীকে নিয়ে বাড়ী যাবেন—মেয়েটা থাকবে কোথায় ?

বটুক। জানি না। যার তার মেয়েকে আমি –

অতুল। ওরকম কথা বলবেন না বেয়াইমশাই—আমি বরদাস্ত করতে পারব না। আমার আপন দাদার মেয়ে, আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। ওর বাপকে যদি একবার দেখতেন তাহলে বুঝতেন- -

বটুক। পাগলের পাগলামো শোনবার সময় আমার নাই। তুমি তৈরী হয়ে নাও পরেশ !

অতুল। বা-বা-বা-বা! তৈরী হয়ে নাও পরেশ। মেয়েটা যাবে কোথায় -থাকবে কার কাছে ? না, না, ওসব হবে না। বাঁড়ুয্যে মশাই, আপনার ছেলের বউ ওকে আপনার সঙ্গে করে নিয়ে যেতেই হবে।

বটুক। কখ্খনো না। চলে এস পরেশ—

অতুল। বাড়ুয্যে-মশাই!

বটুক। না-না-না। ও মেয়েকে আমি ঘরে তুলতে পারবো না।

পরেশ। বাবা !

কল্যাণী। বাবা!

(বটুকের পায়ের কাছে বসে পড়ল)

অতুল। ওতো কোন দোষ করেনি, আপনার ছেলে দেখে-শুনে দিব্যি চোখ খুলে ওকে বিয়ে করেছে!

বটুক। ওঠো মা ওঠো। দ্যাখো, তোমার ভাইঝিকে আমি নিয়ে যাব, কিন্তু একটা সর্ত্তে। তুমি নিজে কোনদিন সেখানে যেতে পারবে না—রাজী আছ?

অতুল। খুব রাজী, খুব রাজী আছি। মেয়েটা যদি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, আমি সব করতে রাজী আছি।

বটুক। কোনদিন যদি তোমাকে আমার বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোতে দেখি, তাহলে দারোয়ানের গলাধাক্কা খেতে হবে, মনে থাকে যেন।

অতুল। ঠিক মনে থাকবে—ঠিক মনে থাকবে। আপনি এখন ঘরের লক্ষ্মী ঘরে নিয়ে যান।

বটুক। পরেশ, বৌমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস, এখুনি যাব। একখানা গাড়ী—

পণ্ডিত। আমিই ডেকে দিচ্ছি।

পণ্ডিত ও বটুক চলে গেল।

অতুল। বাবা পরেশ, আমি ত তোমার বাবার কাছে কথা দিয়েছি তোমাদের বাড়ী আর যাব না,—তুমি বাবা দেখো মা-হারা এই মেয়েটার যেন কোন কষ্ট না হয়! বড় কষ্টে ওকে আমি মানুষ করেছি।

কল্যাণী। কাকামণি!

অতুল। কাঁদিস নি মা, কাঁদিস নি। শ্বশুর-বাড়ী যাচ্ছিস—ভাল খাবি, সুখে থাকবি—

পণ্ডিত ফিরে এলো।

পণ্ডিত। সামনেই একখানা টম্‌টম্ দাঁড়িয়েছিল, সেইটেই ঠিক করে দিলাম। তোমরা চল, বাঁড়ুয্যেমশাই বড় অস্থির হয়ে উঠেছেন।

অতুল। যা মা যা, বেয়াইমশাই আবার রাগ করবে।

কল্যাণী। চোখের দেখা ত আর কোনদিন দেখতে পাব না—আশীর্বাদ কর কাকা—

(প্রণাম করে)

অতুল। ওরে তোরা দুটিতে বেঁচে থাক, সুখে থাক, বাঁড়ুয্যে-মশাইকে সুখী কর—এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ ত আমি জানি না মা।

(পরেশ ও কল্যাণী চলে গেল)

পণ্ডিত। অতুল, চলো—ওরা তো চলে গেল।

অতুল। পণ্ডিত! আমার ঘর যে খালি হয়ে গেল! কোথায় যাব বলতে পারো?

পঞ্চম দৃশ্য

বটুকের বৈঠকখানা। পরেশ দাঁড়িয়ে আছে—বটুক ও শিবনাথ কথা বলছে।

শিবনাথ। শুনলাম আজ দুমাস হলো ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে নিয়ে এসেছেন। লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলের বিয়েটা তো দিলেন—এইবার টাকাটা দিয়ে দিন।

বটুক। আর বলেন কেন মশাই! এক ব্যাটা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল! একটি পয়সাও পেলাম না—ছেলে ওদিকে বিয়ে করে বসলো।

শিবনাথ। ওসব ফাঁকা কথা আর শুনবো না বটুকবাবু, আমার টাকা চাই।

বটুক। হ্যাঁ, টাকা আপনি পাবেন। চেষ্টা—

শিবনাথ। এখনও চেষ্টা? আমি আর সময় দেব না। আপনার চালাকি আমি বুঝতে পেরেছি।

বটুক। কি করবেন?

শিবনাথ। যেমন করে পারি বাগানের গাছ কেটে দখল নেবো।

বটুক। তা আপনি পারবেন না—

শিবনাথ। আচ্ছা পারি কিনা তাই দেখবো।

বটুক। বেশ, তাই দেখুন।

শিবনাথ। তা হ'লে ওই কথাই রইলো।

শিবনাথ চলে গেল।

পরেশ। আপনি ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করলেন কেন বাবা?

বটুক। জিজ্ঞেস করতে তোমার লজ্জা করছে না? এর জন্যে দায়ী ত তুমিই! বড়বাগান একদিন আমার ছিল, অতবড় একটা সম্পত্তি আজ আমাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে শুধু তোমারই জন্যে।

পরেশ। বিয়ে দিয়ে ছেলেকে জমিদার-বাড়ীতে বিক্রি করে সম্পত্তি আপনার নাই-বা রাখলেন!

বটুক। বটে!

পরেশ। আড়াই হাজার টাকা আমি আপনাকে রোজগার করে দেব।

বটুক। হ্যাঁ দেবে, তুমি সব দেবে! এই যে দিলে!

নায়েবের প্রবেশ

বটুক। কি খবর নায়েব-মশাই—ও-দিককার সব ঠিক?

নায়েব। হ্যাঁ,—তবে খবর পেলাম আজই রাত্রে নাকি জমিদার গাছ কেটে বাগান দখল নেবে।

বটুক। আজই রাত্রে!

নায়েব। হ্যাঁ, সেই রকম শুনলাম, আর তার জন্যে ওরা নাকি অনেক লাঠিয়াল এনে রেখেছে।

বটুক। বটে! তাই বুঝি এমনি করে শাসিয়ে গেল। আচ্ছা আমিও বটুক বাঁড়ুয্যে—দেখি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

নায়েব। আমি তা হ'লে—

বটুক। আপনি আমাদের লোকজনকে তৈরী থাকতে বলে দিন—গাছ কাটতে গেলেই যেন বাধা দেয়। আমি একবার থানায় বড় দারোগার সঙ্গে দেখা করে আসি. আপনিও বড়-পুকুরের দুটো বড় রুই মাছ থানায় দারোগাবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিন। আর দেখুন, ওদের বলে দিন, প্রয়োজন হ'লে খুন করতেও যেন দ্বিধা না করে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অতুলের বাড়ী। অতুল দাওয়ায় বসে একমনে কি ভাবছে। পণ্ডিত এলো—হাতে খবরের কাগজ।

পণ্ডিত। কি হে, দিনরাত বসে বসে কি ভাবছ? তোমার হয়েছে কি? পাঠশালাতেও আজকাল যাচ্ছ না, ছেলেমেয়েদেরও পড়াচ্ছ না—আগের মত কারও সঙ্গে কথাও বল না—তোমার হল কি?

অতুল। কিছু আর ভাল লাগে না পণ্ডিত। কল্যাণী চলে গেল আর আমার কাজও যেন সব ফুরিয়ে গেল। প্রাণটাও বড় খাঁ খাঁ করছে।

পণ্ডিত। আহা তা ত করবেই, কোলেপিঠে করে মানুষ করেছ—তা বলে খাওয়া-দাওয়ার পাটও তুলে দিতে হবে? চিঁড়ে মুড়ি খেয়ে ক'দিন চালাবে? রান্নাবান্নার জোগাড় দেখ—

অতুল। বুড়ো বয়সে আর অত হাঙ্গামা করতে পারি না পণ্ডিত।

পণ্ডিত। তা ব'লে শরীরটা ত রাখতে হ'বে।

অতুল। আমার আবার শরীর! হাঁ দেখ পণ্ডিত, ওরা যদি এখানে থাকত তাহলে তু একবার চোখের দেখাও দেখতে পেতুম।

পণ্ডিত। কল্যাণীর কথা ভেবে আর মন খারাপ করো না। ও বেশ ভালোই আছে, সুখেই আছে।

অতুল। কিন্তু মেয়েগুলো কি পণ্ডিত! শ্বশুরবাড়ী গেলেই একেবারে পর হয়ে যায়।

পণ্ডিত। কে পর হ'লো?

অতুল। কে আবার! এই কল্যাণীর কথাই ধর না কেন। আজ ছমাস হল শ্বশুরবাড়ী গেছে, একখানা চিঠি লিখে তোমার আমার খোঁজটা নিলে?

পণ্ডিত। সবে শ্বশুরবাড়ী ঘর করতে গেছে, এখন তোমার কথা কি মনে আছে ?

অতুল। তাইতো বলছিলাম তোমাকে—

পণ্ডিত। তবে আমার কল্যাণী-মা সে-রকম নয়। বোধ হয় কাজের চাপে সুযোগ করে উঠতে পারছে না চিঠি দিতে।

অতুল। পণ্ডিত, আমার মন কিন্তু বড় কু গাইছে। বারবার মনে হচ্ছে কল্যাণীব নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে, আর নয়-তো অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছে।

পণ্ডিত। না, না, কষ্ট হবে কেন ? তবে অসুখ-বিসুখ—বেশতো মেয়েটার জন্যে যদি মন কেমন করে, দুদিন ঘুরেই এস না ! বলি, পর ত নয়—বেয়াই-বাড়ী।

অতুল। না, না, সেখানে যাওয়া চলে না—কিছুতেই না। বাঁড়ুয্যে মশাইকে আমি কথা দিয়েছি। কল্যাণী সুখে থাক্, আমি সেখানে যাব না।

পণ্ডিত। তা হলে আর মন খারাপ করো না। যাও, খাওয়া-দাওয়াব ব্যবস্থা করোগে—

অতুল। এই সময় দাদাকে একবার পেতাম !—জানো পণ্ডিত, কল্যাণীর জমিদার-বাড়ীতে বিয়ে হয়েছে শুনলে দাদা খুব খুসী হবে, না ?

পণ্ডিত। হওয়াটাই ত স্বাভাবিক। নিজের মেয়ে—

অতুল। কিন্তু তারই-বা খোঁজ কই ? নিশ্চয় এতদিনে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে—আচ্ছা পণ্ডিত, পিওনের সঙ্গে আজ তোমার দেখা হয়নি ?

পণ্ডিত। কেন ?

অতুল। হয়ত কল্যাণীর চিঠি এসেছে, সে দিতে ভুলে গিয়েছে,—এমনও তো হয়।

পণ্ডিত। না, সে রকম বড-একটা হয় না। তবে পিওনের সঙ্গে আজ আমার দেখা হয় নি।

অতুল। দেখা হয়নি! পিওন আসেনি—

পণ্ডিত। না।

অতুল। তোমার হাতে ওটা কি—খবরের কাগজ না?

পণ্ডিত। হ্যাঁ, খবরের কাগজ।

অতুল। ওতে কিছু নেই?

পণ্ডিত। তুমি পাগল হলে নাকি? এতে কল্যাণীর খবর কি করে থাকবে?

অতুল। না, না, কল্যাণীর নয়—দাদার কথা বলছি।

পণ্ডিত। কি জানি, আমি পড়িনি। এই নাও পড়—

অতুল। না, না, মন-টন আমার ভাল না—ও তুমিই পড।

পণ্ডিত। বৃথাই অস্থির হচ্ছ। খোঁজ করলে এতদিন একটা খবর মিলতো। হয়তো জেল থেকে তার মতিগতি পালটে গেছে।

অতুল। না হে না আমার তেমন দাদা নয়। তুমি পড পণ্ডিত, দাদাকে পেলে—কল্যাণীর খবরটাও পাব।

পণ্ডিত। বলছ পড়ছি—কিন্তু বৃথা।

অতুল। মনে মনে নয় পণ্ডিত মনে মনে নয়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড যেন আমিও শুনতে পাই।

পণ্ডিত। এই দ্যাখ নিরুদ্দেশ—এক নম্বর—শিবনাথ দাদা ফিরে এস—

অতুল। কি বললে পণ্ডিত? আর-একবার পডতো শুনি!

পরেশ। শিবনাথ দাদা, ফিরে এস, মা তোমার কথা ভেবে ভেবে শয্যা নিয়েছেন, শীঘ্র এস—তোমার ছোট ভাই অতুল।

অতুল—ওঃ—তাইতো বলি! আমাদের নয়! আচ্ছা পণ্ডিত, এ যুগটা

কিহে ! ছেলে মেয়ে কেবল ঘর থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে ! মা বাপের মনে ব্যথা লাগে তা তারা বোঝে না ? এ যেন ঘর-পালানো ছেলে মেয়েদের যুগ ! আচ্ছা, আর নেই ?

পণ্ডিত। আছে—অনেক আছে।

অতুল। বাকিগুলো পডতো—

পণ্ডিত। দ্বনম্বর শোন--অতুল—

পিওন। (নেপথ্যে) অতুলবাবু, চিঠি !

অতুল। চিঠি ! পণ্ডিত, এ নিশ্চয কল্যাণীর চিঠি !

অতুল দত্ত বাইরে গেল—পণ্ডিত সেই দিকে চেয়ে রইল।

চিঠি পডতে পড়তে অতুলের প্রবেশ।

অতুল। (আপন মনে) শ্রীচরণকমলেষু. কাকাবাবু. এখানে এসে আমি বেশ মনের আনন্দেই আছি—সংসারের নানা কাজের জন্য সময় মত চিঠি দিতে পারিনি—এজন্যে কিছু মনে করবেন না।—পাগলী ! মনে করব কিরে !

পণ্ডিত। কিহে. কি বিডবিড করছ—কার চিঠি তাই বল না ?

অতুল। পণ্ডিত ! কল্যাণী চিঠি লিখেছে পণ্ডিত—কল্যাণী চিঠি লিখেছে। কেমন বড-ঘরে বিযে দিলাম ! তখন তোমাকে বলেছিলুম না পণ্ডিত—

পণ্ডিত। পড়ো. পড়ো, কি লিখেছে ভাল করে পড়ো—

অতুল। ভাল আছে. সুখে আছে—শ্বশুরবাড়ী খুব ভাল লেগেছে। চিঠি দিতে পারেনি বলে আমি যেন কিছু মনে না করি—এই সব। মনে আবার কি করব বলত পণ্ডিত ? নতুন শ্বশুরঘর করতে গেছে--চিঠি পত্র দিতে একটু দেরী হবেই ত ! তার জন্যে মনে আবার কি করব হে ! (চিঠি পড়তে লাগল)

পণ্ডিত। কিহে অমন করছ কেন? হোলো কি?

অতুল। কল্যাণীর অসুখ।

পণ্ডিত। তবে যে ভাল আছে—

অতুল। তাইতো লিখেছিল গোড়ায়। শেষটায় লিখছে, আজ কদিন থেকে অসুখ। তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে কাকাবাবু—

পণ্ডিত। তাইতো—

অতুল। তাইতো নয় পণ্ডিত—আমি চললুম।

পণ্ডিত। হ্যাঁ, যাওয়া দরকার। কিন্তু এই যে বললে বাঁড়ুয্যেকে তুমি কথা দিয়েছ-

অতুল। আরে রেখে দাও তোমার কথা—

অতুল ছুটে ঘরে ঢুকলো ও উড়ুনীখানা নিয়ে ছুটে চললো—

পণ্ডিত। কিছু খেয়ে যাবেনা?

অতুল। দিলেতো পিছু ডেকে? এই খাওয়া খাওয়া করে তুমি সব মাটি করে দেবে দেখছি—এখন সময় নেই—পণ্ডিত, এখন সময় নেই---পথে মুড়িটুড়ি কিছু খেয়ে নেব খন।

সপ্তম দৃশ্য

বটুকের অন্দর-মহল। অতুল হন্তদন্ত ভাবে প্রবেশ করল।

অতুল। কি ব্যাপার! রাত আটটা বাজে—এর মধ্যেই সব ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? বাড়ীর দরজায় দারোয়ানটা পর্য্যন্ত নেই—কি বাবা! ভুতুড়ে বাড়ী নাকি? সব নিঝ্‌ঝুম। কল্যাণী! কল্যাণীর বাড়াবাড়ি হ'ল নাকি? কে আছ? কল্যাণী! ও কল্যাণী!

কল্যাণী প্রবেশ করল।

কল্যাণী। কাকাবাবু!

(প্রণাম করল। অতুল তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল)

অতুল। কল্যাণী, মা-আমার! কেমন আছিস মা, কেমন আছিস?

কল্যাণী। এখন একটু ভাল আছি কাকাবাবু। কদিন জ্বরে মাথা তুলতে পারিনি।

অতুল। যাক্ বাঁচা গেল। যা ভাবনা হয়েছিল তোর চিঠি পেয়ে। আর এরা সব গেল কোথায়? নরেশ—বাঁড়ুয্যে-মশাই?

কল্যাণী। কেউ বাড়াতে নেই।

অতুল। তা ত' দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু গেল কোথায় সব?

কল্যাণী। ওদের কথা বোলো না। ওরা কি শান্তিতে থাকে একক্ষণ! দিনরাত ঝগড়া মারামারি, মামলা মকদ্দমা...এই সব নিয়েই আছে।

অতুল। আহা ঝগড়া মারামারি, মামলা মকদ্দমা। জমিদারি বজায় রাখতে গেলে এসব তো থাকবেই. তাই ব'লে এত রাত্রে? কিরে চুপ করে' রইলি যে?

কল্যাণী। একটা বাগানের দখল নিয়ে জমিদারের সঙ্গে দাঙ্গা বেধেছে। বাপ আর ছেলে দুজানই গেছে সেখানে।

অতুল। না, না, এত' ভাল কথা নয়—

কল্যাণী। ওঁরা এই সবই ভালবাসেন। জমিদারের লোক এসেছিল বাগানের গাছ কেটে দখল নিতে। এখন বাপবেটায় দুজনে লোকজন, পাইক পেয়াদা নিয়ে ছুটেছেন তাদের ঠেকাতে। একটু আগে খবর পেয়েছি দু'দলে রীতিমত দাঙ্গা সুরু হয়ে গেছে।

অতুল। আমি চললাম।

কল্যাণী। কোথায়?

অতুল। তোদের ওই বাগানে। মজবুত-গোছের একটা লাঠি দিতে পারিস আমাকে? লাঠি না হলেও চলবে, একগাছা বাঁশ পেলেই ব্যাটাদের ধামে ধুনে দিয়ে আসবো—

কল্যাণী। না না কাকাবাবু তোমার যাওয়া হবেনা। নতুন জমিদার ভারি বদলোক। দশ, দুশো লোক পাঠিয়েছে বাগানের দখল নিতে, তুমি তাদের আটকাতে পারবেনা।

অতুল। খুব পারবো—খুব পারবো। বাড়ুয্যে-মশাই আর পরেশ, তোমাদের বেয়াই মশাই আর জামাই—এদের বিপদের সময় আমি চুপ করে বসে থাকবো? তুই কিছু ভাবিস না কল্যাণী, আমি ব্যাটাদের সায়েস্তা করে ওদের দুজনকে নিয়ে এখুনি ফিরে আসছি—

(দ্রুত প্রস্থান)

কল্যাণী। কাকাবাবু! একি হলো? কেন এই বিপদের দিনে এলেন। মা-কালী, দেখো মা—আমার কাকাবাবুর যেন কোন বিপদ না হয়। বড় সাদা লোক।

(পরেশ দ্রুত প্রবেশ করল)

কল্যাণী। ওগো! কাকাবাবু—আমার কাকাবাবুকে দেখো।

পরেশ। না।

(পরেশ ভেতরের ঘরে গেল ও তখুনি বন্দুক নিয়ে ফিরে এলো)

কল্যাণী। একি, বন্দুক নিয়ে কোথায় চললে ?

পরেশ। সময় নেই, পরে বলব—

কল্যাণী। শোন—

পরেশ। বলছি সময় নেই। বল তাড়াতাড়ি কি বলবে।

কল্যাণী। তুমি আর যেওনা।

পরেশ। না যাবেনা—আমাদের অতবড় বাগান জমিদার দখল করে নেবে আর আমি চুপ করে বসে থাকব ?

কল্যাণী। শোন, তবে বন্দুকটা রেখে যাও— ওটা নিয়ে যেওনা।

পরেশ। আঃ! কি ছেলেমানুষী করছ!

কল্যাণী। না গো না। ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠছে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি বন্দুকটা নিয়ে যেওনা।

পরেশ। আঃ সরো দেরী হয়ে যাচ্ছে—

(দ্রুত প্রস্থান করল)

কল্যাণী। ঠাকুর, একি সমস্যায় ফেললে। ঠাকুর, আমার মুখের দিকে চাও ঠাকুর! নাঃ আমিই যাব – আমার স্বামী! আমার কাকাবাবু! ওরে শচী! শচী!

(একজন পাইক প্রবেশ করল)

পাইক। মা-ঠাকরুণ!

কল্যাণী। কে।

পাইক। বাবু কোথায় মা-ঠাকরুণ— দাদাবাবু কোথায় ?

কল্যাণী। কেন ? কি হয়েছে শিগ্‌গির বল্।

পাইক। একজন জখম হয়েছে মা—খুব জোর জখম। জমিদারের লোকজন তাকে তুলে নিয়ে সরে পড়েছে। তাই বাবুকে—

কল্যাণী। যে লোকটা জখম হয়েছে তাকে চিনিস্ তোরা ?

পাইক। না মা-ঠাকরুণ, নতুন লোক। ভদ্দর লোক—তবে আমাদের হয়ে যা লড়লে মা-ঠাকরুণ, সে তুমি নিজের চোখে না দেখলে পেত্যয় যাবেন না।

কল্যাণী। এঁ্যা! তবেকি—তবেকি—

পাইক। কি মা-ঠাকরুণ ?

কল্যাণী। আমি জমিদার-বাড়ী যাব—তুই আমাকে নিয়ে যেতে পারবি ?

পাইক। পারবো না কেন মা-ঠাকরুণ ? কিন্তু ওরা যে আমাদের শত্তুর—আপনি এত রেতে—

কল্যাণী। তাহোক, আমাকে যেতেই হবে - চল আমার সঙ্গে।

(উভয়ে চলে গেল)

অষ্টম দৃশ্য

জমিদার-বাড়ী। একটি কক্ষে শিবনাথ দাঙ্গার ফলাফল জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে পায়চারি করছে আর মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে দেখছে। খোলা জানলা দিয়ে দূরে মশালের আলো দেখা যাচ্ছে।

একজন পাইক সর্দার প্রবেশ করল।

পাইক। হুজুর—

শিবনাথ। খবর কি?

পাইক। খবর ভাল হুজুর। বটুবাবুর লোকজন সব পালিয়েছে। একটা লোক একদম জখম হয়ে গেছে।

শিবনাথ। বাগানে ফেলে রেখে এসেছিস?

পাইক। না হুজুর। অং বাবাজি বললো ' কাছার-বাড়ী কুঠরিতে এনে রেখেছি।

শিবনাথ। লোকটার অবস্থা কি বল... লোকগুলো চিনতে পারবে?

পাইক। হাঁ হুজুর।

শিবনাথ। আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারবে?

পাইক। আজ্ঞে—তা বোধ হয়—পারবে।

শিবনাথ। তোরা খুব বুদ্ধিমান দেখছি।

শিবনাথ কিছুক্ষণ পায়চারি করে [illegible] মৃদু নির্দেশ দিল।

শিবনাথ। একেবারে শেষ করে দিতে পারলি না? গাধা কোথাকার!

পাইক। হুজুরের হুকুম হলেই—

শিবনাথ। একেবারে খতম করে দিয়ে লাসটা পুঁতে দিয়ে আয়—বাগানের ভেতর।

পাইক। যে-আজ্ঞে হুজুর—

(পাইক সর্দার চলে গেল)

(হঠাৎ জানলা দিয়ে একটা 'দাদা' ডাকের ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল সঙ্গে-সঙ্গে জানলাটাও সজোরে খুলে গেল)

শিবনাথ ছুটে জানলার কাছে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভাবতী প্রবেশ করল।

ভাবতী। ওগো! শুনছ—

শিবনাথ। কে!

ভাবতী। তুমি আমার সঙ্গে একবারটি নীচে চলো।

শিবনাথ। কেন?

ভাবতী। পাইকরা কাছারী-বাড়ীর ঘরে কাকে যেন ধরে নিয়ে এসেছে। লোকটা কি রকম চীৎকার করছে দেখবে এসো।

শিবনাথ। কোন দরকার নেই

ভাবতী। দরকার নেই কি বলছো? লোকটাকে হয়ত মেরেই ফেলবে।

শিবনাথ। ফেলুক। আমার ও-সব জানার কোনো দরকার নেই।

ভাবতী। না না, আমার বাড়ীতে এরকম করে কাউকে মারতে আমি দেবনা।

শিবনাথ। তোমার যা ইচ্ছে তাই করোগে, আমি কিছু জানিনা।

(অন্য ঘরে চলে গেল)

কল্যাণী। (নেপথ্যে) আঃ! ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাকে। আমার কাকাবাবু—আমার কাকাবাবুকে আমি দেখব—

(ভাবতী জানলা দিয়ে দেখে চীৎকার করে বললে)

ভাবতী। দারোয়ান, ছেড়ে দেও। ওরে কে আছিস—মেয়েটিকে আমার কাছে নিয়ে আয়। আবার কি গোল—দেখি।

(ছুটে কল্যাণী প্রবেশ করল)

ভাবতী। কি হয়েছে বলোতো? কাকে খুঁজছো তুমি?

কল্যাণী। আমার কাকাবাবু। আপনাদের লোকজন আমার কাকাবাবুকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছে। আমি তার কাছে যাব—তিনি কোথায়? কোথায় তিনি?

ভারতী। এসো আমার সঙ্গে—

(কল্যাণীর হাত ধরে যেমনি বেরুতে যাবে, অমনি শিবনাথ প্রবেশ করে বাধা দিলে)

শিবনাথ। দাঁড়াও। তোমাদের নীচে যাওয়া হবে না।

ভারতী। সে কি! আমারই বাড়ীতে একটা লোককে মেরে ফেলবে আর আমি বাধা দেব না?

শিবনাথ। না—তোমরা এখন যেতে পারবেনা।

কল্যাণী। আমার কাকাবাবু—বড় ভাল—উনি এসবের কিছুই জানেন না। ওকে আপনি মেরে ফেলবেন না। আমি আপনার দুটি পায়ে পড়ছি। ওকে ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন ওকে—

শিবনাথ। না।

ভারতী। না! তুমি চলে এসো মা আমার সঙ্গে—দেখি মা আর মেয়েকে কে বাধা দেয়!

(কল্যাণীর হাত ধরে দ্রুত চলে গেল)

নবম দৃশ্য

কাছারী-বাড়ীর অন্ধকার একটি কক্ষ। কক্ষের মাঝখানে একটা চেয়ারের সঙ্গে আহত অতুলকে পিছমোড়া করে দু'জন পাইক দড়ি দিয়ে বাঁধছে। আশেপাশে কয়েকজন পাইক ও পেয়াদা দাঁড়িয়ে আছে।

অতুল। আঃ। উঃ। দাদা—

১ম পাইক। বাঁধ শালাকে আচ্ছা করে বাঁধ। শালা আবার দাদাকে ডাকছে! বাবার নাম নে শালা—

অতুল। খবরদার। বাপ তুলোনা।

২য় পাইক। চোপ শালা। দোর শেষ করে এই লাঠির এক ঘায়ে—

অতুল। খুব সুবোধ। একজনকে দশ জনে মিলে বেঁধে—দে একগাছা লাঠি, তারপর আয়—দেখি কতখানি মায়ের দুধ খেয়েছিস—

১ম পাইক। শালার তেজ দ্যাখ্—ঘায়েল হয়েও তেজ যায়নি।

২য় পাইক। দাওনা লাঠির আর-এক ঘা—

অতুল। খুব বাহাদুর! পেছন থেকে লাঠি মেরে—দে শালারা এক গাছা লাঠি দে, দেখি কত বড় লড়নেওলা।

২য় পাইক। মারব—

(পাইক-সর্দ্দার প্রবেশ করল)

পাইক-সর্দ্দার। উ-হুঁ-হুঁ, লাঠির ঘায়ে নয় লাঠির ঘায়ে নয়—

১ম পাইক। জমিদার কি হুকুম দিলেন?

পাইক-সর্দ্দার। একেবারে খতম করে—লাস আবার বাগানে ফেলে রেখে আসতে হবে।

অতুল। অ্যাঁঃ। ছেড়ে দে শালারা, লড়ে মরতে দে—ছাড়্!

পাইক-সর্দ্দার। এই গোবরা, শালাকে চেপে ধর—এই বেবলা, তুই বাইরের দিকে নজর রাখ—

(ভোজালি বের করলে)

অতুল। ছেড়ে দে—আঃ, একবার ছাড়া পাইনা—একবার—একবার।

পাইক-সর্দ্দার। কষে ধরিস্—

(ভোজালি মারতে গেল—ঠিক সেই সময়ে ভারতী ও কল্যাণী প্রবেশ করে।)

ভারতী। দাঁড়াও! এসবের মানে কি?

পাইক-সর্দ্দার। (সেলাম করে) বাবুর হুকুম।

ভারতী। বাবুর হুকুম! সরে যাও

(পাইকরা সব সরে গেল)

(কল্যাণী ছুটে অতুলের কাছে গেল ও নিজের আঁচল দিয়ে তার ক্ষতস্থানের রক্ত মুছিয়ে দিতে লাগলো)

কল্যাণী। বাবাবাবু! একি হলো—এরা কেন তুমি ওখানে গেলে কাকাবাবু—কেন তুমি…

ভারতী। ইনি তোমার কাকা?

কল্যাণী। হ্যাঁ। উনি কিছুই জানেন না আপনাদের এই ঝগড়ার সঙ্গে ওঁর কোনো সম্পর্ক নেই, উনি আজ সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ আমাকে দেখতে এসেছিলেন। ছেড়ে দিন আপনারা এঁকে ছেড়ে দিন—

(শিবনাথ প্রবেশ করলো ও অতুলকে ঐ অবস্থায় দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল)

শিবনাথ। কে? অতুল?

অতুল। দাদা।

(শিবনাথ ছুটে গিয়ে বাঁধন খুলে দিল)

শিবনাথ। তুই কি করে এদের মধ্যে এসে পড়লি অতুল? আমি যে—

অতুল। আমিও কি ছাই জানতাম—তুমি আছ এর মধ্যে। এসেছিলাম

কল্যাণীকে দেখতে, ওই বটুকের ছেলের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে দিয়েছি দাদা —কল্যাণী, কল্যাণী —তোমার মেয়ে

শিবনাথ। অতুল! এই—এই আমার

অতুল। হ্যাঁ দাদা, তোমার মেয়ে

কল্যাণী। বাবা বাবু! (শিবনাথের দিকে তাকালে)

অতুল। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ তোর বাবা ওই তোর বাবা আমার আজন্মের শত্রু—

শিবনাথ। মা!

(কল্যাণীকে বুকে জড়িয়ে ধরে)

অতুল। তোমার জিনিষ তুমি ফিরিয়ে নাও দাদা। এবার আমার ছুটি— আমাকে আর কেউ [illegible] পারবে না।

কল্যাণী। [illegible] আর তোমাকে কখনও কোথাও যেতে দেবনা।

শিবনাথ। এবার পালাবার চেষ্টা করলে এবার সত্যি সত্যি খুন করবো।

অতুল। খুন করবার কিছু বাকি [illegible] দাদা। (ভারতীর দিকে তাকিয়ে) খুব [illegible] তুমি [illegible] বৌদি! ভাগ্যিস্ বৌদি [illegible] পড়লো। এখন এক গ্লাস জল খাওয়াও দেখি—

ভারতী। হাঁ ঠাকুরপো আমি জল এনে দিচ্ছি।

(ভারতী জল আনতে গেল)

(বটুক [illegible] কনস্টেবল সহ পুলিস দারোগার প্রবেশ)

বটুক। (শিবনাথকে দেখিয়ে) ওই যে, ওই—ওই হল আসল আসামী—

অতুল। না, না, আসামী নয়, আসামী নয়। আপনার বেয়াই। কল্যাণীর বাবা—মানে আমার দাদা আমার বড় ভাই।

(ভারতী জল নিয়ে এসে অতুলকে দিল)

বটুক। অ্যাঁ। সে কি কথা?

শিবনাথ। হ্যাঁ, বসুন বেয়াইমশাই। শেষ পর্য্যন্ত আপনার কাছেই আমাকে হার মানতে হ'লো।

বটুক। এটা কি রকম হ'লো?

অতুল। বেয়াই-মশাই, জোয়ার-ভাঁটা শুধু গঙ্গায় খেলেনা—মানুষের জীবনেও খেলে—এও তাই।

"কল্যাণী! কল্যাণী!"

(ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করল পরেশ)

পরেশ। এই যে বাবা! কল্যাণী—

অতুল। কল্যাণী তার বাপের কাছে থাকবে, তার বাপের কাছে!

পরেশ। বাবা!

বটুক। পরেশ, বেয়াইমশাইকে প্রণাম কর—উনিই তোমার শ্বশুর। আমাদের জমিদার।

(পরেশ ও কল্যাণী শিবনাথকে প্রণাম করল)

শিবনাথ। ওরে আগে তোরা ওই অতুলকে- তোদের কাকাবাবুকে প্রণাম কর। চেয়ে নে ওর আশীর্ব্বাদ! আমার মত হতভাগা ভাইএর জন্যে ও আজ জীবন দিতে বসেছিল। ও লেখাপড়া জানে না—ও মূর্খ! কিন্তু মানুষের মত মানুষ—ভাইএর মত ভাই। এমনি ভাই আর এমনি মানুষ যেন হে ভগবান, আমাদের এই বাংলাদেশের ঘরে ঘরে জন্মায়! আর আমি কিছু চাই না ভগবান, আমার মনস্কামনা তুমি পূর্ণ করো!

শিবনাথ হাত দুটি কপালে ঠেকালে।

পরেশ ও কল্যাণী অতুলকে প্রণাম করল।

অতুলের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে এল।

যবনিকা